পবিত্র কোর্‌আন, হাদিস ও আহওয়ালে আম্বিয়া হইতে সংগৃহীত

ইসলাম-ইতিবৃত্ত

শাহ হাজী মোহম্মদ ছমিরউদ্দীন আহম্মদ

রংপুরী কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

ষ্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই

৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

রংপুর।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

ইসলাম-ইতিবৃত্ত।

সূচীপত্র।

(৪র্থ কল্যান যুগ)

সূচনা।

মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, যাহা দৃষ্টি করিয়া থাকে তাহার উৎপত্তি ও গুণের পরিচয় অবগত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; বরং উপযুক্তরূপে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকে। মানবজাতি স্বীয় উৎপত্তি ও পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় অবগত হইবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইসলাম-ধর্ম্মের মূল বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় উপযুক্তরূপে বিবৃত না থাকায় বঙ্গীয় মুসলমানগণের সে কৌতূহল চরিতার্থ করার আশা সুদূর পরাহত! হজরত আদম (আঃ) মনুষ্যজাতির আদি পিতা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি হাওয়া (রাঃ) আদি মাতা। তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্য-এসিয়া হইতে প্রকাশিত হইয়া জগন্ময় বিস্তৃত হইয়া গিয়াছেন। প্রশংসিত আদি বংশ মধ্যে মহাপুরুষ, সম্রাট, যোদ্ধা, সিদ্ধপুরুষ, বিদ্বান্ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনী অতি সুমধুর ও উপদেশমূলক। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় তাঁহাদের জীবনী না থাকায়, বঙ্গবাসী মুসলমান সন্তানগণ তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইতে না পারায় বিভিন্ন জাতীয় বর্ণিত অসম্পূর্ণ ও অমূলক বৃত্তান্ত পাঠ করতঃ তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মুসলমানজাতির আদি সনাতন-ধর্ম্ম ও বংশাবলী প্রকাশ করিয়া প্রকৃত অভাব দূরীভূতকরণ মানসে ইহা বর্ণিত হইল। (ক)

দয়াময় বিশ্বপতি কৃপা বিতরণ করিলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও মানবের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমস্ত

(ক) বিখ্যাত আহওয়ালে আম্বিয়া ও বহুতর কেতাব হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহা প্রকাশ করা গেল।

বংশাবলীর জীবনী যুগান্তরানুযায়ী এবং শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবনী, অলৌকিকতা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। পরবর্ত্তী খণ্ডে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর খলিফা, ছাহাবা, তাবাইন ও তাবে-তাবাইন এবং সিদ্ধপুরুষগণের বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। অতঃপর সম্রাট, রাজা ও নবাবগণের জীবনী ধারাবাহিকরূপে ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যাধিকার বিষয় ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইবে। ইসলাম ঐতিহাসিকগণের মতে পঞ্চযুগ বা মহাপরিবর্ত্তন গণনা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা যুগান্তরানুসারে পঞ্চ-খণ্ডে বা পাঁচ অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল। (ক)

বর্ত্তমান সময় কোন বিষয় সংগ্রহ ও প্রকাশ্ করা বিষম সমস্যা। পাঠক ও পাঠিকাগণ মধ্যে কতিপয় শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

১। উপন্যাস পাঠকগণের উচ্চভাষা, উত্তম মসী, নয়ন তৃপ্তিকর কাগজ না হইলে তাহাদের রুচি বিকার হইয়া থাকে।

২। মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্যসেবীগণ বিস্তৃত বিবরণ মিশ্রিত ভাষায় না হইলে সাদরে গ্রহণ করেন না।

৩। গ্রাম্য ইসলাম সন্তানগণ বিস্তৃত বিবরণ দেশীয় সরল ভাষায় না হইলে পাঠ করিতে অনিচ্ছুক।

সুতরাং লেখকের পক্ষে সংগ্রহ ও প্রকাশ বিষম সমস্যা। এই ইসলাম-ইতিবৃত্ত নানাবিধ আরবী, পারসী, উর্দ্দু পুস্তক হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করা গেল। যে সকল আরবী, পারসী শব্দ ভাষান্তর করিলে ইসলাম সন্তানগণের দুর্ব্বোধ্য হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা (আল্লা, ফেরেশ্‌তা, দোজখ, বেহেশ্‌ত, নবী ইত্যাদি) তদ্রূপে রাখিয়া বোধগম্যার্থে তাহার পার্শ্বে ও টিকায় শুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। প্রেরিত পুরুষ ও মহাপুরুষগণের নামের শেষে সম্মানিত শব্দ ব্যবহার না করিলে ইসলাম

পাঃ(ক) হিন্দু শাস্ত্র মতে চারিযুগ। যথা :—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি কিন্তু হিন্দুরা ও [illegible] যুগের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মানুযায়ী পাপগ্রস্থ হইতে হয় বলিয়া বন্ধনী মধ্যে সম্মানিত শব্দের আগক্ষর দেওয়া গেল। মুসলমান জাতির ইতিবৃত্ত প্রাচীনকালীয় ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট আরবী, পারসী ভাষায় পরিপূর্ণ বলিয়া যে সকল ঐসলামিক শব্দ ইহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত তাহা তদ্রূপেই রাখা গেল। যাহাতে ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকবর্গের সুপাঠ্য হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া সরল ভাষায় ও ন্যূন মূল্যে প্রকাশ করা হইল। পাঠকপাঠিকাগণ উপকার বোধ করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরিশ্রমের ধন পরমারাধ্য গুরুর নামে উৎসর্গীকৃত হইল। পরম করুণাময় আল্লাহতালা পাঠকের ও লেখকের ত্রুটী মার্জ্জনা করেন ও তাঁহার শেষ প্রেরিত বন্ধু মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) শেষ বিচারের দিন পাপী শিষ্যগণের উদ্ধারের জন্য উপরোধ (সাফায়েত) করেন ইহাই শেষ প্রার্থনা—আমিন!

ইসলাম সেবক—

লিখক।

ভূমিকা।
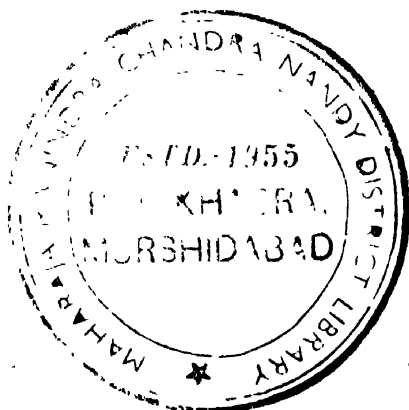
স্বর্গীয় কেতাব তওরাত, জব্বুর ইঞ্জিল এবং ফোরকান। হাদিসশরীফে প্রকাশ যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা (বিশ্বপতি) আত্মমহিমা প্রকাশ মানসে স্বীয় পবিত্র জ্যোতিঃ (নুর) হইতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করেন। তদনন্তর তাঁহার পবিত্র নুর (জ্যোতিঃ) হইতে বিশ্বস্রষ্টার মাহাত্ম্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, সমুদ্র, পর্ব্বতাদি ও অসংখ্য আত্মা সৃষ্টি হইয়া যায়; সেই আত্মাকুল সৃষ্টিকালীয় সেজদার ফলানুসারে পৃথিবীমণ্ডলে প্রেরিতপুরুষ মুনি, ঋষি, গাজি, ধনী, নির্ধনী, কৃপণ, বিদ্বান্, মূর্খ, মুসলমান, বিধর্ম্মী ইত্যাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছে। ইহাই মানব জীবনের অদৃষ্ট (রোজে আজলের) ফলাফল বলিয়া প্রকাশিত। (ক)

দয়াময় বিশ্বপতি তাঁহার প্রিয় বন্ধু, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে প্রকাশ ও পৃথিবীমণ্ডলকে শোভমান করার নিমিত্ত মৃত্তিকাসম্ভূত হজরত আদম (আঃ) কে অসীম কৌশলে সৃষ্টি করিয়া প্রাণদানপূর্ব্বক গৌরবান্বিত করেন। অতঃপর হজরত আদমকে অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রদানে সম্মানিত করা নিবন্ধন স্বর্গীয় দূত (ফেরেশ্তাগণ) প্রতি তাঁহাকে সেজদা (প্রণাম) করার আদেশ হওয়াতে বিশ্বপতির আদেশে স্বর্গীয় দূতগণ অবনত মস্তকে সেজদা করেন কিন্তু ইবলিস সেজদা না করায় পাপী হইয়া যায়। (খ)

(ক) রোজে আজলের বিষয় পবিত্র কোরআন ছুরা আরাফ ২২শ রুকু ও অন্যান্য ছুরা দ্রষ্টব্য।

(খ) সেজদা শব্দে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত বুঝিতে হইবে। যথা:—দুইপদ, দুইহাঁটু, দুইহস্ত, নাসিকার অগ্রভাগ ও ললাটের মধ্যভাগ দ্বারা প্রণিপাত করা। ইহার কোন একটী ত্রুটী হইলে সেজদা বলিয়া গণ্য হইবেনা।

হজরত আদম (আঃ) স্বর্গবাসরে অসীম সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু একাকী বাস করা কষ্টকর হওয়াতে অন্তর্য্যামী বিশ্বপতি স্বীয় মহিমা-গুণে হজরত আদম (আঃ) এর বামকুক্ষির খণ্ডৈক অস্থি হইতে মানব জননী বিবি হাওয়া (রাঃ) কে সৃষ্টি করিয়া হজরত আদম (আঃ) সহ দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধ করেন। উভয়ে প্রণয়াবদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্যে বর্ণনাতীত নির্ম্মল সুখভোগ করিতে থাকেন। বিশ্বনিয়ন্তার লীলা অপরিজ্ঞেয়। দুষ্টমতি শয়তান নানাবিধ প্রলোভনে হজরত আদমকে স্বর্গীয় উদ্যানজাত নিষিদ্ধ ভক্ষ্য গন্দম খাওয়াইয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী সহ বিশ্বপতির কোপে পতিত ও স্বর্গরাজ্যচ্যুত করার কারণ উদ্ভব করে।

মানব পিতা হজরত আদম (আঃ) মাতা বিবি হাওয়া (রাঃ) সহ স্বর্গপুরী চ্যুত হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন। স্বর্গচ্যুতিজনিত বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় দীর্ঘ-কালব্যাপী রোদন ও তওবা করায় তাঁহার তওবা কবুল হয়। (ক) হজরত জিব্রাইল ঐশিক আদেশে মহাত্মা আদম (আঃ) পৃষ্ঠে স্বীয় পক্ষ ঘর্ষণ করাতে তাঁহার পৃষ্ঠ হইতে অসংখ্য মানব জীবাত্মা প্রকাশিত হয়। কালক্রমে সেই জীবাত্মা পৃথিবীময় হইয়া গিয়াছে। স্থানভেদে তাহাদের আচার ব্যবহার ও শ্রমগুণে উন্নতি, অবনতি এবং পাপী, পুণ্যাত্মা হইয়া পড়িয়াছে।

(ক) তওবা অর্থে কৃত-কুকার্য্যের জন্ম আত্মগ্লানি ও মার্জ্জনা প্রার্থী ও ভবিষ্যতে উক্ত কার্য্য না করার অঙ্গীকার করা।

উপক্রমণিকা।

দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজিত সৌরজগৎ ও তৎ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল। তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতি নামে বাচ্য হইয়া থাকেন।

দ্বাদশ মাস মধ্যে যেরূপ পৃথিবী ঋতুভেদে বিবিধাকার ধারণ করিয়া থাকে, এই ভূমণ্ডলও তদ্রূপে দীর্ঘকালান্তে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত করে, ইহাই জনসমাজে যুগান্তর নামে অভিহিত হয়। মানব পিতা হজরত আদম (আঃ) এর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইতে শেষ মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত সময় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে পঞ্চযুগে বিভক্ত। যথা :—

১ম আদি যুগ।—হজরত আদম (আঃ) এর স্বর্গ হইতে পৃথিবী মণ্ডলে অবতীর্ণ হওয়াও হজরত নুহ (আঃ) কালীন মহা জলপ্লাবন পর্য্যন্ত সময়কে আদি যুগ কহে। এই সময় মধ্যে যে সকল প্রেরিত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১। হজরত আদম (আঃ) [ক] ২। হজরত শিছ (আঃ) [খ] ৩। মহাত্মা ইদরিস্ (আঃ) [গ] ৪। হজরত নুহ (আ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। [ঘ] এই খণ্ডে ইঁহাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইবে

[ক] পবিত্র কোর্‌আন শরিফের ছুরা নেছা ১ম রুকু, আরাফ ২য়, মরিয়ম ৪র্থ, রাদ হুদ ৩য় ৪র্থ, আম্বিয়া ৬ষ্ঠ, বকর ৪র্থ, তাহা ৭ম ও সোয়াদ ৫ম রুকু দ্রষ্টব্য।

[খ] ছুরা নেছা ৩য়, মায়দা ৫ম, আনফাল ২য় ৮ম তওবা ৪র্থ রুকু দ্রষ্টব্য।

[গ] ছুরা আম্বিয়া ৬ষ্ঠ রুকু।

[ঘ] ছুরা এরাফ ৮ম, ফোরকাণ ৪র্থ, ইউনছ ৮ম, আম্বিয়া ৬ষ্ঠ, বনি এস্রাইল ১ম, মোমেনুন ২য়, আনকবুত ২য়, সোয়ারা ৬ষ্ঠ, অছসাফাত ৩য় ও ছুরা নুহ ১ম ২য় রুকু দ্রষ্টব্য।

২য় সত্যযুগ—মহা জলপ্লাবনের পর হইতে মহাত্মা এব্রাহিম খলিলোল্লার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সময় সত্যযুগ বলিয়া আখ্যায়িত। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রিয়তম পুত্র মহাত্মা এসমাইলকে কোরবানী দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উক্ত সময় সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ সত্য জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া সত্যযুগ নামে অভিহিত হয়। এই যুগে বহুসংখ্যক প্রেরিত পুরুষ (পয়গাম্বর) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্ন বর্ণিত মহাত্মাগণ শ্রেষ্ঠ। যথা—

১। হজরত হুদ (আঃ) ছুরা হুদ ৫ম, এরাফ ৯।১০ রুকু, সোয়ারা ৭ম, আহকাফ ৩য় রুকু দ্রষ্টব্য।

২। হজরত সালেহ (আঃ) [ক]।

৩। " এব্রাহিম (আঃ) [খ]।

৪। লুত (আঃ) [পবিত্র কোর্‌আন শরীফ ছুরা হুদ ৭ম রুকু, নহল ১৬শ; আম্বিয়া ৫ম রুকু, কমর ২য়, সোয়ারা ৯ম রুকু, হজরত ৫ম রুকু ফোরকান ৪র্থ রুকু দ্রষ্টব্য।]

৩য় উদ্ধার যুগ।—মহাত্মা এব্রাহিম (আঃ) এর পর হইতে হজরত মুসা (আঃ) এর জীবিতকাল পর্য্যন্ত সময়কে মুক্তি বা উদ্ধার যুগ বলে। এই সময় দুরাত্মা সম্রাট ফের্‌আউনের প্রপীড়ন ও দাসত্ব প্রথা হইতে হজরত মুসা (আঃ) বনিএস্রাইল সম্প্রদায়কে উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া এই যুগ উক্ত নামে বাচ্য হয়। এই যুগে বহুতর তত্ত্ববাহক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মহাত্মাগণ শ্রেষ্ঠ। যথা—

[ক] বিধর্ম্মী প্রতাপশালী সাদ্দাদ বাদসাহ এই সময় দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। ছুরা আরাফ ১০ম, কমর ২য়, হুদ ৬ষ্ঠ, মোমেনুন ৩য়, সোয়ারা ৮ম, নমল ৪র্থ রুকু দ্রষ্টব্য।

[খ] হজরত এব্রাহিমের সময় নমরুদ বাদসাহ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত তিনি প্রেরিত হন। ছুরা বকর ১২শ, ৩৫শ রুকু, আনআম ৯ম, নহল ১৬শ, এব্রাহিম ৬ষ্ঠ, আম্বিয়া ৫ম, সোয়রা ৫ম, হুদ ৭ম, আনকবুত ২য় ৩য়, জারিয়াৎ ২য় রুকু।

১। হজরত ইসমাইল (আঃ)। [ক]

২। ,, ইস্‌হাক (আঃ) ছুরা হুদ ৭ম, মরিয়ম ৩য় রুকু।

৩। ,, ইয়াকুব (আঃ) ছুরা হুদ ৭ম, মরিয়ম ৩য়, ইউসফ ১১শ রুকু. মম্বরা ৪।১১, জাসিয়া ২য় রুকু।

৪। ,, ইউসফ (আঃ) [খ] আছহাব কাহাফের আশ্চর্য্যজনক ঘটনা।

৫। হজরত আইয়ুব (আঃ) ছুরা আম্বিয়া ৬ষ্ঠ রুকু, ছাদ ৪র্থ রুকু।

৬। ,, এসকান্দর জোলকারনায়েন (আঃ)। [গ]

৭। ,, সোয়েব (আঃ) ছুরা আরাফ ৯।১১শ রুকু, শোয়রা ১০ম রুকু।

৮। ,, মুসা (আঃ) [ঘ] ফেরআউন বিষয়; ছুরা আরাফ ১৪।১৫শ রুকু, মোমেন ৫ম, তাহা ৩য় রুকু।

[ক] হজরত ইসমাইল (আঃ) হজরত ঈসার জন্মের ১৯১০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাহার মতে ১৩০ বৎসর কাহার মতে ১৩৭ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। (ছুরা আল এমরান ৯ম ও আম্বিয়া ৬ষ্ঠ রুকু দ্রষ্টব্য)।

[খ] এই সময়ের ঘটনা হজরত ইউসফ (আঃ) এর জীবনী, তৈমুছ বাদসাহ, আজিজ মেছের ও বিবি জোলেখার বৃত্তান্ত রহস্যপূর্ণ ও উপদেশ মূলক। আছহাব কাহাফের আশ্চর্য্যজনক ঘটনার বিষয় বর্ণিত আছে। ছুরা ইউসফ ১।২।৩।৫।৬।৭।৮।৯।১০ম রুকু দ্রষ্টব্য।

[গ] সেকেন্দর সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ছুরা কাহাফ ১১শ, আম্বিয়া ৬ষ্ট রুকু দ্রষ্টব্য।

[ঘ] দুর্দ্দান্ত ফেরআউন বাদশাহের বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। এই সময় হজরত মুসার প্রতি স্বর্গীয় কেতাব তওরিৎ অবতীর্ণ হইয়াছিল। ছুরা আরাফ ১৩।১৫।১৬।১৯শ, ইউছফ ২য়, কাহাফ ৯ম, তাহা ১।৪র্থ, মোমেনুন ৩য়, আনফাল ৭ম, ইউনছ ৮।৯ম, হুদ ৩।৪।৯ম, বনিএস্রাইল ১।১২শ, কোরকাস ৪র্থ, ছাফা ৪র্থ, সোয়ারা ২য় রুকু দেখ।

৯। ,, হারুণ (আঃ) [ক]।

৪র্থ কল্যাণ যুগ।—এই যুগে প্রতাপান্বিত হজরতমুসার (আঃ) পরলোক গমন হইতে হজরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সময়কে কল্যাণ যুগ কহে। এই যুগে বিশ্বপতি মানবমণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা দাউদের প্রতি জবুর ও হজরত ঈসার প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেন। হজরত দাউদ (আঃ) সুমিষ্ট রসনার দ্বারা মানবমণ্ডলীকে কল্যাণের ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত সময় কল্যাণ যুগ বলিয়া বাচ্য হইয়া থাকে। এই যুগে বহুসংখ্যক প্রেরিত পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েক মহাত্মা শ্রেষ্ঠ। যথা—

১। হজরত ইউসা (আঃ) [খ]।

২। ,, কালুত (আঃ) বালাম বাউর।

৩। ,, খারকিল (আঃ)।

৪। ,, ইলিয়াস (আঃ)।

৫। ,, আল ইয়াসা (আঃ)।

৬। ,, হেজ্ঞেলা (আঃ)।

৭। ,, সোমইল (আঃ)। [গ]

[ক] হজরত হারূণ ও তৎকালীন ঘটনা। ছামরী ও বনিএস্রাইল বংশীয় ব্যক্তিবর্গ গোবৎস পূজা করাতে পাপগ্রস্ত হওয়া। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কারূণের ও আমাল মকতুলের বৃত্তান্ত এবং সুদীর্ঘ বীরবর উজের বর্ণনা, হজরত খেজের (আঃ) বিষয় বিবৃত আছে। ছুরা তাহা ২য়, ফোরকান ৪র্থ, কাহাফ ১০ম, আছ সাফাত ৪র্থ রুকু দেখ।

[খ] হজরত ইউসাহ হজরত ঈশা (আঃ) এর জন্মের ১৪২৬ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সময় সিদ্ধ পুরুষ বালাম বাউর বিখ্যাত ছিলেন। তিনি স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া পাপগ্রস্ত হইয়া যান।

[গ] এই সময় তালুত বাদশা ও জালুত শাহা প্রকাশ হইয়াছিল। ছুরা বকর ৩১ রুকু।

৮। হজরত দাউদ (আঃ)। [ক]

৯। হজরত সোলেমান (আঃ)। [খ]

১০। ,, লোকমান হকিম, ছুরা লোকমান ২য় রুকু।

১১। ,, আসইয়া, সোয়াইয়া, আর্ম্মিয়া (আঃ)।

১২। ,, আজিজ (আঃ)।

১৩। ,, ইউনস (আঃ) ছুরা ইউনস ৮।১০।১৭।১৮।১৯।২২ রুকু ছুরা আনআম ১৬শ রুকু, ছাফায়াত ৫ম, কসম ২য় রুকু।

১৪। ,, জেকরিয়া (আঃ) ছুরা মরিয়ম ১ম, আল এমরান ৪র্থ রুকু।

১৫। হজরত এহিয়া (আঃ) আল্ এমরান ৪র্থ, মরিয়ম ১ম রুকু।

[ক] হজরত দাউদ হজরত ঈশার জন্মের ১০১৪ বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিত হন। ইঁহার জীবিতকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহার মতে ৭০ বৎসর কাহার মতে ১২০ বৎসব। ছুরা বকর ৩২, আম্বিয়া ৬, আরাফ ২০, ছাবা ২য়, নমল ২য়, ছোয়াদ ২য় রুকু দেখ।

(খ) পৃথিবী পাপে ভারাক্রান্ত হওয়ায় দয়াময় বিশ্বপতি হজরত সোলেমান (আঃ) কে সকল জীব জন্তুর উপর কর্ত্তৃত্ব করার নিমিত্ত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাঁহার সিংহাসন (তক্ত) বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইত এবং নানা জীব জন্তু প্রহরী থাকিত। এই যুগে দৈত্যগণের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি দৈত্যগণ (জেন, পরী, অসুর প্রভৃতি) কে সমুদ্র, পর্ব্বত ও নির্জ্জন স্থানে নিক্ষেপ করিয়া মানবমণ্ডলীর শান্তি বিধান করিয়াছিলেন। দৈত্যগণের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া ও মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ, দ্রোন মহাবীরগণের অলৌকিক ঘটনা ও শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলী ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ (দানব) প্রভাস তীর্থক্ষেত্রে এক দিবসে ধ্বংশ হওয়া প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ আছে। পণ্ডিতগণ তাহাও সেই সমসাময়িক ঘটনার অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। মহাভারত যুদ্ধের পর ভারতের অস্বাভাবিক কোন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎপর যাহা দৃষ্টি হয় তাহা মানবমণ্ডলীর কার্য্য কলাপের অন্তর্গত বটে। (কাশ্মীর রাজ তরঙ্গিনী দ্রষ্টব্য)। হজরত সোলেমান (আঃ) বিষয় পবিত্র কোর্আন শরিফ ছুরা বকর ১২শ, আম্বিয়া ৬ষ্ঠ, নমল ২য়, ছোয়াদ ৩য় রুকু ও ছুরা জেন দ্রষ্টব্য।

১৬। ,, জর্জিছ (আঃ)।

১৭। ,, সামাযুন (আঃ)।

১৮। ,, বিবি মরিয়ম(রাঃ) ছুরা মরিয়ম ২য়, আল্ এমরান ৪র্থ রুকু।

১৯। ,, ঈশা মছিহ (আঃ)। [ক]

৫ম শেষ বা নিত্যযুগ।—(খ)

হজরত ঈশা (আঃ) এর স্বর্গারোহণের সময় হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সময়কে শেষ বা নিত্যযুগ বলে। এই যুগে প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আবির্ভূত হইয়া পাপী মানবমণ্ডলীকে অজ্ঞতা ও ভ্রমান্ধতা হইতে উদ্ধার নিমিত্ত একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার দ্বারা ইসলাম ধর্ম্ম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার যোগে পরম কারুণিক বিশ্বপতি অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থ পবিত্র কোর্আন শরীফ (আয়েত ও ছুরাক্রমে) মানবমণ্ডলীর উপদেশ ও কল্যাণ কল্পে অবতীর্ণ করেন। (গ)

(ক) হজরত ঈসার (আঃ) সময় মহাগ্রন্থ ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাহা ভাষান্তর ভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াগিয়াছে। ছুরা বকর ৩০, আলএমরাণ ৫ম, মোমেন ৩য়, নেছা ২২।২৩সে, ময়দা ১০।১৫।১৬শ, জখরুক ৬ষ্ঠ, মরিয়ম ২য় রুকু দেখ।

(খ) ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে নিম্নলিখিত মত স্থিতিকাল গণনা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া অনুমিত হয় (সুরা মহাম্মদ দ্রষ্টব্য।

১।	আদি যুগের স্থিতিকাল	...	...	...	২২৪০ বৎসর।
২।	সত্য ,, ,,	...	...	...	১৪২০ ,, ।
৩।	উদ্ধার ,, ,,	...	...	...	১৭৭০ ,, ।
৪।	কল্যাণ ,, ,,	...	...	...	১৭০০ ,, ।
৫।	শেষ বা নিত্যযুগের,,	...	...	...	অসীম ।

(গ) হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উম্মতগণের দণ্ডবিধান অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী পাপীগণের ন্যায় স্থায়ী না হওয়া বিষয় মহা কোরাণ ছুরা তাহা ৮ম রুকু দ্রষ্টব্য। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মাহাত্ম্য বিষয় ছুরা আল্এমরাণ ৮ম রুকু, নেছা ২১শ, তওবা ১৫।১৬শ, ইউনছ ১ম, আনাম ৪র্থ, হজর ৬ষ্ঠ, এরাফ ২০শ, নেছা ২১শ, আনফাল ।২।৪।৫ ৬ষ্ঠ, সুহ ৭।৯ম রুকু দ্রষ্টব্য।

সকল প্রেরিত পুরুষগণের বৃত্তান্ত ছুরা আনাআম ১০ম রুকু দ্রষ্টব্য।

নমাজ পঞ্জগানা বিষয়—ছুরা হুদ ১০ম, তাহা ৮ম রুকু।

„ তাহাজ্জুদ বিষয় ছুরা মোজাম্মেল ২য় রুকু।

„ চীৎকার করিয়া পড়া নিষেধ ছুরা বনিএস্রাইল ১২শ রুকু।

আছহাব কহফ বিবরণ ছুরা কহফ ১।২।৩য় রুকু।

ইয়াজুজ মাজুজ বিষয় - ছুরা কহফ ১১শ, আম্বিয়া ৭ম রুকু।

ইবলিস শানতি বিষয়—ছুরা কহফ ৭ম রুকু।

হজরত খেজের (আঃ) বিষয়—ছুরা কহফ ৯।১০ম রুকু।

„ জেল কোফল „ „ আম্বিয়া ৬ষ্ঠ, ছোয়াদ ৪র্থ রুকু।

„ বেলকয়েছ „ „ নমল ৩য় রুকু।

আল্লাহ রাজ্জাক „ „ আনকবুত ৬ষ্ঠ রুকু দ্রষ্টব্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম-ইতিবৃত্ত।

প্রথম আদিযুগ।

—⟩⟨—

হজরত আদম (আঃ) এর পৃথিবীতে অবতীর্ণের বিষয়। (১)

সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিভূ হজরত আদম (আঃ) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি হাওয়া (রাঃ) কে সৃষ্টিপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে অসীম সুখের অধিকারী

১। পবিত্র কোর্‌আন-শরিফ-ছুরা-বকর ৪র্থ রুকু। দয়াময় আল্লাহ তা'আলা স্বর্গদূতগণকে বলিয়াছিলেন, ভূপৃষ্ঠে আমি আমার জনৈক প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাইতে চাই! স্বর্গীয় দূতগণ স্বীয় আরাধনার সুখ্যাতি করিয়া মানব দ্বারা সংসারে নানারূপ অসৎ কার্য্য হইয়া বিবাদ ও শোণিতপাতের সৃষ্টি হইবে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাদিগকে ধমক দিয়া (ভৎ'সনা করিয়া) বলেন, আমি যাহা জানি তাহা তোমরা অজ্ঞাত। বিশ্বজগতে আদম ও বিশ্বজগৎ আদম মধ্যে সংস্থাপন হইবে। স্বর্গদূতগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ (তোয়াফ) করিতে থাকেন, তাহাতে বয়তুল মামুরের সৃষ্টি হয়। হজরত আদমের স্বর্গবাসরে শয়তান দুর্ম্মতি ময়ূর ও সর্পের সাহায্যে যাইয়া গন্দম ভক্ষণ করাতে বিবি হাওয়া (রাঃ) সহ হজরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহারা সংসারে চাষাবাদ করেন। তাঁহার অবস্থা ও সন্তান, সন্ততি বিষয় পবিত্র কোর্‌আনশরিফে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

করিয়া গন্দম ভক্ষণে নিষেধ করেন। লীলাময়ের লীলাক্রমে হজরত আদম (আঃ) গন্দম ভক্ষণ করায়, তাঁহার প্রতি আদেশ হয় যে তুমি আমার আদেশ অমান্য করিয়া স্ত্রৈণতাবশতঃ গন্দম ভক্ষণ করিয়াছ, সুতরাং তোমরা এহিক্ষণ স্বর্গবাসরের অনুপযুক্ত [১] তোমরা পৃথিবীমণ্ডলে যাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। "সংসারক্ষেত্রে তোমাদের জীবন যাপন ও মৃত্যু হইবে।"

বিশ্বপতি আল্লাহ তালার আদেশে স্বর্গীয় দূতশ্রেষ্ঠ জিব্রীল (আঃ) মানবের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) কে সরন্দিপে (সিংহলদ্বীপে) ও মানব জননী বিবি হাওয়া (রাঃ) কে জেদ্দায় (স্থানান্তরে প্রকাশিত খোরাসানে) রাখিয়া দেন। [২] দুষ্ট ময়ূরকে সিসতান ও সর্প দুর্ম্মতিকে ইস্পাহান দেশে এবং পাপী শয়তানকে কোহেদমাওন্দে ফেলিয়া দেন। তৎকালে দুরাচার সর্পের চতুষ্পদ ছিল, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পদহীন হইয়া সরীসৃপে পরিণত হইয়াছে। প্রকাশ যে স্বীয় পাপে দুঃখিত হইয়া হজরত আদম (আঃ) চত্বারিংশৎ বৎসর কাল রোদন করিয়াছিলেন।

হজরত আদম (আঃ) দীর্ঘকাল স্থায়ী রোদনে বিফল হইয়া যান, তৎপর পবিত্র দোওয়া পাঠের গুণে ফলপ্রাপ্ত হন। [৩]

১। গন্দম স্বর্গীয় ফল বিশেষ। পৃথিবীতে তাহা অনুমানে গোধূম বলিয়া বর্ণনা হইয়াছে। গন্দম বিষয় পবিত্র কোরআন ছুরা নেছা ১ম, আরাফ ২য়, আনফাল ২।৮, ছুরা ও তওবা ৪র্থ রুকু দ্রষ্টব্য।

২। প্রকাশ যে, হজরত আদম (আঃ) স্বর্গ হইতে এক খণ্ড কাষ্ঠ আনিয়াছিলেন তাহা সময়ান্তে হজরত মুছা (আঃ) যষ্ঠী (আশা) হইয়া অলৌকিকতা প্রকাশ করিয়াছিল। হজরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (রাঃ) পৃথিবী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে হস্ত পদের নখ ব্যতীত সমুদয় শরীর বিবর্ণ হইয়া যায় তদনুসারে মানবের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে সৌন্দর্য্যশালী হইয়া আছে।

৩। হজরত আদম (আঃ) দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্রন্দন জলে প্রণালী (নহর) হইয়া যায় ও তাহার পার্শ্বে জয়ফল বৃক্ষ জন্মিতে থাকে। হজরত আদম দীর্ঘকাল রোদন করিয়া বিফল হইয়াছিলেন তৎপর পবিত্র দোওয়া কলেমা সাহাদত পাঠে ফলপ্রাপ্ত হন।

মানব জননী বিবি হাওয়া (আঃ) স্বর্গচ্যুত হইয়া স্বামী অদর্শনে দীর্ঘ-কালব্যাপী রোদন করেন। (৪)

পবিত্র হজ বিষয়।

বিশ্ব বিভুর আদেশে হজরত জিব্রাইল (আঃ) হজরত আদম (আঃ) কে মৃত্যুর পূর্ব্বে হজব্রত পালন করার উপদেশ প্রদান করনে হজরত আদম (আঃ) পবিত্র মক্কাশরিফে ও আরফার মাঠে যাইয়া হজব্রত সম্পন্ন করেন। (৫) প্রকাশ যে, তিনি যে স্থানে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তথায় লোকের বসতি এবং তিনি যেস্থানে বাস করিয়াছিলেন, তৎস্থানে নগর হইয়া গিয়াছে। তদন্তর হজরত আদম (আঃ) আরফার মাঠে যাইয়া জবল রহমতে (হজের পর্ব্বতে) উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও প্রার্থনা করেন।

তওবা কবুল ও মিলন বিষয়

হজরত আদম (আঃ) স্বীয় পাপ ক্ষমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক "পবিত্র কলেমা তৈয়ব" পাঠ করাতে প্রার্থনা গ্রাহ্য (তওবা কবুল) হইয়া যায় (৬)। তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর জন্য রোদন পূর্ব্বক জঙ্গল, মাঠে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। দয়াময় বিশ্বপতির কৃপায় অকস্মাৎ দৃষ্টিপাত হয় যে, বিবি হাওয়া অধীরা হইয়া রোদন পূর্ব্বক আসিতেছেন। দীর্ঘকালান্তে সাক্ষাৎ লাভ হওয়ায় উভয়ে অশ্রুজলে বিরহ সন্তাপ প্রক্ষালন করিয়া শান্তিলাভ করেন।

(৪) প্রকাশ যে বিবি হাওয়া (আঃ) ক্রন্দন জলে মেহ্‌দী বৃক্ষ ও পবিত্র নয়নজল সমুদ্রে পতিত হইয়া বহুমূল্যজাত প্রস্তর-সৃষ্টি হইয়া যায়।

(৫) হাদিস-শরিফে প্রকাশ যে হজরত আদমের প্রার্থনায় "বয়তুল" মামুর পৃথিবী-মণ্ডলে স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬) তওবা শব্দে কৃত পাপের নিমিত্ত আত্মগ্লানিপূর্ব্বক মার্জ্জনা প্রার্থনা করা। এতদ্বিষয় বিস্তারিত বিবরণ মোহম্মদীয় ধর্ম্মসোপান কলেমা, নমাজ, রোজা, জকাৎ ও হজ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা।

দয়াময় সৃষ্টি কর্ত্তার অপার মহিমা! তিনি হজরত আদম (আঃ) এর তওবা কবুল করিয়া তাঁহাকে সিংহল দ্বীপে বাস করিতে আদেশ করিলে তিনি তথায় বাস করিতে থাকেন। একদা হজরত জিব্রাইল (আঃ) হজরত আদমকে সংসার উপযোগী কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য সপ্ত খণ্ড লৌহ শলাকা লইয়া উপস্থিত হন। লৌহার প্রস্তুত জন্য অগ্নির আবশ্যক হওয়ায় জিব্রাইল (আঃ) নরক (দোজখ) হইতে অগ্নি আনিয়া দেন। উক্ত তেজোময় অগ্নি দ্বারা কার্য্য না হওয়ায় ঐশিক আদেশে প্রশংসিত স্বর্গীয় দূত প্রস্তর হইতে অগ্নি নির্গম ক্রিয়া শিক্ষা দিয়া যান। (৭

হজরত আদমকে জিব্রাইল (আঃ) সাংসারিক কার্য্যকলাপ ক্রমান্বয় শিক্ষা দিতে থাকেন। একদা হজরত আদম (আঃ) ভূমি কর্ষণকালে গরুকে আঘাত করায়, গরু তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যচ্যুত নির্ব্বোধ বলিয়া কটূক্তি প্রয়োগ করাতে, হজরত আদমছফী গ্লানি শ্রবণ করিয়া ভূমি কর্ষণে বিরত হন। হজরত জিব্রাইল উৎসাহ প্রদান করায় ও গরুর বাক্‌শক্তি রহিত হওয়াতে কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইয়া ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করিতে থাকেন। সপ্তঘণ্টা মধ্যে শস্য জন্মিয়া পক্ক হওয়াতে তাহা কর্ত্তন পূর্ব্বক ভক্ষণের চেষ্টা করেন। স্বর্গীয় দূত শ্রেষ্ঠ পশুর ন্যায় শস্য ভক্ষণে নিষেধ করিয়া, ময়দা ও রুটী প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং রন্ধন, ভোজন প্রণালী শিক্ষা দেন। রুটী ভক্ষণে হজরত আদম (আঃ) এর বক্ষস্থলে কৃষ্ণবর্ণ রেখা হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জিব্রাইল (আঃ) তদ্দৃষ্টে প্রত্যেক চন্দ্রের ক্রমান্বয় (১৩।১৪।১৫ই তারিখে

---

(৭) প্রকাশ যে, হজরত জিব্রাইল (আঃ) নরক হইতে ক্রমান্বয় সপ্তবার অগ্নি আনিয়া হজরত আদমকে দেওয়াতে তাঁহার হস্ত দগ্ধ করিয়া অগ্নি চলিয়া যায়। শেষে প্রস্তর ও কার্পাস সংযোগে অগ্নি বাহির করিয়া সাংসারিক কার্য্য করিতে শিক্ষা দেন। সেই অগ্নি সাহায্যে অদ্যাপি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যুৎ নরকাগ্নি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। আমাদের ব্যবহারি অগ্নি অপেক্ষা উহা কতদূর তেজোময় তাহা জ্ঞানী মাত্রেই নরকের শাস্তি চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

তিনটী রোজা রাখিতে উপদেশ দেন। হজরত আদম (আঃ) ঐ তিন দিবস রোজা রাখিয়া সাংঘাতিক পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই রোজা আইয়্যামবেয়াজ নামে বিখ্যাত ও আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। (৮)

হজরত আদম (আঃ) এর বংশাবলী। (৯)

হজরত আদম (আঃ) এর ঔরষে ও মাতা হাওয়ার (আঃ) গর্ভে প্রত্যেক নয় মাসান্তে এক পুত্র ও এক কন্যা যমজরূপে জন্মিতে আরম্ভ হয়। প্রথমে এক কন্যা ও এক পুত্র যমজরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে অপত্য-স্নেহে আপ্লুত হইয়া, পুত্রের নাম কাবিল ও কন্যার নাম আকূলীমা রাখেন। পরবর্ত্তী গর্ব্ভে তদ্রূপ যমজ সন্তান জন্মিলে পুত্রের নাম হাবিল ও কন্যার নাম আর্গাজ রাখিয়া দেন। এইরূপে সন্তান সন্ততিগণ যমজ-রূপে জন্মিতে থাকে। প্রকাশ যে ১২০ বারে পুত্র কন্যা ২৪০ জন জন্মিয়াছিলেন।

সন্তান সন্ততিগণ শশিকলার ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আকূলীমা শরদিন্দুনিভ রূপবতী ছিলেন। দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা সংসারের উন্নতি সাধন জন্য কাবিল সহ আর্গেজের, হাবিল সহ আকূলীমার পরিণয়াবদ্ধ করার আদেশ করেন। কাবিল স্বীয় যমজা রূপবতী আকূলীমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্গেজকে পরিণয়াবদ্ধ করিতে সম্মত না হওয়ায়, হজরত আদম (আঃ) কাবিল ও হাবিল উভয় পুত্রকে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত গুহায় কোরবাণী করার আদেশ করেন। (১০)

(৮) আইয়্যাম বেজ রোজা ফরজ (একান্ত কর্ত্তব্য) ছিল। শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মেয়েরাজ-শরিফের পর হইতে রমজান রোজা ফরজ হওয়াতে উহা নফলে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

(৯) পবিত্র কোরআন শরিফ ছুরা মায়দা ৫ম রুক ও অন্যান্য ছুরা দ্রষ্টব্য।

(১০) জবেহ ও বলিদান প্রায় একপ্রকার কার্য্য বটে। উদ্দেশ্য কেবল পশুবধ করা। কিন্তু জবেহ করা কালীন কণ্ঠনালীর কয়েকটী আবশ্যকীয় শিরামাত্র কর্ত্তন করা হয়, আর বলিদানকালীন শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিশপতির

উভয় ভ্রাতা পিত্রাদেশানুযায়ী কার্য্য করাতে হাবিলের পশুদৈব অগ্নিযোগে দগ্ধ হওয়ায় কাবিল বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হাবিলকে বধ করার নিমিত্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। দুষ্টমতি শয়তান একটী সর্পকে প্রস্তরাঘাতে বধ করায় তদৃষ্টে পাপী কাবিল ঢেলা মারিয়া নিরীহ ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা সাধন করে। এই নর-হত্যাপরাধে ঐশিক আদেশে ভারবহ বসুন্ধরা কাবিলের জানুভাগ, তৎপর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলে। (১১)

হাবিলের অদর্শনে তাঁহার জনক ও জননী অধীরা হন। জিব্রাইল আমিন সমীপে হাবিলের মৃত্যু বিষয় আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া হাবিলের মৃতদেহ উঠাইয়া বাৎসল্য স্নেহপরবশে বক্ষঃস্থল প্লাবিত পূর্ব্বক তাহা স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকট সমাধিস্থ করেন। হজরত আদম (আঃ) এর ও বিবি হাওয়া (আঃ)এর ক্রন্দন দৃষ্টে স্বর্গীয় দূতগণ অধীর হইয়া রোদন করিতে থাকেন। বন ও পর্ব্বতের পশুগণ সহোদর ভ্রাতাকে হত্যা করার নিমিত্ত মনুষ্য জাতিকে যথোচিত তিরস্কার করিতে থাকে।

একদা হজরত আদমছফীর (আঃ) সন্তানগণ স্তুতিবাক্যে নিবেদন করিলেন, "হে পিতঃ! আমাদিগকে এরূপ উপায় শিক্ষা দিউন, যদ্দ্বারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হই।" হজরত আদম বিশ্ববিভু সমীপে প্রার্থনা করায়, জিব্রাইল (আঃ) ঐশিক আদেশে একমুষ্টি করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রদান করেন। অত্যল্প স্বর্ণ, রৌপ্য দৃষ্টে হজরত আদম

উদ্দেশ্যে ধর্ম্মার্থে জবেহ করাকে কোরবানী বলে। হাবিলের দুম্বা কবুল হইয়া আমানত ছিল, শেষে সেই দুম্বা হজরত ইসমাইল (আঃ)কে রক্ষা করিয়াছিল।

(১১) কাবিলকে হত্যাপরাধে মৃত্তিকা গলা পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলে; কিন্তু তৎকালে কাবিল পবিত্র তৈয়ব কলেমা পাঠ করায় তাহার গুণে রক্ষা হইয়া যায়। কেবল অনেক স্বর্গদূত শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত আঘাত করার নিমিত্ত নিযুক্ত হয়।

মূল কেতাবে প্রকাশ যে, ঘাতক কাবিল ভ্রাতার মৃতশরীর গোপন করার উদ্দেশ্যে তাহা স্কন্ধে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল। যে যে স্থানে রক্তপাত হইয়াছিল তৎস্থানে লোনা মৃত্তিকা ও লোনা জল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

(আঃ) চিন্তিত হন যে, এতাধিক সন্তানগণ মধ্যে অংশ করিলে তিলার্দ্ধ পরিমাণও প্রাপ্ত হইবে না। ঐশিক আদেশে জিব্রাইল (আঃ) উক্ত স্বর্ণ, রৌপ্য পর্ব্বতোপরি নিক্ষেপ করিয়া দেন। হজরত জিব্রাইল (আঃ) ব্যবসা করার কৌশল ও আবশ্যক হইলে পর্ব্বত হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য আনয়ন করার প্রক্রিয়া হজরত আদম (আঃ) কে শিক্ষা দিয়া প্রস্থান করেন।

হজরত আদম (আঃ) এর বয়স সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, পীড়িত হইয়া পুত্রগণের নিকট ফল (মেওয়া) ভক্ষণের মানস জানাইয়া, শীঘ্র আনয়ন করার আদেশ করেন। সন্তানগণ সকলেই ফলের অনুসন্ধানে যান, কেবল হজরত শীশ (আঃ) পিতৃ শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য সন্তানগণ ফল আনিতে বিলম্ব করায় তিনি হজরত শীশ (আঃ) কে ফলের নিমিত্ত দয়াময় বিশ্বপতি নিকট প্রার্থনা করার আদেশ করেন। কিন্তু তিনি নিজকে অক্ষম বিবেচনায় বৃদ্ধ পিতাকে প্রার্থনা করার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। হজরত আদম (আঃ) প্রভুর বিনা আদেশে গন্দম ভক্ষণে লজ্জিত আছেন বলিয়া পুত্রকে প্রার্থনা করার আদেশ করিলে পিতৃভক্ত শীশ (আঃ) দ্বিরুক্তি না করিয়া পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক ফলের নিমিত্ত দয়াময় বিশ্ব-বিভুসমীপে প্রার্থনা করাতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) করুণাময় বিশ্ব-পতির আদেশে স্বর্গোদ্যানস্থিত উপাদেয় ফল চয়ন করিয়া, স্বর্ণময় পাত্রে সংরক্ষণ পূর্ব্বক, জনৈক, অপ্সরীর (হুরের) মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক হজরত আদম (আঃ) সম্মুখে স্থাপন করেন। তিনি স্বর্গজাত ফলপ্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া, কিয়ৎপরিমাণ ভক্ষণান্তে অবশিষ্ট ফল সন্তানগণকে বণ্টন করিয়া দেন। "ফল বাহিকা অপ্সরী, হজরত শীশ (আঃ) এর জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, বলিয়া হজরত জিব্রাইল (আঃ) প্রকাশ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করেন। হজরত আদম (আঃ) গুণবান্ পুত্র শীশের সহিত অপ্সরী পরিণয়াবদ্ধ করিয়া দেন। হজরত আদম (আঃ) ক্রমে স্বীয় অবস্থা শোচনীয় দৃষ্টে পুত্রগণকে সন্নিকট উপবেশন করাইয়া বহু সংখ্যক উপদেশ

প্রদান করেন। তাঁহার অভাবে হজরত শীশকে তাহার স্থানীয় জ্ঞানেও তদুপদেশানুযায়ী কার্য্য করার আদেশ করায়, পিত্রাদেশে সকলেই সম্মত হন। সন্তানগণকে উপদেশান্তে হজরত আদম (আঃ) পবিত্র মক্কাভূমে নশ্বর জীবন ত্যাগ করেন, সন্তানগণ পিতৃশোকে অধীর হইয়া যান। তদনন্তর যথা নিয়মে তাঁহাকে স্নানাদি করাইয়া সমাধিস্থ করেন। (১২)

সন্তানগণ পিতৃ শোকে অধৈর্য্য হইয়া তথায় দুই বৎসর কাল অতি-বাহিত পূর্ব্বক স্ব, স্ব, গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তদনন্তর মাতা হাওয়া (আঃ) অসার সংসার পরিত্যাগ করেন। (১৩)

হজরত আদম (আঃ) লোকান্তর হইলে তাঁহার গুণধর পুত্র হজরত শীশ (আঃ) শ্রেষ্ঠতানুসারে কার্য্য করিতে থাকেনও ভ্রাতৃগণকে সাংসারিক রীতি, নীতি শিক্ষা দেন; ভ্রাতৃগণও তাহা পিতৃ উপদেশ তুল্য জ্ঞানে কার্য্য করিতে থাকেন এবং স্ব, স্ব উপার্জ্জিত অর্থ উপস্থিত পূর্ব্বক হজরত শীশ (আঃ)কে তাহার অংশ প্রদান করেন। কাহারও অর্থাভাব হইলে, হজরত শীশের নিকট ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া লইতেন, তৎপর সকলেই কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক

---

(১২) হজরত আদম ছফীর মাজারশরিফ সম্বন্ধে নানারূপ বর্ণিত আছে। কেহ জেদ্দাশরিফে, কেহ সিংহলে, কেহ মক্কাশরিফে, কেহ আবুকোবেছ পর্ব্বতে, কেহ বয়তল মোকাদ্দেছে তাঁহার মাজার (কবর) শরিফ হওয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। মোঃ ধর্ম্ম সোপানের হজ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(১৩) মাতা হাওয়া (আঃ) হজরত আদমের লোকান্তরের অল্পদিন পরে সহগামী হন। পবিত্র জেদ্দাশরিফে তাঁহার মাজারশরিফ দেদীপ্যমান আছে। হজরত আদম (আঃ) এর গোরের নিকট মাতা হাওয়ার (আঃ) মাজারশরিফ হওয়া প্রকাশ। কিন্তু তথায় হজরত আদম (আঃ)এর মাজারশরিফের কোন চিহ্ন প্রকাশ নাই। আগন্তুক হজযাত্রিগণ মাতা হাওয়ার পবিত্র মাজারশরিফ জেয়ারত করিয়া থাকেন। তথায় দাদী হাওয়ার মাজারশরিফ বলিয়া প্রকাশ। বালুকাময় স্থানে পবিত্র মাজারশরিফ অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রায় ১০০ গজ পরিমাণ হইবে। মস্তক ও পদের সন্নিকট এবং মধ্যস্থলে একটী করিয়া জেয়ারতের পাকা ঘর আছে। তথায় নাজেম (পাণ্ডা)গণ জেয়ারত করাইয়া থাকেন। যাত্রিগণ যাহা দান করেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল।

হজরত শীশ (আঃ)।

তাঁহাকে অংশ দেওয়া বন্ধ করার মনস্থ করেন। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ-তালার অনুগ্রহে তিনি সেই বৎসরে প্রেরিত পুরুষরূপে বরিত ও স্বর্গীয় পঞ্চাশৎ কেতাব (সহীফা) প্রাপ্ত হন। এতদ্দৃষ্টে তাঁহার ভ্রাতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকেন। দয়াময় প্রভুর কৃপায় প্রত্যেক বৎসর ভ্রাতৃগণ দত্তা সম্পত্তি দ্বারা তাঁহার স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে থাকে। হজরত শীশ (আঃ) দীর্ঘকাল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ আনোশ নামক জনৈক উপযুক্ত পুত্রকে রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন। (১৪)

হজরত আনোশ।

হজরত শীশ (আঃ) লোকান্তর হইলে, তাঁহার পুত্রজ্ঞানী আনোশ (আঃ) পিতার ন্যায় ইসলাম ধর্ম্মের রীতি, নীতি শিক্ষা দিতে থাকেন। তৎপর তিনি কোলবাতন নামক জনৈক উপযুক্ত পুত্রকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন।

হজরত কোলবাতন। (কেনান)

পিত্রাদেশানুযায়ী হজরত কোলবাতন (আঃ) ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যাদি শিক্ষা দিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কতক বৎসরান্তে তিনিও পিতার অনুগামী হইয়া অস্থায়ী সংসার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার রূপবান পুত্র মহলাইন পিতার স্থানে সমাসীন হইয়া সংসার যাত্রা বির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

(১৪) শীশ (আঃ) অন্যান্য সহোদরের ন্যায় যমজরূপে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি একা জন্মিয়াছিলেন। তিনি অতি সুশ্রী ছিলেন বলিয়া, মাতা হাওয়া (আঃ) গর্ভাবস্থায় তাঁহার বদনকমল দৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলে প্রকাশ তিনি ৯১২ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই মহাত্মার বংশধরগণ নুহের সময় মহা জলপ্লাবনের পরেও কতক জীবিত ছিলেন। ছুরা নেছা ৩য় রুকু, মায়দা ৫মরুকু, আনফাল ২১৮ রুকু, তওবা ৫র্থ রুকুর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হজরত মাহলাইল।

হজরত মহলাইল অত্যন্ত রূপবান ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত দূরদেশ হইতে লোক সমাগম হইয়া উপঢৌকন প্রদান করতঃ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অমৃতময় বাক্যে ও সদুপদেশে তাঁহার পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনিও কিয়দ্দিবসান্তে বংশধর রাখিয়া লোকন্তর গমন করেন।

হজরত মহলাইলের বংশধর।

রূপবান গুণ-সিন্ধু মহলাইলের অভাব হইলে দুরদেশবাসী আগন্তুকগণ দর্শনাভাবে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিত। দুরাচার শয়তান এতদ্দৃষ্টে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করার মানসে মানবাকারে উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিতে থাকে,—"হে মহলাইলের বংশধরগণ!" দুরদেশের আগন্তুকগণ হজরত মহলাইলকে দর্শন ভাবে প্রত্যাগমন করায় তোমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। তন্নিমিত্ত আমি মহলাইলের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া দেই, তোমরা তাহা উপযুক্তরূপে সংরক্ষণ পূর্ব্বক আগন্তুকগণের নিকট হইতে উপযুক্তরূপ অর্থ লইয়া দর্শন করাইবে। তাহার স্তুতিবাক্যে মহলাইলের বংশধরগণ অজ্ঞতা বশতঃ স্বীকার করিলে পাপী শয়তান মহলাইলের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া দেওয়াতে তাহারা উপযুক্তরূপে রক্ষা করতঃ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল এই-রূপে প্রত্যেকে প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া পূজারম্ভ করাতে নিরাকার একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্ম্ম পরিবর্ত্তে সাকারের পূজা আরম্ভ হইয়া গেল।

বসুন্ধরা পাপে ভারাক্রান্ত হওয়াতে মানব উদ্ধারকারী দীনবন্ধু তৎবংশে মহাজ্ঞানী হজরত ইদরিছ (আঃ)কে সৃষ্টি করেন। (১৫)

(১৫) হজরত মহলাইলের (আঃ) পুত্র বরদ তিনি ৯৬২ বৎসর বয়ক্রমে হজরত আখনুখ (আঃ) অর্থাৎ যাঁহাকে 'ইদরিশ" (আঃ) বলা হয় তাঁহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া নিজে স্বর্গবাসী হয়েন।

হজরত ইদরিছ (আঃ)। (১৬)

দুষ্টমতি শয়তানের প্ররোচনায় মহলাইলের বংশধরগণ পাপগ্রস্ত হওয়াতে, দয়াময় বিশ্বপতি তদ্বংশে আখনোখ নামক জনৈক বালক সৃষ্টি করেন। বালক জ্ঞান-বিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন। তিনি বহুতর কেতাব কণ্ঠস্থ করায়, তাঁহার উপাধি ইদরিছ হইয়াছিল। তাঁহার অত্যধিক উপাসনায় স্বর্গীয়দূতগণও লজ্জিত হইয়াছিলেন। দয়াময় বিশ্বপতি তাঁহার প্রতি ত্রিংশৎ সহীফা প্রদান করিয়া প্রেরিত পুরুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি রাশি চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি সূচের কার্য্য করিতেন, প্রত্যেক সূচাগ্রে দয়াময় বিশ্ববিভুর নাম লইতেন। বস্ত্রহীনকে বিনামূল্যে বস্ত্রও সেলাই করিয়া দিয়া অভাব মোচন করিতেন। তাঁহার দানশীলতা ও ধর্ম্ম পরায়ণতার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়ায়, তাঁহার দর্শন লালসায় স্বর্গীয়দূতগণ শুভাগমন করিতেন।

হারুত ও মায়ারুত ফেরেশ্তা।

সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া পালন, সংহার ও শান্তি স্থাপন জন্য নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ ব্যতীত বালুকা কণা, বৃক্ষ পত্র পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার কার্য্যের গূঢ়তত্ত্ব তিনিই অবগত। কেহ বাচলতা পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে সে অচিরে তাহার প্রতিফল পাইয়া থাকে।

যৎকালে হজরত আদম (আঃ) এর বংশধরগণের কুকীর্ত্তি (কাবিল কর্ত্তৃক কনিষ্ট হাবিল বিনাপরাধে হত্যা ও অন্যান্য ঘটনা) সংঘটিত হইল, তৎকালে স্বর্গীয় দূতগণ বলিতে লাগিলেন, হে দয়াময় বিশ্ববিভো! মনুষ্যগণ মৃত্তিকা সম্ভূতঃ, সুতরাং তাহারা পবিত্রতা ও অলৌকিকতা গুণ বিহীন, উহারা কখনই ঐশিকাদেশ পালন করিতে সক্ষম নহে। তদন্তর করুণা-

(১৬) পবিত্র কোরআন শরিফ ছুরা আম্বিয়া ৬ষ্ঠ রুকু দ্রষ্টব্য।

ময় সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতির আদেশ হইল যে তোমরা স্বীয় পবিত্রতা ও অলৌকিকতার গৌরব করিয়া মনুষ্যগণকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিও না। মনুষ্যগণ মধ্যে বিপজ্জনক যে কাম প্রবৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে, তোমরা তাহার অনুমাত্র প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যাপেক্ষা অতি জঘন্য ও ঘৃণিত হইয়া যাইবে। ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন হে প্রভো! এঅধমগণকে কাম প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইলে অধমগণের সাধ্য কি যে ঐশিকাদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে? তৎপর বিশ্ব বিভুর আদেশ হইল যে তোমাদের মধ্যে যাহাকে মনোনীত কর তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতে পারিবে। তদন্তর স্বর্গীয় দুতগণ মধ্যে গার্‌রা, গার্‌রাইয়া ও গারাইলকে মনোনীত করিলেন। তৎপর বিশ্ব-নিয়ন্তা প্রভু তাহাদিগকে কাম প্রবৃত্তি প্রদান করতঃ আদেশ করিলেন যে তোমরা অবণীমণ্ডলে গিয়া দিবাভাগে বিচার কার্য্যাদি সম্পন্ন করত এছমে আজম (দোওয়া বিশেষ) যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে, তাহার গুণে সন্ধ্যাকালে স্বীয় স্থানে উপনীত হইবে। পৃথিবীতে গিয়া অংশী-বাদ, নরহত্যা, পরদার গমন ও সুরাপান করিতে পারিবে না। স্বর্গীয় দুত-গণ বিশ্ববিভুর আদেশানুযায়ী মর্ত্তো উপনীত হইয়া দিবাভাগে মনুষ্যের বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করতঃ এছমে আজম গুণে দিবাবসানে স্বর্গারোহণ-পূর্ব্বক উপাসনায় নিমগ্ন হইত। গারাইল নিজ ফেরেশ্‌তা দেহে মনুষ্য প্রবৃত্তি প্রদত্ত নিবন্ধন ভাবী কুফল জানিতে পারিয়া বিশ্বপতি সমীপে প্রার্থনা করিলে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়াতে সে স্বীয়স্থানে চল্লিশ বৎসর অবনত মস্তকে (সেজদায়) থাকে কিন্তু গার্‌রা ও গার্‌রাইয়া সুখবোধে পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে থাকিল।

বিবি জোহরা।

লীলাময়ের লীলা বুঝে কাহার সাধ্য! একদা রূপলাবণ্যময়ী জোহরা নাম্নী রমণী স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলে বিচারক ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহার রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া বিচার-কার্য্য স্থগিতপূর্ব্বক তাহাকে গোপনে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। রূপসী তাহাদের

প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিয়া দিবসে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া বলে যে তাহার স্বামী ইহা জানিতে পারিলে তাহাকে হত্যা করিবে কিন্তু তাহারা তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহার স্বামীকে হত্যা ও প্রতিমাকে পূজা করিতে হইবে। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহা ঐশিক আদেশের বিরুদ্ধজনক জানিয়াও রজনীযোগে তাহার গৃহে অতিথি হইয়া কামাতুরভাবে উপস্থিত হইল। রূপসী তাহাদের প্রস্তাব খণ্ডনার্থে চারিটী প্রস্তাব উথাপন করিয়া বলিল যে, ইহার মধ্যে যেটী ইচ্ছা সম্পাদন করিলে আমাকে পাইতে পারিবেন।

১। আমার পূজ্য প্রতিমাকে পূজা করিলে,

২। আমার স্বামীকে হত্যা করিলে,

৩। আমাকে এছমে আজম শিক্ষা দিলে, অথবা

৪। প্রস্তুতি সুরা পান করিলে।

তাহারা অপর ত্রিবিধ কার্য্য গুরুতর পাপজনক বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুদ্র পাপ বিবেচনায় সুরা পান করিল। কিন্তু তাহারা ইহা যে সমস্ত পাপকার্য্যের মূলীভূত হইবে তদ্বিষয় চিন্তা করিল না! অতঃপর তাহারা সুরা পানে মত্ত হইয়া, প্রতিমা পূজা করিল ও তাহার স্বামীকেও হত্যা করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের প্রেয়সীকেও এছমে আজম শিক্ষা দিল। (১৭)

এছমে আজম শিক্ষাগুণে বিবি জোহরা দয়াময় বিশ্বপতি সমীপে প্রার্থনা করিয়া জোহরা নক্ষত্রে পরিণত হইল। উপায়হীন হইয়া ফেরেশ্‌তাদ্বয় হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) এর নিকট গিয়া মুক্তিলাভের প্রার্থনা করিল। হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) সপ্তাহান্তে ইহকাল অথবা পরকালে শাস্তিভোগে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে জানাইলেন। ফেরেশ্‌তাদ্বয় ইহকালেই শাস্তিভোগ করার স্বীকার করিল। অতঃপর পাপগ্রস্ত স্বর্গীয় দূতদ্বয়ের

(১৭) এছমে আজম (কলেমাবিশেষ) পবিত্র কোরআন শরিফে গোপন ভাবে আছে।

নাম যথাক্রমে হারুত ও মায়ারুত রাখা হইল। তাহাদের হস্তপদ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বাবল নামক অগ্নিপূর্ণ কূপের উপরে উর্দ্ধপদে রাখিয়া দিলেন। অপর ফেরেশ্‌তাদ্বয় প্রতি মুহূর্ত্তে লৌহের বেত্রাঘাত করার জন্য নিযুক্ত হইল। ক্ষুৎপিপাসা জন্য তাহাদের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে জলপূর্ণ পাত্র তাহাদের মুখের সন্নিকট থাকাতেও জিহ্বা অবশ হওয়াতে জল উত্তোলনে সক্ষম হইল না! এইরূপে তাহারা কেয়ামত (শেষদিন) পর্য্যন্ত শাস্তিভোগ করিতে থাকিবে।

অতএব ইস্‌লাম ভ্রাতা-ভগিনীগণ এতদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া সাবধান হউন।

হজরত ইদ্রিস (আঃ)

একদা যমরাজ (আজরাইল) অতিথিরূপে সমাগত হন। হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) বার মাস রোজা রাখিতেন। তাঁহার জন্য স্বর্গ হইতে খাদ্য আসিত, তদ্দ্বারা তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ (এফতার) করিতেন। অবশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য ফিরিয়া যাইত। উক্ত রজনীতে অতিথি দৃষ্ট তাঁহাকে সমস্ত খাদ্য ভোজনের অনুরোধ করেন, কিন্তু অতিথিবর ভোজনে অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক জপ করিতে থাকেন, নবীবর তাহার অপেক্ষায় উপবাসে যামিনী যাপন করেন। প্রাতে আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া দয়াময় বিশ্বপতির মহিমা দৃষ্টি করার নিমিত্ত শস্যপূর্ণ মাঠে শুভাগমন করায় অতিথি অনুগমফল ভক্ষণ করার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিন্তু হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) বিনা সম্মতিতে অন্যের ফল ভক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করায় তৎপর একটী বাগানের নিকটবর্ত্তী হইয়া আঙ্গুর ফলচয়নের অভিপ্রায় জানানে তাহাতেও হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) বাধা প্রদান করেন। কিয়ৎ-কালান্তে ছাগ দৃষ্টে ভক্ষণের অভিপ্রায় জানানে নবীবর অসম্মতি প্রকাশ করেন, এবম্প্রকারে তিন দিবারাত্র গত হইলে তাঁহার ব্যবহার মানবোপ-যোগী দৃষ্ট না হওয়ায় মহাজ্ঞানী হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) তাঁহাকে বিশ্বপতির

শপথ প্রদানপূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যম (আজরাইল) বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। নাম শ্রবণে হজরত চমকিত হইয়া যান। কিন্তু যমরাজ তাঁহার কেবল সাক্ষাৎ লালসায় আসিয়াছিলেন জানাইয়া আশ্বস্ত করেন।

হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) মৃত্যু দৃশ্য দেখিতে প্রার্থনা করিলে দয়াময় বিশ্বপতির আদেশ হওয়ায় যমরাজ হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) এর প্রাণ বায়ু অতি সহজে বহির্গত করিয়া পুনঃ প্রদান করেন। কিন্তু নবীবর সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মোন্মোচনরূপ কষ্টানুভব করিতে থাকেন। তৎপর চতুর হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) হজরত আজরাইলকে সম্বোধনপূর্ব্বক নরক দৃষ্টের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, নরকাবস্থা প্রদর্শন হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গ (বেহেশ্ত) দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আজরাইল (আঃ) তাঁহাকে সরল মনে স্বর্গ দ্বারে উপনীত করিয়া দেন। নবীবর বলিলেন, "ভ্রাতঃ মৃত্যু যাতনা ও নরকদৃষ্টে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছি," জলপান নিমিত্ত স্বর্গে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করুন। হজরত আজরাইল (আঃ) প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) চতুরতাপূর্ব্বক তুবা বৃক্ষের নিম্নে পাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করতঃ পাদুকা লইয়া অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন, তৎপর পুনর্ব্বার বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়া নীরব হন। বিলম্ব দৃষ্টে হজরত আজরাইল (আঃ) আহ্বান করায় হজরত ইদ্রিস (আঃ) বলিলেন ভ্রাতঃ! মৃত্যু যাতনা ভোগ-পূর্ব্বক নরক দর্শন করিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছি। পুনঃ এই স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহি। আজরাইল (আঃ) গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলে, দয়াময় বিশ্বপতির আদেশে নীরব হইয়া যান। হজরত ইদ্রিসের বংশধরগণ তাঁহার উদ্দেশ্য না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পাপী শয়তান হজরত ইদ্রিসের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায়, মূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ হয় ও বিশ্ব বিভুর পবিত্র নাম লওয়া ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়।

প্রত্যেকে প্রতিমা-পূজা ও নানারূপ কুকার্য্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। এই প্রকারে চারিশত বৎসর অতীত হইলে দয়াময় আল্লাহতালা শান্তি স্থাপন জন্য হজরত নুহ (আঃ) কে সৃষ্টি করেন। (১৮)

হজরত আদম (আঃ) এর বংশাবলী মধ্যে যৎকাল শয়তানের শত্রুতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তৎকালে সময়ক্রমে দয়াময় আল্লাহতালা তাহাদের উপদেশ দেওন জন্য এক, এক নবী পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে হজরত শীশ (আঃ) হজরত মহলাইল ও হজরত ইদ্রিস্ (আঃ) প্রভৃতি বহু নবীকে পাঠাইয়াছিলেন।

হজরত নুহ (আঃ)।

পবিত্র হদিস শরীফে প্রকাশ যে, হজরত নুহ (আঃ) ৯৫০ বৎসর জীবিত থাকিয়া, বহুতর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার দীর্ঘকাল-ব্যাপী উপদেশে কেবলমাত্র অশীতিজন স্ত্রী, পুরুষ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবস্থা দর্শনে তিনি বিফলমনোরথ হন কিন্তু ঐশিক আদেশে পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক চীৎকার রবে ঐশিক আদেশ জানাইতে থাকেন! তাঁহার চীৎকার রবে সমস্ত জগৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া যায়। বিধর্ম্মীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ণকুহরে অঙ্গুলী প্রদান, বস্ত্রদ্বারা মুখ বন্ধন এবং কেহ বা স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে থাকে। হজরত নুহ (আঃ) নিরাকার, অদ্বিতীয় বিশ্ববিভুর উপসনা করারও তিনি যে প্রেরিতপুরুষ তাহা সকলকে স্বীকার করার উপদেশ প্রদান করেন। বিধর্ম্মীগণ অস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে নানাপ্রকারে কষ্টও আঘাত প্রদান করিয়া গলদেশে রজ্জুবন্ধন পূর্ব্বক স্থানান্তরে লইয়া শোণিতপাত করিত। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ নবীবর জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে বিস্মৃত হইতেন না! শয়-তানের প্রোরচনায় কাফেরগণ খোদাকে ভুলিয়া গিয়া হজরত নুহ (আঃ) কে গ্রাহ্য করে নাই।

---

(১৮) প্রকাশ যে হজরত ইদ্রিসের (আঃ) পুত্র মোনসেলুখ তাহার পুত্র লক ও তাহার পুত্র হঃ নুহ (আঃ) ছিলেন।

হজরত নূহ (আ:)এর জনৈক স্ত্রী কাফের থাকায় সে সকলের নিকট নবীবরকে উন্মাদ বলিয়া উপাখ্যান করিত। রাত্রে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া বিধর্ম্মিগণের সাহায্য করিতে থাকিত। হজরত নূহ (আ:) দীর্ঘ-কালের কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতালা সমীপে সদুপায় প্রার্থনা করেন। (১৯)

হজরত নূহের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় ও জিব্রাইল আমীন শুভাগমনপূর্ব্বক একটী বৃক্ষের চারা প্রদান করেন। নবীবর বৃক্ষ রোপণ করায় তাহা ৪০ বৎসরান্তে ৬০০ গজ দীর্ঘ ও ৪০০ গজ পরিমাণ স্থূলাকার হইয়া যায়। দূর হইতে বৃক্ষটী পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে। বিধর্ম্মিগণ স্বীয় সন্তানগণকে হজরত নূহের উপদেশ শ্রবণে নিষেধ করাতে চল্লিশ বৎসরকাল বিধর্ম্মিগণের জ্ঞানোদয় জন্য সন্তান হওয়া বন্ধ হইয়া যায়।

বৃক্ষ বৃহদাকারে পরিণত হইলে, হজরত জিব্রাইল উক্ত বৃক্ষ কর্ত্তন-পূর্ব্বক ফলক প্রস্তুত করতঃ প্রত্যেক ফলকে প্রেরিত পুরুষগণের নাম অঙ্কিত করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া যান। নবীবর শিক্ষানুযায়ী বৃক্ষের ফলক প্রস্তুতপূর্ব্বক ১ম ফলকে মানবের আদি পিতা হজরত আদম (আ:)এর নাম,২য় ফলকে হজরত শীশ (আ:), ৩য় ফলকে হজরত ইদ্রিসের, ৪র্থ ফলকে হজরত নূহের, ৫মে মানব জননী বিবি হাওয়া (আ:), ৬ষ্ঠে হজরত ছালেপয়গাম্বর, ৭মে হজরত ইব্রাহিমের (আ:) নাম ও ক্রমান্বয় একলক্ষ চব্বিশ হাজার প্রেরিত পুরুষগণের নাম এবং অন্তিমে শেষ উদ্ধার-কারী পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ:) এর নাম অঙ্কিত করেন। কাষ্ঠ-ফলক প্রস্তুত হইলে, হজরত জিব্রাইল নবীবরকে নৌকাগঠন-প্রক্রিয়া শিক্ষা দেন। শিক্ষানুযায়ী তিনি সন্তান ও শিষ্যমণ্ডলীসহ নৌকা প্রস্তুত করিতে থাকেন।

(১৯) নূহ অর্থে রোদনকারী বলিয়া প্রকাশ। তিনি দীর্ঘকাল রোদন করিয়া পরিশেষে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নৌকা প্রস্তুতের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি হজরত ইদ্রীছের প্রপৌত্র বলিয়া খ্যাত।

সহস্র গজ দীর্ঘ, চারিশত গজ প্রশস্ত এবং সপ্ততলা-বিশিষ্ট নৌকা প্রস্তুত হইলে কাফেরগণ শুষ্ক স্থানে নৌকা দৃষ্টে হজরত নুহ (আঃ)কে ক্ষিপ্ত বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকেন। নবীবরও হাস্য করিয়া উত্তর দিতেন যে, তোমাদের মৃত্যুর জন্য ইহা প্রস্তুত হইতেছে। নৌকা প্রস্তুত হইলে চারি ফলক পরিমান স্থান অবশিষ্ট থাকে, হজরত জিব্রাইল হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর চারি বন্ধুর নাম চারি ফলকে অঙ্কিত করিয়া দেওয়ার উপদেশ করেন। (২০)

নবীবর ফলকের অভাব জানাইলে হজরত জিব্রাইল (আঃ) নীলনদ হইতে বৃক্ষ আনিয়া ফলক প্রস্তুতের উপদেশ দেন। হজরত নুহ (আঃ) স্বীয় সন্তানগণকে বৃক্ষ আনয়নের আদেশ করিলে তাহারা অক্ষমতা জানাইয়া আউজ নামক জনৈক বলবান ও দীর্ঘকায় ব্যক্তির নাম করেন। হজরত নুহ (আঃ) বীরবর আউজকে এক সন্ধ্যা ভোজনের অঙ্গীকার করায় সে নীলনদ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ আনয়ন করাতে তাহাকে তিনটী রুটী প্রদান করেন। বীরবর আউজ খাদ্যদৃষ্টে হাস্য করিয়া বলেন, হে নবীবর! আমি প্রত্যেক গ্রাসে দ্বাদশ সহস্র রুটী ভক্ষণ করিয়া থাকি, এই সামান্য রুটী দ্বারা আমার জঠরাগ্নির কি হইবে? হজরত নূহের উপদেশে বীরবর আউজ "বিছমিল্লাহ্‌" পাঠপূর্ব্বক দেড় খণ্ড রুটী ভক্ষণ করাতে উদর পূর্ণ হইয়া যায়, বক্রী দেড়খণ্ড রুটী ভক্ষণে অশক্ত হইয়া পড়ে। নবীবর আউজের আনীত বৃক্ষের ফলক প্রস্তুত করিয়া চারিখণ্ড ফলকে চারি নাম অঙ্কিত পূর্ব্বক নৌকার অভাব মোচন করেন। দীর্ঘতর নৌকা প্রস্তুত হইলে, তাঁহাকে হজরত জিব্রাইল (আঃ) মক্কা (বয়তল মামুর) জেয়ারত করার উপদেশ দেন। নবীবর তৎশ্রবণে প্রশংসিত স্থান জেয়ারত করিয়া, প্রত্যাগমন করেন। ফেরেশ্‌তাগণ বয়তুল মামুর

(২০) হজরত মোহম্মদের (দঃ) চারি বন্ধু (খলিফা) যথা—হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হজরত উমর (রাঃ) হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত আলি করমোল্লা অজহু হযেন।

৪র্থ স্বর্গে উপনীত করেন। সরঞ্জাম সকল ক্রমান্বয়ে নৌকায় উত্তোলন হইলে, হজরত জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করেন। যৎকালে অকস্মাৎ উনুনে (তনদুরে) তীব্র স্রোতে জলপ্লাবিত হয়, তৎকালে হজরত জিব্রাইল (আঃ) সামাগত হন। বিশ্ব-পতির আদেশে সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু উপস্থিত হওয়ায় তাহাদিগের একজোড়া করিয়া নৌকায় উঠাইয়া লন। নৌকার প্রথম তলায় হজরত আদম ছফির মাজার (কবর) শরিফ দ্বিতীয় তালায় নবীবর ইসলাম সম্প্রদায় সহ উপনীত হয়েন। ৩য় হইতে ৭ম তালায় সকল প্রকার জীবজন্তু দ্রব্যজাত ও বীজে পরিপূর্ণ করেন। এই প্রকারে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের আদর্শ নৌকায় উঠাইয়া লন। সাম, হাম ও ইয়াফছ নামক তিন পুত্র নৌকারোহণ করেন, কিন্তু "কেনান" নামক পুত্র ও তাহার মাতা উচ্চপর্ব্বতোপরি আরোহণ পূর্ব্বক রক্ষার চেষ্টা করে।

রজব চন্দ্র মাহার দ্বিতীয় তারিখে প্রবলবেগে ঝড় আরম্ভ হয় ও চারি-দিবসে পর্ব্বতোপরি চল্লিশগজ পরিমাণ জল প্লাবিত হইয়া যায়। কেনান ও তাহার মাতার অবস্থা দৃষ্টে নবীবর দুঃখিত হইয়া দয়াময় সন্নিধানে প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী শত্রু বলিয়া প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। নবীবর পবিত্র কলেমা সাহাদাতে পাঠ করতঃ নৌকারোহণ করিলে পর্ব্বতাকার নৌকা ভাসমান হয়। নৌকাস্থিত জীব জন্তুর মল, মূত্রে নৌকায় পুতি-গন্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বময় প্রভুর আদেশে হস্তী-ললাটে হস্তার্পণ করিলে হস্তীর ফুৎকরণে তাহার শুণ্ড-হইতে দুইটী শূকরের সৃষ্টি হইয়া সমস্ত মল, মূত্র ভক্ষণ করিতে থাকে। তদ্দৃষ্টে শয়তান পাপী শূকরের ললাটে হস্তার্পণ করাতে নাসিকা হইতে মুষিকদ্বয় বহির্গত হইয়া জাহাজ কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে। এতদ্দৃষ্টে নীববর প্রার্থনা করায় ব্যাঘ্র ললাটে হস্তার্পণের আদেশ হয়। ব্যাঘ্র ললাটে হস্তার্পণ করিলে তাহার নাসিকা হইতে বিড়াল সৃষ্টি হইয়া মুষিক বংশ ধ্বংস করিতে থাকে। এবম্প্রকারে ছয় মাস আট দিন জলে ভাসমান থাকিয়া ১০ই মহরম তারিখে জল নুন্য হইলে

জুদী পর্ব্বতে বৃহৎ জলযান সংলগ্ন হয়। মৃত্তিকা দৃষ্ট হইলে নবীবর আহ্লাদিত হইয়া বয়তুল-মামুর নামক পবিত্র স্থানে তোয়াফ করেন। (২১)

জমি দৃষ্ট হইলে বাজ পাখী ও পায়রাকে পাঠাইয়া দেন। জলভাগ অতিরিক্ত হওনে হজরত জিব্রাইল পৃথিবীর সপ্তস্থানে জলরাশি রাখিয়া দেওয়াতে সপ্তসমুদ্রের সৃষ্টি হইয়া যায়। নবীবর নৌকাস্থ সমস্ত দ্রব্যসহ অবতরণ করেন। যাবতীয় জীব, জন্তু অবতরণ করিয়া স্ব, স্ব সুবিধামত স্থানে বাস করিতে থাকে এবং স্থানে, স্থানে বীজ-বপন করায় নানা প্রকার শস্য ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। আঙ্গুর বৃক্ষে পাপী শয়তান কুকুর ও শূকরের রক্ত শেচন করাতে তাহার রস তদ্রূপ অপকারদায়ক হয়। পাপী শয়তান হজরত নূহকে জানান যে, লোভী, কৃপণ, সন্দেহকারী ও অহঙ্কারী ব্যক্তির পাপ আকাশ হইতেও বৃহৎ! হজরত নূহ পুত্রত্রয় ও শিষ্যমণ্ডলী লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। বিশ্ব-পতির আদেশে নৌকার ফলক দ্বারা পর্ব্বতোপরি এক ভজনালয় প্রস্তুত করেন এবং অশীতি জন শিষ্য লইয়া তথায় আরাধনায় নিমগ্ন হন। সন্তানগণ বহুস্থানে বাস করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। হজরত নূহ (আঃ) ৯৫০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। (২২)

(২১) বয়তুল মামুরের (মক্কাশরিফের) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ ও দোওয়া পাঠ করা তোয়াফ নামে বাচ্য হইয়া থাকে।

(২২) হাদিশ-শরিফে প্রকাশ যে মহা জলপ্লাবনের পর হজরত নূহের তিন পুত্র যথা—ছামের বংশধর আরব ও আজম, হামেরবংশীয়গণ হাবেসে ও হিন্দুস্থানে, ইয়াফছের বংশধরগণ স্থানে, স্থানে বাস করায় পৃথিবীময় হইয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিকবেত্তা হজরত নূহকে বৈবস্বত মনু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে বৈবস্বত মনু মধ্যএশিয়ায় বাস করিয়াছিলেন সুতরাং ইহা হজরত আদমের নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয় সত্য-যুগ।

হজরত হুদ (আঃ)।

হজরত নূহ (আঃ) এর লোকান্তর গমনের বহুকাল পর তাঁহার বংশধরগণ নানাদেশে বাস করতঃ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও নানা বর্ণের হইয়া যায়। কেহ বা শিক্ষাভাবে ধর্ম্ম, কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যাচারী, কেহ কৃষ্ণ কেহ শুভ্র বর্ণের হইয়া যায়। আলোকের তিরোধানে যেরূপ অন্ধকারের সমাবেশ হয় সেইরূপ ধর্ম্মের অবনতিতে অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। হজরত নূহ (আঃ)-এর বংশধরগণ অধর্ম্মের স্রোতে সৎ-কর্ম্মাদি ভাসাইয়া দিয়া পাপমতি শয়তানের প্রলোভনে এরম্ প্রদেশের বলবান আদ জাতির লোকেরা আরব, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে প্রায় সকলেই মূর্ত্তিপূজায় নিরত হইয়া যায়। যদ্রূপ রাত্রির পর দিনের বিকাশ হইয়া থাকে তদ্রূপে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন নিমিত্ত মহাত্মা হুদ (আঃ) কে প্রেরণ করেন। (২৩)

প্রেরিত পুরুষ হজরত হুদ (আঃ) বলিতে লাগিলেন "হে কাফের-গণ!" তোমরা মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় বিশ্ব... তা দ্বারদেশে উপাসনা কর। জড়োপাসকগণ এই অদ্ভুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে ... জ্ঞাসা করায় মধ্যে সত্তর জন যোদ্ধা পুরুষ একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ক... কথায় কর্ণ-অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হইতে মধ্যে আদের বংশধরগণ দুর্দ্দান্ত ও ... লেন এবং জন্য হজরতকে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইল। হজরত হুদ (আঃ) দয়াময় ... সমুদ্রে

---

(২৩) করুণাময় আল্লাহতালা পবিত্র কোর্‌আনশরিফে স্বীয় দাস (বান্দা)গণে উপদেশার্থে ভূত, ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনা সব ইহাই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। পবিত্র কোর্‌আন-শরিফে উচ্চারণানুযায়ী শব্দসকল লিখিত হইল।

পতি সমীপে প্রার্থনা করিলে তিনি শিষ্যগণসহ পর্ব্বতারোহণ করার আদেশ প্রাপ্ত হন। দয়ালু নবীবর ঐশিকআদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কাফের-গণকে আহ্বান করতঃ পরম করুণাময় বিশ্বপতির আদেশ জানাইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ বাক্যে কর্ণপাত না করায়, তিন বৎসরাবধি অনাবৃষ্টি হইয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত ও প্রাণিগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। একদা অকস্মাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে কাফের-দিগের গৃহাদি ভূমিস্মাৎ করিয়া ফেলে। হজরত হুদ (আঃ) ঐশিকাদেশে শিষ্যগণসহ স্থানান্তরে অবস্থিতি করা নিবন্ধন এই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি চারি শত বৎসরাবধি ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করিয়া নীরব হইয়া যান।[1] তাঁহার তিরোধান দৃষ্টে দুষ্টমতি শয়তান সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া ইস্‌লাম-সন্তানগণকে প্রলোভন দেখাইয়া সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট করতঃ মূর্ত্তি-পূজার সৃষ্টি করিয়া দেয়।

বাদশা সাদ্দাদ। (২৪)

দুষ্ট আদজাতির বিনাশ হইলে সেই দেশে সমুদ বলিয়া এক জাতীয় লোক বাস করতঃ মূর্ত্তিপূজা করিতে থাকে।

এরমের বিধর্ম্মিরাজ আদের সদীদ ও সাদ্দাদ নামক দুই পুত্র ছিল। মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র সদীদ সিংহাসনারোহণপূর্ব্বক সপ্ত বৎসর তোয়াফ নামে করিয়া লোকান্তর গমন করে। তৎপর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা (২২) হাম ভার গ্রহণ করিয়া অত্যাচার করিতে থাকে। হজরত হুদ যথা—ছামের বং বংশধরগণ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন জন্য নানারূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হজরত নূহের জন্য নরক ও পুণ্যাত্মার জন্য স্বর্গ সুখভোগের উপদেশ বর্ণনা করেন। মধ্যএশিয়া

সাদ্দাদের কৃত্রিম স্বর্গ প্রস্তুত।

লীলাময়ের বিচিত্র লীলা! তিনি ভূমণ্ডলে অসংখ্য জীব জন্তুর সৃষ্টি

১ ছুরা আরাফ ও অন্যান্য ছুরায় বিবৃত আছে।

করতঃ বিভিন্ন স্বভাব প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্যালোকে সকলেই আনন্দিত কিন্তু পেচক ও নিশাচরগণের তাহা অসহ্য হইয়া থাকে। জ্ঞানান্ধ সাদ্দাদের পক্ষেও ধর্ম্মের আলোক অসহ্য হইল। প্রস্তরে অমৃত সিঞ্চনে যদ্রূপ কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ গর্ব্বিত সাদ্দাদের অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। সাদ্দাদ দম্ভভরে উত্তর করিল, তোমার খোদাকে পূজিলে স্বর্গবাস ও ভাল খাওয়া-পরা ও সুন্দর বাগানে আমোদ-আহ্লাদ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। দেখ আমি এই পৃথিবীতেই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আবাস উদ্যান প্রস্তুত করিব!

এই কামনা সাধনার্থে সে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, হিরকাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহপূর্ব্বক আরবের অন্তর্গত আদন নামক স্থানে কৃত্রিম স্বর্গ (বেহেশ্‌ত) নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই স্বর্গ প্রস্তুত করিতে তাহার রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া গেল। সে উপায়বিহীন হইয়া প্রজাবর্গের স্ত্রী, কন্যার অলঙ্কার পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে অনাটন হয়। এক বৃদ্ধার কন্যার সামান্য কণ্ঠাভরণও বলপূর্ব্বক লওয়ায় বৃদ্ধা দুঃখিতা হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ব বিভো! এই অত্যাচারীকে নিপাত করতঃ স্বর্গসুখে বঞ্চিত কর! বৃদ্ধার প্রার্থনা দয়াময় বিশ্ববিভু সমীপে মঞ্জুর হইয়া গেল।

কৃত্রিম স্বর্গধ্বংস।

মণিমুক্তা-খচিত কৃত্রিম স্বর্গ প্রস্তুত হইলে একদা সম্রাট্ সাদ্দাদ উহা দেখিবার লালসায় সসৈন্যে কৃত্রিম স্বর্গদ্বারে উপনীত হইল। উহার দ্বারদেশে জনৈক ভীষণাকৃতি ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি আজরাইল বলিয়া পরিচয় দেন। সাদ্দাদ তাঁহার কথায় কর্ণ-পাত না করায় তিনি তাহার পাপাত্মা বহির্গত করিয়া লইলেন এবং ভীম গর্জ্জনে তাহার সৈন্য সামন্ত ও কৃত্রিম স্বর্গ উৎপাটন করিয়া সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দিলেন। (২৫)

(২৫) আদন নামক স্থানে ইহার চিত্র দেদীপ্যমান আছে। প্রকাশ যে ইহাই ৮ম বেহেশ্‌ত বলিয়া বর্ণিত হয়।

হজরত ছালেহ (আঃ) ও উষ্ট্র। ২৬

হজরত হুদ (আঃ) এর বহুকালান্তে হজরত ছালেহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিধর্ম্মি সমুদ জাতীয়দিগকে অসার প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া নিরাকার অদ্বিতীয় বিশ্বপতির উপাসনা করিতে উপদেশ দেন এবং তিনি যে বিশ্বপতির প্রেরিত তাহাও প্রচার করেন। বিধর্ম্মিগণ তাঁহার বাক্যে অধীর হইয়া তাঁহাকে কটূক্তি প্রয়োগ ও উৎপীড়ন করিতে থাকে। জনৈক বিধর্ম্মী তিনি যে খোদার প্রেরিত তাহার নিদর্শন স্বরূপ প্রস্তর খণ্ড হইতে হইতে একটী উষ্ট্র বহির্গত করিতে প্রার্থনা করে এবং তাহা প্রকৃত হইলে বিধর্ম্মীগণ হজরতের প্রস্তাবিত ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে থাকে। হজরত ছালেহ (আঃ) সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করায় সেই প্রস্তর খণ্ড হইতে তন্মুহর্ত্তেই একঠি উষ্ট্র বহির্গত হয়। অতঃপর সকলে প্রতিদিন ঐ উষ্ট্র দোহণ করিয়া আশাতীত দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়, ও তদ্দ্বারা ঘৃত ছানাদি প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থশালী হইয়া উঠে। কিন্তু চারি বৎসর কাল দুষ্প্রাপ্য কূপের জল উষ্ট্রবর পান করায় স্বার্থপর বিধর্ম্মিগণের অসহ্য হইয়া যায়, বিধর্ম্মিগণ উষ্ট্রকে তাড়াইয়া দেওয়ার নিমিত্ত হজরতের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত ছালেহ (আঃ) বিশ্বপতি সমীপে প্রার্থনা করিলে; আকাশবাণী হয় যে, যে দিন উষ্ট্র জল পান করিবে সেইদিন তাহারা দুগ্ধ পাইবে কিন্তু যেদিন নগরবাসিগণ জল পান করিবে সেই দিবস তাহারা দুগ্ধ প্রাপ্ত হইবে না। এই বন্দোবস্তে সকলেই সম্মত হইয়া যায়।

একদা হজরত ছালেহ (আঃ) তাঁহার দশ জন শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, এই মাসে যাহার পুত্র জন্মিবে, সেই মহাশত্রু হইয়া এই উষ্টকে বধ করিবে এবং উহাই পরিশেষে তোমাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ দশজন শিষ্যের প্রত্যেকেরই স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং

(২৬) ছুরা কমর ও অন্যান্য ছুরা দ্রষ্টব্য।

একই মাসে সকলেরই পুত্র প্রসব হইল। শিষ্যদিগের মধ্যে নয় ব্যক্তি হজরতের বাক্যে ভীত হইয়া নিজ নিজ পুত্র রত্নকে হত্যা করিল কিন্তু এক শিষ্যের আর সন্তানাদি না থাকায় প্রসূত সন্তানকে হত্যা না করিয়া পালন করিতে লাগিল ও সেই পুত্রের নাম কায়েদ রাখিয়া দিল।

যাহারা পুত্র হত্যা করিয়াছিল তাহারা তাহার অবস্থা দৃষ্টে অনুতাপ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারাও ক্রমে ক্রমে সৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপথ্গামী হইল।

এদিকে বয়ঃপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে কায়েদ চরিত্রহীন ও সুরাপায়ী হইয়া উঠিল। একদা কায়েদ মাদাদা প্রভৃতি আরও আটজন চরিত্র-হীন ব্যক্তিসহ মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ঐ উষ্ট্রকে বধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল এবং তাহারা নয় বন্ধু উষ্ট্র বধ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। উষ্ট্রবর এক দিবসান্তে জল পান করিত, জল পান হেতু সে গমন করিলে ঐ বিধর্ম্মিগণ তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিল। অবস্থা দৃষ্টে নিরীহ উষ্ট্রবর পলাইয়া যাইতেছিল এমতাবস্থায় মাদেদা তরবারীর আঘাতে উহার পদদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। শাবকটী মাতার দুর্দ্দশা দৃষ্টে ভীত হইয়া জন্মস্থানের প্রস্তর গর্ত্তে প্রবেশ করিল। হজরত ছালেহ (আঃ) উষ্ট্র হত্যার সংবাদে দুঃখিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক কাফের দিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের মৃত্যুকাল তিন দিন মাত্র বাকী আছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। প্রথম দিবস লোহিতবর্ণ, দ্বিতীয় দিবস পীতবর্ণ, তৃতীয় দিবস কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দৃষ্টি-গোচর হইবে, ইহাই তোমাদের মৃত্যুর প্রধান লক্ষণ জানিবে।

ক্রমান্বয়ে তিন দিবস পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে মেঘ দৃষ্ট হইলে কাফেরগণ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল যদি যথার্থই মরিতে হয় তবে ছালেহ (আঃ)কে অগ্রেই হত্যা করা উচিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া হজরত ছালেহ (আঃ)কে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ব-

বিভুর আদেশে হজরত জিব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হইয়া কাফের দিগকে ধ্বংস করিয়া দিল

হজরত ছালেহ (আঃ) শিষ্যগণসহ দয়াময় বিশ্বপতির কৃপায় রক্ষা পাইয়া ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম কর্ম্মে নিমগ্ন হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হজরত ছালেহ (আঃ) এইরূপে কিছুদিন শামদেশে অবস্থান করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। (ইয়ালিঃ) (ক)

বাদসা নমরুদ।

দয়াময় বিশ্বপতির অপার মহিমা! তিনি মানব মণ্ডলীকে অকিঞ্চিৎ কর পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া নানারূপ কষ্ট প্রদানে পরীক্ষা করত ক্রমে উচ্চপদ প্রদান করেন, শেষে "সত্য বন্ধ" (খলিলোল্লা) বলিয়াও সম্বোধন করিয়া থাকেন। তিনি বিনা পরীক্ষায় কাহাকেও উচ্চপদ প্রদান করেন না। কিন্তু অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ বুঝিতে না পারায় তাঁহার অপার করুণা লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাঁহার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি মানব বুদ্ধির অগোচর! তিনি গগণ স্পর্শী অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে, দিগন্ত প্রসারিত মরুময় ভূমি জলাশয়ে পরিণত করেন। তাঁহার লীলা বুঝে কাহার সাধ্য? মহাত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় নুর হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে ও তাঁহার নুর হইতে অনন্ত বিস্তৃত সৌরজগৎ ও মানবের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে মনুষ্য পূর্ণ করেন। তিনি রাজাধিরাজের প্রণয়াপেক্ষা নিরাশ্রয় বালকের প্রণয় ভাল বাসেন। এবং যাহাতে গর্ব্বিত ব্যক্তির গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া নিগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তাহাই তিনি করিয়া থাকেন। তিনি তিক্ত রসাশ্রিত বৃক্ষে সরস সুমধুর ফল

(ক) প্রকাশ যে হজরত নূহ (আঃ) পুত্র ছামের এরাম নামে এক পুত্র ছিল তাহার ঔরষে আয়াস্ ও আবের নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আয়াসের পুত্র আদ ও আবরের পুত্র ছামুদ হয়। আদের বংশধর আদ ও ছামুদের বংশে ছামুদ হয়। আদের বংশে নবীবর হুদ (আঃ) ও ছামুদের বংশে ছালেহ নবী জন্মগ্রহণ করেন। কাফেরগণ বিখ্যাত উষ্ট্রকে মারিয়া ফেলার ও খাওয়ার প্রকাশ আছে।

জন্মাইয়া মানবদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। মানবগণ পাপাশক্ত ও কুসংস্কারাপন্ন হইয়া সৎপথ ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদের কল্যাণ সাধন জন্য মহা-পুরুষদিগকে ও স্বর্গীয় কেতাব পৃথিবীমণ্ডলে পাঠাইয়া, অপধর্ম্মের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক সত্য ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

হজরত আদম (আ:) এর লোকান্তর গমন করার বহু শতাব্দী পর আরব দেশের অন্তর্গত কুফানগরের সন্নিকটস্থ ফোরাত নদীর পূর্ব্ব কূলে বাবেল (বেবিলন) নামক নগরীতে নমরুদ নামে ঈশ্বরদ্রোহী জনৈক দুর্দ্দান্ত রাজা বিশ্বপতিকে শয়তানের চক্রান্তে অস্বীকার করতঃ, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবার নিমিত্ত প্রজাদিগকে বাধ্য করিতে থাকেন। (২৭)

তজ্জন্য সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতি হজরত ইব্রাহিমকে পাঠাইয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। (২৮)

একদা নমরুদ এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ও এক অশুভ নক্ষত্র উদয় দৃষ্টে অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রধান, প্রধান জ্যোতির্ব্বিদগণকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ তাহার শুভাশুভ ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করেন। (২৯) স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবনান্তর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া—নিবেদন করিল যে, "মহারাজ" ? গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারিলাম যে, অচিরে—আপনার রাজ্যে সাতিশয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে এক মহা তেজস্বী পুরুষ এইরাজ্যে জন্মগ্রহণ করিবেন ও

(২৭) তৎকালে বাবলপ্রদেশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদির ও বহুতর দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, নমরুদ ধর্ম্মশিক্ষা বন্ধ করিয়া দেশময় লোককে মূর্খ করতঃ নিজকে বিশ্ব-পতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

(২৮) প্রকাশ যে হজরত নূহ (আ:)এর সময় মহা জলপ্লাবনের ১৭০০ বৎসর পরে হজরত এব্রাহিম (আ:) জন্ম হয়। (তফসির আজিজিয়া)।

(২৯) নমরুদ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, আকাশে অতি উজ্জল একটী নক্ষত্র উদিত হইয়া স্বীয় জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিকে পরাস্ত করিয়াছে। কেহ কেহ বর্ণনা করেন, একটী প্রকাণ্ড মৃগ আসিয়া নমরুদের সিংহাসন শৃঙ্গাঘাত করায় সিংহাসন ভগ্ন হইয়া যায় ইত্যাদি।

তিনিই সেই বিপ্লবের কারণ হইয়া দাঁড়াইবেন। সেই মহাপুরুষ প্রতিমা পূজার মূল্যোৎপাটন করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। খলিদ নামক প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ রাজাকে অনুরোধ করায়, আত্মজীবন ও রাজ্য সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত রাজা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া প্রহরী নিযুক্ত করতঃ প্রজাদের স্ত্রী পুরুষের সহবাস বন্ধ করিয়া দেন।

ঝবল নগরে আজর নামে একজন সুনিপুণ প্রতিমা নির্ম্মেতা ছিলেন, তাঁহার অপর নাম তেরথ ছিল। তিনি রাজা নমরুদের অতিশয় প্রিয় পাত্র ও বিশ্বাস ভাজন ছিলেন, তজ্জন্য রাজা নমরুদ্ তাঁহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। বরং তাঁহাকে স্বীয় প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রহরিগণ সর্ব্বদা গৃহে যাইয়া অনুসন্ধান লইত এবং কাহারও পুত্র সন্তান লইলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিত। (৩০)

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) জন্ম বিবরণ।

আজরের পত্নী আদনাদেবী একদিন রজনীতে গোপনে রাজধানী আসিয়া শুভক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত হন; তাহাতে তাঁহার গর্ত্ত সঞ্চার হইয়া মহাপুরুষ হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) জন্ম হয়। যে রাত্রিতে আদনা দেবী গর্ভবতী হন, তাহার পরদিন জ্যোতির্ব্বিদ্গণ রাজানমরুদের সন্নিধানে গণনা করিয়া প্রকাশ করেন যে, মহারাজ? যে বালকের জন্য ভীত হইয়া বালকদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, বিগত রজনীতে তাঁহার মাতা গর্ভধারিণী হইয়াছেন! কিন্তু কোন্ স্থানে কাহার ঔরসে গর্ভাধান হইয়াছে, তাহা গণনায় নির্ণয় করিতে অক্ষম। ঘাতকগণ রাজাজ্ঞায় প্রত্যেক সূতিকাগারে শিশুসন্তান বধ করিতে আরম্ভ করে। আদনা দেবীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, স্বামী হইতে সন্তানের প্রাণের আশঙ্কা আছে ভাবিয়া "আমার শুভ প্রসবের জন্য" তুমি দেবালয় যাইয়া প্রধানদেবমূর্ত্তির ভজনা কর, এই বলিয়া কৌশলে স্বামীকে

(৩০) কথিত আছে, নিষ্ঠুর সম্রাট নমরুদের আদেশে প্রায় লক্ষাধিক শিশুর প্রাণ বিনাশ হইয়াছিল।

স্থানান্তর করিয়া নবিমাতা বাসগৃহের অনতিদূরে নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরে শুভ মুহূর্ত্তে সন্তানরত্ন কে প্রসব করেন। মাতা সন্তানকে তথায় রাখিয়া নিজালয়ে আসিতেন এবং সুবিধা মত গোপনে যাইয়া স্তন্য পান করাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। মাতার আগমনে বিলম্ব হইলে বিশ্ব-পতির কৃপায় শিশু অঙ্গুষ্ঠ চুষনে দুগ্ধ মধুর আস্বাদ পাইতেন। (৩১) বিশ্বপতির আদেশে তাঁহার দূতগণ প্রস্তর দ্বারা গর্ত্তের মুখ আবৃত করিয়া রাখিতেন। এবং তাঁহার কৃপায় গর্ত্ত মধ্যে শিশু ইব্রাহিম নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অন্য শিশু সপ্তাহে যতদূর দেহোন্নতি লাভ করিতে পারে, তিনি একদিনেই তদ্রুপ দেহোন্নতি লাভ করতঃ শশিকলার ন্যায় দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া. দুই বৎসর বয়ঃক্রম-কালে স্তন্য ত্যাগ করিলেন। যখন তাঁহার বাক্য স্ফুট হইল, তখন হইতেই তদীয় অন্তরে স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলে, একদা জননীকে বলিলেন মাতঃ! আমার খোদা (সৃষ্টি কর্ত্তা) কে?

মাতা বলিলেন, আমি তোমার খোদা, (ঈশ্বর)।

শিশু—তবে তোমার খোদা কে?

মাতা—আমার খোদা তোমার পিতা আজর।

শিশু—পিতা আজরের খোদা কে?

মাতা—মহারাজ নমরুদ।

শিশু—রাজা নমরুদের খোদা কে?

মাতা বিস্মিত হইয়া শিশুর মুখ পানে চাহিয়া থাকিলেন, এবং উত্তর করিতে অক্ষম হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। সপ্তম বর্ষ বয়স্ক শিশু এত-দ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গর্ত্ত মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইলেন। অন্য একদিন হজরত ইব্রাহিম (আঃ) মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি অধিক সুন্দর

(৩১) প্রকাশ যে শিশুগণ তদবধি স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ চুষন করিয়া দুগ্ধ মধুর আস্বাদ পাইয়া থাকে।

না তুমি?" জননী বলিলেন "তুমিই অধিক সুন্দর"। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সৌন্দর্য্য অধিক না পিতার?" তাঁহার মাতা বলিলেন "আমার" হজরত এব্রাহিম (আঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌন্দর্য্যে রাজা নমরুদ শ্রেষ্ঠ না পিতা?" মাতা বলিলেন "তোমার পিতা রাজা অপেক্ষা অধিক সুন্দর।" তখন হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বলিলেন মাতঃ! যদি আমার পিতার সৃষ্টিকর্ত্তা (খোদা) মহারাজ নমরুদ তবে তিনি আপনাপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া পিতাকে কেন সৃষ্টি করিলেন? আজর তোমার ঈশ্বর হইলে তিনি তোমাকে আপনাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য কেন দান করিলেন! যদি তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, তবে আমাকে কেন আপনাপেক্ষা রূপবান্ করিলে? মাতা এই কথার উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীর নিকটে চলিয়া গেলেন। আজর তাঁহার বিষণ্ণ ভাব দৃষ্টে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, প্রথমতঃ তিনি অস্বীকার করিয়া, পরে আজরের বিশেষ অনুরোধে বলিলেন, যে বালক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিবে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়াছেন, সে তোমারই পুত্র! আদনাদেবী ক্রমান্বয় সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। আজর পুত্রের বিবরণ অবগত হইয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করিতে সংকল্প করিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বালককে দেখিয়াই পরম করুণাময় বিশ্বপতির কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে স্নেহর সঞ্চার হওয়াতে, আর হত্যা করিতে পারিলেন না। শিশু এব্রাহিম আজরকে দেখিয়াই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ আমার ঈশ্বর কে? আজর বলিলেন তোমার মাতা; ইব্রাহিম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন মাতার ঈশ্বর কে? আজর বলিলেন আমি; বালক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ঈশ্বর কে? "পিতা বলিলেন "নমরুদ"; "নমরুদের ঈশ্বর কে?" এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া বালককে আঘাৎ করিয়া বলিলেন "চুপ কর" তুই এই কথা শুনিবার উপযুক্ত নহিস, তুই বালক, ঈশ্বর প্রসঙ্গরূপ উচ্চ আসনে

আরোহণ করিতেছ! মূর্খ আজর বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, স্বর্গের বিদ্যালয় হইতে শিশু ইব্রাহিম (আঃ) জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াতে, ঈশ্বর প্রসঙ্গ-রূপ গূঢ় তত্ত্বের আলোক তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে। ঐশ্বরিক অভ্রান্ত জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বর প্রসঙ্গরূপ উচ্চাসনে আরোহণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

শিশু ইব্রাহিম পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রতিমূর্ত্তি সকল ভঙ্গ করিয়া সত্য ধর্ম্ম (একেশ্বর বাদ) প্রচার করিবার জন্য অন্তরে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। এবং পিতাকে একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বপতির উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধ করাতে, সে বালকের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইল।

ষোড়শ বৎসর বয়সে মহাত্মা ইব্রাহিম (আঃ)একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আমি যে স্থানে আছি, এইস্থান ভিন্ন সুবিধা জনক স্থান আর কি আছে? জননী বলিলেন "বৎস! শত্রুর ভয়ে অন্ধকার ময় এই সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত মধ্যে তোমাকে রাখিয়াছি। এই গর্ত্তের বাহিরে অতি বিস্তৃত ভূমি ও ঊর্দ্ধে উন্নত আকাশ রহিয়াছে। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ইহা শুনিয়া গর্ত্তের বাহির হইবার জন্য প্রার্থনা করাতে, মাতা, পিতা আজরের মত গ্রহণ করিয়া হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে গর্ত্তের বাহিরে লইয়া আসিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া প্রসারিত ভূমিতে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আকাশ প্রান্তে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দর্শন করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন যে, "ইহাই বুঝি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা পরে যখন নক্ষত্র অস্তমিত হইল, তখন বলিলেন, যে বস্তু চঞ্চল ও অস্তমিত হয়, তাহাকে আমি কিরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? এ আমার সৃষ্টি কর্ত্তা নয়।" অতঃপর সুবিমল জ্যোতিতে ধরাতলকে উদ্ভাসিত করিয়া গগণ প্রান্তে সুধাকর উদয় হইলে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) পুলকিত অন্তরে বলিয়া উঠিলেন, "এই বুঝি আমার খোদা।" পরে সুধাকর অস্তমিত হইলে বলিলেন "না, না এ আমার খোদা নয়। আমি অস্তগামী ও চঞ্চল বস্তুকে খোদা বলিয়া প্রেম করিব না"। পরে পূর্ব্ব-

দিকে সহস্রাধিক প্রভা বিস্তার করিয়া জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য উদিত হইলে হজরত এব্রাহিম (আঃ) মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "ইহাই বুঝি আমার খোদা"। অবশেষে সূর্য্যকে অস্তমিত হইতে দেখিয়া তাহাকেও খোদা বলিয়া অস্বীকার করিলেন। করুণাময় বিশ্বপতির কৃপায় তাঁহার দিব্য চক্ষুর উন্মিলন হওয়াতে, তিনি বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগতে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন। নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্যাদি জড় পদার্থের শিক্ষা দিয়া বিশ্বপতি তাঁহার অন্তরে দর্শন দিলেন। তখন তিনি দুর্জ্জয় বিশ্বাস ও শক্তি লাভ করিয়া অকুতো ভয়ে জলন্ত বিশ্বাসের কথা বলিয়া জড়বাদী পৌত্তলিক দিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। (৩৩) একদা পিতা ও মাতাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বপতিকে অর্চ্চনা করিতে উপদেশ দেন ও অসার প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিতে বলেন।

তৎকালে আরফা (হজের) দিবস ময়দানের প্রতিমা পূজার আনন্দ উৎসবে সকলে যোগদান করিলে হজরত ইব্রাহিম দেবালয় (ধর্ম্মশালাতে) গিয়া মূর্ত্তি সকলকে নানা বিধ প্রশ্ন করিতে থাকেন। উত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায়, কুঠারাঘাতে প্রতিমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া প্রধান মূর্ত্তির (বোতের) স্কন্ধে কুঠার স্থাপন করিয়া প্রস্থান করেন! প্রহরিগণ ধর্ম্মমন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া মূর্ত্তি সকলের দুরবস্থা দৃষ্টে রাজা নমরুদের সমীপে সকল কথা প্রকাশ করে, তিনি হজরত ইব্রাহিমকেই দোষী স্থির করিয়া তাঁহাকে কুঠার স্থাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি প্রধান মূর্ত্তি বোতকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চিমদিকে সূর্য্য উদয় করিতে বলেন। তদ্ধেতু রাজা নমরুদ অবমাননায় ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্ত চতুর্বিংশ মাইল বিস্তৃত এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া হজরত ইব্রাহিমকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দয়াময় আল্লাহতালা যাঁহাকে

(৩৩) কালক্রমে এই মহাত্মার বংশে বহুতর প্রেরিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দয়াময় আল্লাহতালা মানবের উদ্ধারার্থে তাঁহাদিগকে সহীফা ও কেতাব দিয়াছিলেন।

রক্ষা করেন, তাঁহাকে কাহার সাধ্য বিনষ্ট করিতে পারে? দয়াময়ের কৃপায় সেই বিস্তৃত অগ্নিকুণ্ড ভক্তের রক্ষার জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয় এবং দয়াময় আল্লাহতালা হজরত ইব্রাহিমকে পরীক্ষোত্তীর্ণ দেখিয়া খলিল্লোল্লা (আমার সত্য বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করেন! গগণ স্পর্শী প্রজ্বলিত বিস্তৃত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)অত্যুচ্চ সিংহাসনোরোহী রাজা ধিরাজের ন্যায়—প্রতীয়মান হন। (ক)

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) দয়াময় আল্লাহতালা কৃপায় ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইয়া চল্লিশ দিবাসান্তে শাম দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া, "হেরাণ" নামক প্রদেশে উপনীত হন; এবং তথাকার রাজকন্যা ভূবনমোহিনী রূপবতী "ছারা বিবির" সম্মুখ্যাতলে উপনীত হইলে রাজকন্যা তাঁহার ললাটে নূর মোহাম্মদী দৃষ্টে তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন।

বিবি হাজেরাকে উপহার প্রাপ্ত বিষয়।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কিয়দ্দিবাস্তে শাম দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করিলে পতিপরায়ণা ছারা বিবি (আঃ) তাঁহার সহগামিণী হন। তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মিশর দেশে উপনীত হইলে,তথাকার পশু প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত রাজা সাহুক,ছারা বিবির অতুল রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক লইয়া গিয়া রাজ প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া অসদুদ্দেশ্যে তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে। সর্ব্ব শক্তিমান্ বিধাতা যাঁহার সতীত্ব ধন রক্ষা করেন, কে তাঁহার অঙ্গ স্পর্থ ও তাঁহার সতীত্ব রত্ন নষ্ট করিতে পারে? সাহুক দুর্ব্বুদ্ধি বশত পতিব্রতা সতী ছারা বিবির পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে হস্ত প্রসারণ করা মাত্র, দুরাত্মার চক্ষু অন্ধ এবং কলেবর প্রস্তর সদৃশ অবশ ও অচল হওয়ার উপক্রম হয়। অবস্থা দৃষ্টে রাজা পতিব্রতা ছারা বিবিকে কোনও অদ্ভুত শক্তিশালিনী রমণী স্থির করত, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জড়তাবস্থা হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। এবং প্রতিপালিতা হাজেরা

(ক) এই অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টে রাজা নমরূদ ও তাহার অমাত্যবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং রাজকন্যা স্বেচ্ছায় ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কোহকাপ পর্ব্বতে উপনীত হন।

নাম্নী এক রূপবতী রমণীকে ছারা বিবির উপহার স্বরূপ প্রদান করতঃ হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৩৪)নবিবর মিশর দেশ হইতে সস্ত্রীক যাত্রা করিয়া শাম দেশের অন্তর্গত ফলস্তান (প্যালেষ্টাইন বা ফলস্তিন) নামক প্রদেশে উপনীত হন। তত্রত্য ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির আতিশয্যে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া তথায় বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। (৩৫) তৎপর পরমোৎসাহে একেশ্বরবাদ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করার নিমিত্ত খোদাতালার প্রত্যাদেশ হওয়াতে পুনর্ব্বার বাবেল প্রদেশে রাজা নমরুদের রাজধানীতে উপনীত হন। নবিবর ঈশ্বরদ্রোহী পাপাত্মা রাজা নমরুদকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রাকৃতিক বস্তুদ্বারা খোদাতালার অস্তিত্বের উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেওয়াতেও, নমরুদ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া শকুন পাখী বাহনে আকাশে উঠিয়া তীর যোগে আল্লাহতালাকে মারিতে যায় ও খোদাতালার সহিত যুদ্ধ করার জন্য অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করে। "কোথায় তোমার খোদা, ভয়ে পলাইয়াছে কেন?" ইত্যাদি নানাপ্রকার কটুক্তি বলিয়া হজরত এব্রাহিমকে বিদ্রুপ করেন। নবিবর দর্পহারী অন্তর্যামী আল্লাহতালার নিকটে প্রার্থনা করাতে অসংখ্য বন্য মশক নমরুদের সৈন্য দিগকে আক্রমণ করে; মশক দংশনে সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে ঈশ্বরদ্রোহী পাপাত্মা নমরুদের নাসিকা রন্ধ্রে একটী পক্ষভাঙ্গা মশক প্রবেশ করিয়া ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করে। নমরুদ যন্ত্রণার উপশমার্থে সকলের দ্বারা মস্তকে পাদুকাঘাত করাইতে থাকে ও তাহাতেই তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। সেই দর্পহারী বিশ্বপতি উহার দর্পচূর্ণ করিয়া দর্শিত স্বপ্ন ও জ্যোতির্ব্বিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত করেন।

---

(৩৪) বিবি হাজেরা (রাঃ)কে কেহ সাদকের দাসী, কেহ পত্নী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তিনি রাজা সাদকের পালিতা কন্যা বলিয়া প্রকাশ।

(৩৫) তিনি ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উহা এক্ষণ "বয়তল মোকদ্দেছ" বলিয়া প্রকাশ।

নমরুদ প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি হইয়া, প্রায় ১৭০০ বৎসর কাল রাজত্ব ও ঈশ্বরত্বের দাবি করিয়াছিল। পরিশেষে মহা পুরুষদের উপ- দেশবাণী অবহেলা করিয়া জাহান্নামী (নারকী) হইয়া যায়।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) অদ্বিতীয় একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রকাশ করাতে, বহুতর শিষ্য তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং কালক্রমে বিবি হাজেরার পাণি গ্রহণ করায় শুভক্ষণে হজরত ইস্‌মাইল (আঃ)এর জন্ম হয়। (৩৬) হজরত ইসমাইল (আঃ) দুইমাস বয়ক্রম কালে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বিবি ছারার অনুরোধ ও ঈশ্বরাদেশে সসন্তান বিবি হাজেরাকে মরুময় স্থানে সামান্য খাদ্য ও জল সহ নির্ব্বাসিত করেন। পাঠক, খোদাতালার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের পাত্রা পাত্রের স্থান দেখুন। পবিত্র কোর্‌আন ও হাদিস শরিফে প্রকাশ যে, প্রদত্ত ফল ও জল নিঃশেষ হইলে বিবি হাজেরা (আঃ)জলান্বেষণে বহির্গত হন, কিন্তু ভীষণ মরুপ্রান্তরে জলাভাবে ও স্তন্যদুগ্ধ শুষ্ক হওয়ায় ছাফাও মারওয়া নামক পর্ব্বতদ্বয় সন্নিধানে ধাবমান হইতে থাকেন। (৩৭) জলাভাবে দুগ্ধপোষ্য বালকের ওষ্ঠাগত প্রাণ দেখিয়া নবি-মাতা অধৈর্য্য হওয়াতে, সেই বিপদতারণ দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধুর কৃপায় সন্তানের পদাঘাতে এক প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়। জল দেখিয়া মাতা করুণাময় খোদাতালাকে ধন্যবাদ করতঃ জীবন রক্ষা করেন। ইহাই পবিত্র জম, জম কূপ নামে বিখ্যাত। (৩৮)

---

(৩৬) দয়াময় বিশ্বপতি হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হজরত ইস্‌মাইল (আঃ)কে নানারূপ যন্ত্রণা প্রদানকরতঃ, শেষে পরীক্ষোত্তীর্ণ দেখিয়া আমার "সত্যবন্ধু" (খলিলোল্লা) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে বিবি ছারাহ বন্ধ্যা ছিলেন তাহার অনুরোধ ক্রমে বিবি হাজেরার পাণিগ্রহণ করেন। ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে হজরত ইব্রাহিম হজরত ইস্‌মাইলকেও শত বৎসর বয়সে হজরত ইসহাককে প্রাপ্ত হন। হজরত ইসমাইল (আঃ) ১০ম বৎসরে খাতনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩৭) এই ধাবমান স্থানে এক্ষণে হাজিগণের নিমিত্ত ধাবিত হওয়ার বিধি আছে। নিঃসহায় অবস্থায় সেই করুণাসিন্ধুর শরণাপন্ন হওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। পর্ব্বতের যে পরিমাণ উচ্চে বিবি হাজেরা উঠিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ ঊর্দ্ধে হাজিগণ উঠিয়া থাকেন ও যতবার দৌড় দিয়াছিলেন, ততবার দৌড় দেওয়ার বিধান আছে।

(৩৮) বিবি হাজেরা জলাভাবে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রমে দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া-

কাল ক্রমে এমন দেশীয় জরহম বংশীয় বণিক দল তথায় বাস করেন। ইহারাই মক্কা শরীফের আদিম অধিবাসী বলিয়া খ্যাত। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) সময়, সময় স্নেহ পরবশে যাইয়া সন্তানের মুখ চন্দ্র দর্শন করিতেন। একদা বিবি হাজেরা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)কে ঘোটক হইতে অবতরণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) দুইখণ্ড প্রস্তরে পদ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তরে এখনও পবিত্র পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে; এক্ষণে উহা "মোকামে ইব্রাহিম" বলিয়া সম্মানিত। (৩৯)

কাল ক্রমে হজরত ইসমাইল (আঃ) নবম বর্ষে উপনীত হইলে, অন্ত-র্য্যামী প্রভুর পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। তাঁহার চক্র মানব বুদ্ধির অগোচর! তিনি কি অভিপ্রায়ে কি করেন, তাহা সহজে বুঝে কাহার সাধ্য? হজরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ক্রমে তিন দিবসে তিন-শত উষ্ট্র কোরবাণী করেন, চতুর্থ রাত্রে পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, "তোমার প্রাণাধিক বস্তুকে কোরবাণী কর!" তখন তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ইসমাইল ব্যতীত আর কেহ অধিক প্রিয় নহে। মহাপুরুষগণ পুত্র কেন নিজের প্রাণকে বিশ্ব বিভুর আদেশে বিসর্জ্জন করিতেও কখন পশ্চাৎ পদ নহে! হজরত ইব্রাহিম স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবাণী করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বিবি হাজেরার গৃহে উপনীত হন এবং পুত্র ইসমাইলকে সুসজ্জিত করতঃ কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার ভান করিয়া লইয়া যাইতে থাকেন। হজরত ইব্রাহিম

ছিলেন, শেষে যৎকালে সন্নিকটে জল দেখিতে পাইলেন ও জল বিস্তৃত হইয়া চলিয়া যাইতেছে তৎকালে স্বর্গ হস্তে পাওয়ার ন্যায় ব্যস্ত হইয়া জলের চতুর্দ্দিকে বালুকার বাঁধ দিয়া আটক করিলেন। হজরত ইব্রাহিমের অন্য স্ত্রী ছারা বিবির ইসমাইলের কনিষ্ঠ তিন পুত্র ১। ইছাহক, ২। মদিন, ৩। মদায়েন, কালক্রমে ইহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩৯) কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এই প্রস্তরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র কাবামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পুজনীয় এবং হাজিগণ চুম্বন করিয়া থাকেন।

(আঃ)কে বঞ্চনা করার জন্য দুষ্টমতি শয়তান বৃদ্ধ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ইসমাইলের মাতাকে ও তৎপর শিশু ইসমাইলকে বিমাতার বাক্যে তাঁহার পিতা কোরবাণী করিতে লইয়া যাওয়া জ্ঞাপন করে। কিন্তু ঈশ্বর ভক্ত মাতা ও সন্তান দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিশ্বপতি আল্লাহের গুণ কীর্ত্তন করিয়া শয়তানকে কয়েকবার ঢেলা নিক্ষেপ করেন। (৪০) তাহাতে ছদ্মবেশী অন্তর্হিত হয়। হজরত ইছমাইল পিতা ইব্রাহিম (আঃ)কে উক্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ইহা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তাহাতে হজরত ইসমাইল অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং মিনা নামক পর্ব্বত গহ্বরে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করতঃ অপত্য স্নেহের উদ্রেক না হয় এই জন্য পিতাকে সত্বর ঈশ্বরাদেশ প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করেন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) তদনুসারে চক্ষু বন্ধন করিয়া ইসমাইলের গলদেশে তীক্ষ্ণ ছুরীকা চালাইয়া দেন। কিন্তু ঈশ্বরাদেশে কিছুই কর্ত্তন না হওয়ায় এবং সমস্ত বলক্ষয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, খলিল্লোল্লা দুঃখিত ও চিন্তিত হন। তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা দৃষ্টে জিন্নতবাসী ও মর্ত্তের জীব জন্তু ক্রন্দন করিতে থাকে।

খলিল্লোল্লা পুনর্ব্বার হজরত ইস্‌মাইলের গলদেশে ছুরী চালাইবেন" ইত্যবসরে দয়াময়ের আদেশে হজরত জিব্রইল (আঃ) হজরত ইস্‌মাইলকে স্থানান্তর করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে দুম্বা উপস্থিত করাতে, দুম্বা কোরবাণী হইয়া যায় (ক)। চক্ষু বন্ধন উন্মোচন করতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা দৃষ্টে নবিবর আক্ষেপ করিতে থাকেন; কিন্তু আদিষ্ট হন যে "তোমার পরীক্ষা শেষ

(৪০) এই ঢেলা নিক্ষেপের অনুসরণে পবিত্র মিনার মাঠে হাজিগণকে ক্রমান্বয় অনেকবার ঢেলা মারিতে হয়, ইহা হজের অঙ্গীয় ও ছোন্নতে পরিগণিত।

(ক) আল্লাহতালা হজরত হাবিলের কোরবানী কবুল করিয়া সেই দুম্বা বহুকাল বেহেস্তে পালিয়া হজরত ইসমাইল (আঃ) এর কোরবানীর পরিবর্ত্তে দিয়াছিলেন। দুম্বা কোরবানী হইলে তাহার চর্ম্ম হজরত ইব্রাহিম লইয়া তাহার দ্বারা মেহমানের দস্তরখান ও পশম দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

হইয়াছে এবং তোমার প্রদত্ত কোর্‌বাণী প্রাপ্ত হইয়াছি, চিন্তা করিও না—ইহার সুফল তুমি ও তোমার বংশধরগণ প্রাপ্ত হইবে”। এতৎশ্রবণে নবিবর ধৈর্য্য ধারণ করেন, এই ঘটনা জেলহেজ্জ চন্দ্রমাসের ১০ই তারিখে সুসম্পন্ন হওয়ায়, ইসলাম জগতে পুণ্যদায়ক ঈদুজ্জোহা পর্ব্বের সৃষ্টি হইয়া যায়।

কাবা-মন্দির সংস্কার।

একদা জিব্রাইল (আঃ) জগৎপতির আদেশ জানাইয়া বলিলেন, হে খলিল্লোল্লা! কাবা-মন্দির প্রস্তুত করার নিমিত্ত তোমার প্রতি আদেশ হইয়াছে। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) উপদেশানুসারে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করেন। ঈশ্বরাদেশে তাঁহার মস্তোকোপরি জলধর ছায়া বিস্তার করিলে; উষ্ট্র সহ যে পরিমাণ স্থানে ছায়া বিস্তার হয়, সেই পরিমাণ স্থানে কাবামন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে, হজরত আদম (আঃ)এর সাময়ীক কাবা-মন্দিরের ভিত্ত প্রকাশ পায়। (৪১)

হাদিস-শরিফে প্রকাশ যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত জিব্রাইল (আঃ) ও হজরত ইস্‌মাইল (আঃ)এর সাহায্যে পূর্ব্ব স্থাপিত ভিত্তি-মূলে সংযোগ করিয়া, প্রস্তর এবং কাদা সংযোগে কাবামন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিয়দংশ গাঁথা হইলে মৃত্তিকা হইতে গাথুনী কর অসাধ্য হয়, তাহাতে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)এর আদেশে হজরত ইসমাইল (আঃ) প্রস্তর আনিতে যান, ও হজরত জিব্রাইলের সাহায্যে দুইখানি প্রস্তর উপস্থিত করেন। (৪২) হজরত ইব্রাহিম প্রত্যাদেশ ক্রমে

---

(৪১) প্রকাশ যে, বয়তুল মামুর যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সেই পবিত্রময় স্থানে কাবামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৪২) হাদিসশরিফে প্রকাশ যে, হজরত আদম (আঃ) সঙ্গে যে প্রস্তর আনিয়াছিলেন, তাহাই “হজরল আছওয়াদ” নামে বিখ্যাত। কেহ দুইখণ্ড প্রস্তর আনার বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। হজরত ইসমাইল হজরত জিব্রিল (আঃ) এর সাহায্যে প্রশংসিত যে দুইখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, “উহা হজরত আদম (আঃ

তাহার একখানা চুম্বনার্থে মন্দিরের কোণে স্থাপন ও অপর খানার সাহায্যে গাথুনি করিয়া, নয় গজ পরিমাণ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন এবং শিষ্যমণ্ডলী লইয়া আরাধনা করিতে থাকেন। (৪৩)

যে প্রস্তরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাই "মোকামে ইব্রাহিম" নামে প্রসিদ্ধ। প্রকাশ যে ঐ প্রস্তর আবশ্যকমত বর্দ্ধিত হইত। এই পাথরে দাঁড়াইয়া হজরত ইব্রাহিম (আঃ) হজের জন্য আজান দিয়াছিলেন।

পবিত্র কাবা-মন্দির নির্ম্মিত হইলে হজরত জিব্রাইল (আঃ) সুসংবাদ দেন যে বিশ্বপতি আল্লাহতালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনি হজের নিমিত্ত লোকদিগকে আহ্বান ও শিষ্যমণ্ডলীকে লইয়া হজব্রত পালন করুন। তিনি তদনুসারে আজান দেন ও হজব্রত পালন করেন।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পরলোক গমন।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। লীলাময় বিশ্ববিভু তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হেতু হজরত জিব্রাইল (আঃ)কে অস্থিচর্ম্ম-সার চলৎশক্তি রহিত এক অতি বৃদ্ধ অতিথি-রূপে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)এর গৃহে পাঠাইয়া দেন। অতিথি এরূপ বৃদ্ধ ছিলেন যে আহার্য্য-বস্তু চর্ব্বন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ১৩০ বৎসর হইবে। নবীবর মনে করিলেন আমার বার্দ্ধক্য কাল উপস্থিত হইলে এই দশায় পতিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। এই হেতু তিনি মৃত্যু কামনা করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে শেষ তিনটী উপদেশ প্রদান করেন। ১ম, আমি গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কখন চিন্তিত হই নাই। ২য়, অতিথি ব্যতিরেকে আহার করি নাই।

সহ ভূতলে আসিয়া ক্রমে হজরত ইদ্রিসের (আঃ) হস্তগত হয়, তিনি হজরত নূহ (আঃ) সময়ের ঝড়ের বিষয় চিন্তা করিয়া আবু কোবেছ পর্ব্বতে রাখিয়া যান ও তাহাই হজরত জিব্রাইল (আঃ) প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন।

(৪৩) হেরেমশরিফের বিস্তার ১০৬ গজ হওয়া প্রকাশ।

তর, ইহকাল ও পরকালের কার্য্য একই সময় উপস্থিত হইলে অগ্রে পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতাম। এই সমস্ত কার্য্য হইতে আমি বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। হে পুত্রগণ! তোমরাও এই নিয়ম গুলি অতি যত্নে প্রতিপালন করিবে। অতঃপর তিনি ১৩০ বৎসর বয়সে এই অস্থায়ী ধরাধাম পরিত্যাগ করেন (ইন্নালিঃ)। কেনান নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হয়। (৪৪)

হজরত লূত (আঃ)।

শ্যাম দেশের সন্নিকট ছয়টী প্রদেশ উদ্যানময় ও সৌন্দর্য্যশালী ছিল। তথাকার বাসিন্দাগণ অত্যাচারী, অবিশ্বাসী ও কুক্রিয়াশক্ত থাকায় দুষ্ট-মতি শয়তান উদ্যান পালকে সংসারের উন্নতি হওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া অস্বাভাবিক অভিগমন করার শিক্ষা দিয়া যায়। দেশময় নানারূপ পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। দয়াময় বিশ্ববিভু তাহা নিবারণ করার নিমিত্ত হজরত লূত (আঃ)কে প্রেরণ করেন। হজরত লূত (আঃ) পাপী-দের বংশীয় একদার পরিগ্রহ করিয়া সকলকে নরকের শাস্তি ও স্বর্গের সুখের বিষয় বর্ণনা করতঃ অদ্বিতীয় বিশ্ববিভূর আরাধনায় নিমগ্ন হন। পাপীগণ হজরত লূত (আঃ) এর উপদেশ অবহেলা পূর্ব্বক তাঁহাকে নানারূপ অত্যাচার করতঃ দেশত্যাগী হইতে বলে। পাপস্রোত বৃদ্ধি হইলে সর্ব্ব-শক্তিমান্ আল্লাহতায়ালা তাহা নিবারণের প্রতিকার করেন।

একদা স্বর্গীয় দূতগণ হজরত ইব্রাহিম খলিলের নিকট শুভাগমন পূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় লইয়া, ছেতান নামক সহরে হজরত লূত (আঃ)এর নিকট গমন করার অভিমত জ্ঞাপন করেন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁহাদের সঙ্গে গমনেচ্ছুক হইলে দূতগণ ঐ দেশবাসী পাপিগণের পাপের

---

(৪৪) প্রকাশ যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) হজরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের ১৯৯৬ বৎসর পুর্ব্বে জন্মগ্রহণ করতঃ ১৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া খৃষ্টজন্মের ১৮২০ বৎসর পুর্ব্বে লোকান্তরিত হন। কিন্ত ইস্‌লাম ইতিবেত্তাগণের মতে ১২৩।১২৫ বৎসর এবং অপর সিদ্ধান্তে ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

প্রতিফল প্রদানের জন্য যাইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইতে অস্বীকৃত হন। হজরত খলিল্লোল্লা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করায়, অগত্যা দূতগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ছেতান দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। নির্দ্দিষ্ট স্থান তিন মাইল দূরবর্ত্তী থাকিতে ফেরেশ্‌তাগণের অনুরোধে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া আরাধনায় নিমগ্ন হন। দূতগণ তথা হইতে যাত্রা করিয়া হজরত লুতের গৃহে আতিথ্যের প্রার্থনা করেন। হজরত লুত (আঃ) তৎকালে ভজনালয়ে এবাদতে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার কন্যাগণ সাদর সম্ভাষণে অতিথিগণকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। হজরত লুত (আঃ) তাঁহাদিগকে সুঠাম ও সুশ্রী যুবক দেখিয়া প্রতিবাসী পাপীদের নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া যান। হজরত লুত (আঃ)এর এক দুষ্টমতি স্ত্রী ছিল, সে নগর বাসিদিগের নিকট আগন্তুক রূপবান অতিথিগণের বিষয় প্রকাশ করে। নগরবাসী দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠগণ সংবাদ পাইয়া দলে দলে হজরতের গৃহে উপস্থিত হইয়া অতিথিদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ জন্য অনুরোধ করিতে থাকে। মহাত্মা লুত (আঃ) অতিথির পরিবর্ত্তে স্বীয় বিদুষী কন্যাগণকে বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়া অতিথিগণকে রক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। পাপীগণ তাঁহার কথায় কর্ণ-পাত না করিয়া হজরত প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; এই অবস্থা দৃষ্টে দূত শ্রেষ্ঠ হজরত জিব্রাইল (আঃ) স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বপরিবারে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর নিকট যাইতে উপদেশ করেন। অনন্তর মহাত্মা লুত (আঃ) স্বপরিবারে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর নিকট গমন করাতে, পাপিষ্ঠ নাগরিকগণ পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইলে, হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর অভিসম্পাতে তাহাদের শরীর প্রস্তরবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ মুক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার পাপাচরণে উদ্যত হয়। পাপীগণ এবম্ প্রকারে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যায়। অতঃপর পাষণ্ডেরা ক্রোধান্ধ হইয়া নগরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করতঃ পর দিবস তাহা-

দের পাষব বৃত্তি চারিতার্থ করিবে বলিয়া স্ব, স্ব গৃহে চলিয়া যায়। স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তাগণ সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার নির্দ্দেশ ক্রমে ছয়টী দেশকে নিমগ্ন করিয়া তদুপরি পর্ব্বত স্থাপন করতঃ প্রস্থান করেন।

সৃষ্টি কর্ত্তা মহাপ্রভু এই প্রকারে সৃষ্টি ও পালন ও পাপীষ্ঠের দমন করিয়া তাঁহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

(তৃতীয় উদ্ধার যুগ)

হজরত ইসমাইল (আঃ)।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ)এর লোকান্তর গমনের পর হজরত ইস্‌মাইল (আঃ) পবিত্র মক্কা নগরীতে বাস করিতে থাকেন এবং মক্কা শরিফের এক উচ্চ বংশীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ পুত্র ও নছিমন নামক এক বিদুষী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সভ্য আরবগণ ও হেজাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার বংশধর। তিনি প্রতিবৎসর তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দির জেয়ারত জন্য শ্যাম দেশে যাইতেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইসহাকের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ মক্কা শরিফে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। অবশেষে কিয়দ্দিবস ভ্রাতা ইসাহাকের নিকট অবস্থান করণান্তর মক্কা শরিফে প্রত্যাগমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি স্বীয় তনয়া নছিমন বিবিকে, ভ্রাতা ইসহাকের পুত্র ঈশের সহিত পরিণয়াবদ্ধ করিয়া এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সে অনন্ত শান্তি নিকেতনে গমন করেন। পবিত্র মক্কাধামে বিবি হাজেরার (আঃ) সমাধির সন্নিকট তাঁহার সমাধি হয়।

হজরত ইসহাক (আঃ)।

হজরত ইসহাক (আঃ) হজরত লূত (আঃ) এর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ঈশ ও ইয়াকুব নামক যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

একদা পুণ্যাত্মা ইসহাক (আঃ) ঈশকে বলিলেন "বৎস ঈশ! যদি তুমি আমাকে মৃগ বা ছাগ মাংসের কাবাব ভক্ষণ করাইতে পার তাহা হইলে তোমাকে ও তোমার বংশধরগণকে প্রেরিতপুরুষ হওয়ার জন্য সর্ব্ব-

শক্তিমান বিশ্বপতি করুণা সিন্ধুর নিকট প্রার্থনা করিব। ইহা শুনিয়া ঈশ মৃগ শিকারে বহির্গত হইলেন। লীলাময়ের লীলা কে বুঝিতে পারে! এদিকে তাঁহার মাতা প্রিয়পুত্র ইয়াকুব কর্ত্তৃক সত্বর ছাগ মাংসের কাবাব প্রস্তুত করাইয়া হজরত ইসহাক সমীপে উপস্থিত করাইলেন। হজরত ইসহাক বার্দ্ধক্যে অভিলষিত মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া, দয়াময় সমীপে মাংস প্রদান কারীকে ও তাঁহার বংশধরগণকে প্রেরিত পুরুষ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা দয়াময় আল্লাহতালা সমীপে মঞ্জুর হইল। তৎপর হজরত ঈশ মৃগ কাবাব লইয়া পিতৃ-সমীপে উপনীত হইলেন। হজরত ইসহাক (আঃ) বার্দ্ধক্য বশতঃ চক্ষুর্জ্যোতিঃহীণ হওয়ায় প্রথমতঃ হজরত ইয়াকুবকে চিনিতে না পারিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঈশের আগমনে পূর্ব্ব ধারণা তিরোহিত হইয়া সমস্ত ঘটনা পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন। ঈশ ইয়াকুবের প্রতি রাগান্বিত হওয়ায় হজরত ইসহাক তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বহু বংশাবলী হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ইঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক সমগ্র আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ সমূহ পরিপূরিত হয়। তাঁহার পুত্রের নামানুসারে রোম রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। হজরত ইসহাক (আঃ) বহুলোককে ইসলামের শান্তিময় পূত সলিল পান করাইয়া ১৬০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন। শ্যাম-দেশে ছারা বিবির কবরের নিকট তাঁহার মাজার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

হজরত ইসাহক (আঃ) এর মৃত্যুর পর ঈশ (আঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াকুব (আঃ)কে পূর্ব্ব প্রতারণার নিমিত্ত শাস্তি দিতে কৃত সংকল্প করিলেন। তখন ইয়াকুব (আঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশের শত্রুতায় ভীত হইয়া মাতৃ আদেশানুযায়ী শ্যাম দেশে মাতুলালয়ে গিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার নাম এস্রাইল বলিয়া প্রকাশ হয়। এই মহাত্মার নামানুসারে তাহার বংশধরগণ বণি ইস্রাইল নামে খ্যাত। তিনি মাতুলের স্নেহে তাহার কন্যা বিবি লিয়া ও তদাভাবে বিবি রাহিলার পাণি গ্রহণ করেন।

তথায় বিবি লিয়ার গর্ভে ছয় পুত্র ও দুই দাসীর গর্ভে চারি পুত্র এবং বিবি রাহিলার গর্ভে ইউসুফ নামক পূর্ণ শশধর তুল্য সুঠাম কান্তি বিশিষ্ট এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। হজরত ইয়াকুব (আঃ) একাদশ পুত্র সমভিব্যহারে পুনর্ব্বার কেনানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। মহাত্মা ঈশ তাঁহাকে কেনান রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক, তুরস্ক দেশে প্রস্থান করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। বর্ত্তমান তুরস্ক দেশ ঈশ পুত্রের নামানুযায়ী স্থাপিত হয়। ঈশের বংশধরগণ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া যায়। তৎপর কিয়দ্দিবস সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া হজরত ঈশ (আঃ) অনিত্য জগৎ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য জগতে শান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন। তিনি মৃত্যু হইলে রোম সহরে তাঁহার সমাধি হয়।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) কেনান নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, হজরত ইউসুফ জননী বিবি রাহিলা ইয়ামিন নামক সন্তান প্রসব করিয়া কিয়দ্দিবসান্তে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার অভাবে হজরত ইয়াকুব (আঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইউসুফকেও শিশু ইয়ামিনকে স্তন্য পানের জন্য একধাত্রী নিযুক্ত করিয়া অতিযত্নে প্রতিপালন করিতে থাকেন। অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা তিনি ইউসুফ ও ইয়ামিনকে অধিক ভাল বাসিতেন। দাসী পুত্র বসির দুগ্ধ-পান করেন বলিয়া দাসীর অসম্মতি ক্রমে হজরত ইয়াকুব (আঃ) বসিরকে বিক্রয় করেন। দাসী মন কষ্টে অধীর হইয়া বিশ্ববিভু সমীপে প্রার্থনা করাতে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর প্রাণাধিক পুত্র হজরত ইউসুফ (আঃ)কে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার প্রতিশোধ প্রদান করেন।

হজরত ইউসুফ (আঃ) শশীকলার ন্যায় দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসামান্য রূপরাশী চন্দ্র প্রভাবৎ উজ্জলতর হইয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি একদা পিতৃসন্নিধানে নিবেদন করিলেন; পিতঃ অদ্য রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম

যে, চন্দ্র, সূর্য্য ও একাদশটী নক্ষত্র আমাকে প্রণাম করিল। মহাত্মা ইয়াকুব (আঃ) স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে সম্রাট হওয়ার লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া অন্য কাহার নিকট উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সরলমতি বালক বাল সুলভ চপলতা বশতঃ স্বপ্ন কাহিনী ভ্রাতৃগণ সমীপে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দুরন্ত ভ্রাতৃগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া হজরতের প্রাণ বিনা-শের চেষ্টা করিতে তৎপর হন।(৫৪) একদা তাহার ভ্রাতৃগণ কৌতুক দেখানের ভান করিয়া পিতার নিকট হইতে হজরত ইউসুফ (আঃ)কে মাঠে লইয়া যান। তথায় এক নির্জ্জন অন্ধকার ইন্দারা মধ্যে নিক্ষেপ করে। কিন্তু দয়াময় আল্লাহতালার কৃপায় তিনি ইন্দারা নিম্নে স্বর্ণাসন প্রাপ্ত হন। দুষ্টমতি ভ্রাতৃগণ তাহার পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতিছাগ রক্তে রঞ্জিত করিয়া মায়া ক্রন্দন করতঃ ইউসুফ (আঃ)কে ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। বৃদ্ধ ইয়াকুব (আঃ) এই দারুণ শোকে অধীর হইয়া যান। অনন্তর ছয় দিবস অতি বাহিত হইয়া গেলে সপ্তম দিবসে মিশর যাত্রী বণিক মালেক পথ বিভ্রমে সেইস্থানে উপস্থিত হন। জলান্বেষণার্থে কূপ সন্নিকটে গিয়া জলোত্তলোন কালীন হজরত ইউসুফ (আঃ) জলপাত্রে আরূঢ় হন। মালেকের ক্রীতদাস বসির নামক সেই ধাত্রী পুত্র জলপাত্র উত্তোলন পূর্ব্বক এক পরম সুন্দর বালক দর্শনে পরিচিত করিতে না পারিয়া বিস্ময়াভিভূত হয়। ইউসুফ (আঃ) এর নৃশংস ভ্রাতৃগণ নিকটে মেষ চরাইতেছিল। ইউসুফকে উদ্ধার হইতে দেখিয়া তাহারা সেই বণিকের নিকট দাস বলিয়া দাবী করতঃ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে।

বণিক মালেক হজরত ইউসুফকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হন। ইউসুফের পূর্ণেন্দু বিনিন্দিত নয়নাভিরাম ও সুঠাম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া অতি যত্নে স্নান ভোজন করাইয়া সমাদরে

---

(৫৪) হজরত ইউসুফ (আঃ) এর ভ্রাতৃগণের নাম যথা—অলাবি, রুবিল অবুন, শামাউন, এহদা, জবলুন, নকৃতা, দান, সাদ, আছির ও ইয়াবিন।

তাঁহাকে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সমৃদ্ধশালী নগর মিশরাভিমুখে যাত্রা করেন।

এদিকে হজরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রশোকে অধীর হওয়ায় কুলাঙ্গার পুত্রগণ একটী শার্দ্দুলের মুখে ছাগ রক্তে রঞ্জিত করিয়া পিতৃসমীপে উপস্থিত পূর্ব্বক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হজরত ইউসুফের নিধন বার্ত্তা প্রমাণ করিয়া পিতাকে প্রবোধ দানে নিজেদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের চেষ্টা করে। হজরত ইয়াকুব (আঃ) কৃতঘ্ন পুত্রগণের প্রবঞ্চনায় ব্যথিত ও শোক শেলে বিদ্ধ হইয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহার মর্ম্ম বিদারক শোকোচ্ছ্বাসে বন্য শ্বাপদগণও ব্যথিত হয় এবং মহিমাময়ের মহিমাক্রমে বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া নরপিশাচ গণের কুক্রিয়া সকল ব্যক্ত করিয়া দেয়। হজরত ক্রমান্বয় পুত্রগণের অমানুষিক দুরভিসান্ধর বিষয় অবগত হইলে, তাঁহার হৃদয় পারাবারে শোকের প্রচণ্ড তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যায়। অনন্তর হজরত জিব্রাইল (আঃ) হজরত ইউসুফ (আঃ) এর নিরাপদে জীবিত থাকার সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। তৈমুছ বাদশাহের অপরূপ রূপলাবণ্যবতী জোলেখা নাম্নী এক বিদুষী যুবতী দুহিতা ছিলেন। জোলেখার কমনীয় দেহশশী যখন পরিবর্দ্ধিত হইয়া চতুর্দ্দশীর তপ্তকাঞ্চন প্রতিমা পূর্ণ সুধাংশু সদৃশ বিমল লাবণ্য কৌমুদী প্রভায় আলোকিত, কুসুম-রাজি সুষুমায় ঢল, ঢল হইয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কোকিল কাকলীবৎ সুমধুর আবেগময়ী সঙ্গীত ঝঙ্কারে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি বাজিতেছিল, তৎকালে নানা দেশ দেশান্তর হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজকুমারগণ তাঁহার রূপসুধা পানে অধীর হইয়া, যৌবন জোয়ারে সন্তরণ করনোদ্দেশ্যে ও তাঁহার হৃদয় কানন জাত প্রণয় কুসুমের পরিমল লোভে মধু মত্ত মধুপের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ছুটীয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু জোলেখার অনুগ্রহ বারি লাভে কেহই সমর্থ ও কৃতার্থ হইতে পারিল না। জোলেখা অনুদিন অভিলষিত মনোমত ভ্রমরের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। একদা সে রজনীযোগে স্বপ্নে স্বর্গীয়

জ্যোতিঃপুঞ্জে প্রতিভাত উজ্জ্বল সৌম্য, সুঠাম কমনীয় দিব্য কনক কান্তি বিশিষ্ট এক সুপুরুষকে প্রেমাবেশে দর্শন করিয়া স্বীয় যৌবন প্রাণ তাহার ফুল্লপদারবিন্দে উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার হৃদয় রাজ্যের মানস সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তাঁহার সেই মানস প্রতিমা মিশর রাজ মন্ত্রি আজিজ নামে পরিচয় প্রদানান্তর অন্তর্হিত হইয়া যান। নিদ্রাদেবীও তাঁহার পশ্চাৎ গামিনী হইয়া হঠাৎ পলায়ন করে।

নিদ্রাভঙ্গে জোলেখা অধীরা হইয়া মিশর রাজ মন্ত্রি আজিজের সমীপে লিখন পাঠাইয়া দেন। মন্ত্রী লিপি প্রাপ্তে নিজেকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিয়া প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। শুভদিনে ও শুভক্ষণে তাঁহাদের পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহান্তে জোলেখা স্বামী মন্ত্রি প্রবরকে স্বপ্নাদিষ্ট হৃদয়েশ্বরের প্রতিরূপ দৃষ্টি না করায় তাঁহার মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া যায়। তিনি অহোরাত্র স্বপ্ন দৃষ্ট স্বর্গীয় জ্যোতিঃপুঞ্জে বিমণ্ডিত কল্পিত প্রাণকান্তের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া একান্তমনে তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন।

কিয়দ্দিবসান্তে সেই মালেক নামক বণিক হজরত ইউসুফ (আঃ)কে লইয়া মিশরে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন। হজরত ইউসুফ (আঃ)এর অসামান্য সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া যায়। রাজ্যের ধনাঢ্য বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রয় করিয়া নিজকে কৃতার্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবি জোলেখা চির আকাঙ্ক্ষিত প্রণয় পুষ্পদলে পুজিত হৃদয় বল্লভকে দীর্ঘকালান্তে দর্শন করায় মৃত দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়া যায়। তিনি মন্ত্রী প্রবরকে মহাত্মা ইউসুফ (আঃ)এর কথা বলিয়া ক্রয় করিতে দৃঢ় অনুরোধ করেন। বহু ক্রেতার উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবার প্রস্তাব থাকা সত্বেও মন্ত্রী আজিজ স্বল্প মুদ্রা বিনিময়ে হজরত ইউসুফ (আঃ)কে গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রাণেশ্বরীর চিত্তবিনোদনার্থে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। চাতকিনী ঘন দর্শনে

যেমতি আমোদিতা হয়, বিবি জোলেখাও স্বপ্নদৃষ্ট অভিলষিত হৃদয়রত্নকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ সন্তোষ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

তদনন্তর তিনি হৃদয় রত্নকে নানা প্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে অক্ষম হইলে স্বামী মন্ত্রী আজিজকে অনুরোধ করিয়া সপ্ততল বিশিষ্ট মণিমুক্তা খচিত, রিপুজাগ্রতক মনোমুগ্ধকর সুশোভন চিত্র-বিচিত্র সুরম্য হর্ম্ম্য মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং তথায় হৃদয়বল্লভ সহ আমোদ প্রমোদের চেষ্টা করেন কিন্তু বিশ্ব-বিভুর কৃপায় ধর্ম্ম বর্ম্মাচ্ছাদিত মহাত্মা ইউসুফ (আঃ) তাঁহার সমুদয় কৌশল জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল পথের অনুগামী হন। (৪৫) পরিশেষে বিবি জোলেখা একান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া অপবাদ গ্রস্ত হয়েন। মন্ত্রী আজিজ নিতান্ত দুঃখিত, লজ্জিত ও কুপিত হইয়া নিরপরাধ সরল চিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ হজরত ইউসুফ (আঃ)কে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। তথায় তিনি সপ্ত বৎসর কাল অতিবাহিত করিলে দুইজন বন্দীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্যরূপে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। (ক)

(৪৫) প্রকাশ যে, বিবি জোলেখা হজরত ইউসুফের রূপে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তার করেন, দয়াময় বিশ্ববিভুর কৃপায় হজরত ইউসফ (আঃ) কুহকিনীর কুহকজাল ছিন্ন করিয়া দেন। পরিশেষে কুহকিনী বিবি জোলেখা এক বিচিত্র হর্ম্ম্য-মন্দির (সপ্ততালাবিশিষ্ট) নির্ম্মাণ করিয়া লন এবং হজরত ইউসুফকে সেই বিচিত্র মন্দিরে আবদ্ধপূর্ব্বক দীর্ঘকালের মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মভীরু হজরত ইউসুফ (আঃ) সর্ব্বত্র সকল সময় বিশ্ববিভু দেদীপ্যমান আছেন বলিয়া পাপকার্য্য করিতে অক্ষমতা জানাইয়া প্রস্থান করেন। অধীরা বিবি জোলেখা তাহাকে ধৃত করিবার জন্য দ্রুতপদে পশ্চাতে ধাবিত হন। কিন্তু করুণাসিন্ধু বিশ্বপতির কৃপায় কুঞ্জী আবদ্ধীয় দ্বার উদ্‌ঘাটন হইয়া যাওয়ায় বিবি পলায়িত হজরত ইউসুফকে ধৃত করিতে অক্ষম হইয়া তাহার পশ্চাৎ ভাগের বস্ত্র ছিন্ন করিয়াদেন। দীর্ঘকালের মানসাগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া কৃতাহুতি হওয়াতে বিবি জোলেখা নির্দ্দোষী হজরত ইউসুফের নানারূপ দুর্ণাম রাষ্ট্র করিয়াদেন। মন্ত্রী আজিজমেছের অভিযোগের বিচার করিতে গিয়া হজরত ইউ-সুফের প্রার্থনা ক্রমে একটী ছয়মাস বয়স্ক বালকের দ্বারা বিচার হওয়াতে পশ্চাদ্ভাগের বস্ত্র ছিন্ন বলিয়া বিবি জোলেখা দোষী সাবস্ত হন। যিনি ঐশিক প্রেমে মত্ত কে তাহাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত ও দোষী করিতে পারে?

(ক) প্রথম কয়েদী স্বপ্নে দেখিল যে, সে আঙ্গুর চট্‌কাইয়া রস খাইতেছে। ২য়

একদা মিশর সম্রাট রায়হান শাহ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনে চিন্তিত হইয়া উহার মর্ম্ম ও ফলাফল অবধারণের জন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি আদেশ করেন। কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটনে সমর্থ না হইয়া কুণ্ঠিত হয়েন। অবশেষে মহামতি হজরত ইউসুফ (আঃ) সাকীর প্রার্থনায় আহুত হইয়া স্বপ্ন মর্ম্ম বিশদরূপে বিবৃত করায়, তৎপ্রতি সম্রাট পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সম্রাট রায়হান হজরত ইউসুফ (আঃ) এর সহিত বাক্যালাপ কালীন চল্লিশ প্রকার ভাষায় কথোপকথন করিয়া ছিলেন। হজরত সমস্ত ভাষাই সম্রাটের সহিত যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হন। সম্রাট তাঁহাকে উপযুক্ত দৃষ্টে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। হজরত মন্ত্রণা কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করতঃ রাজ্যের শস্য সংগ্রহ ভার গ্রহণ করেন।

তাঁহার সাধুময় কার্য্য কুশলতা, অসামান্য বুদ্ধি চাতুর্য্য, প্রতিভা, সৌজন্য, সুবিমল সচ্চরিত্রতা সন্দর্শনে সম্রাট একান্তই মুগ্ধ হইয়া স্বীয় বার্দ্ধক্য নিবন্ধন রাজ কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইয়া হজরত ইউসুফকে (আঃ) সিংহাসনে উপবিষ্ট ও স্বহস্তে তাঁহার কটীদেশে তরবারী বন্ধন করিয়া রাজ্যের সমস্ত বিষয়ই তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন।

স্বপ্নের মর্ম্মানুযায়ী সাত বৎসর কাল দেশে আশাতিরিক্ত, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইলে ক্রয় করিয়া মজুদ করেন। পরবর্ত্তী সাত বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য অজন্মা হইয়া ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। খাদ্যাভাবে দেশে দারুণ হাহাকার উপস্থিত হইলে হজরত ইউসুফ (আঃ) পূর্ব্ব সঞ্চিত শস্যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজা পুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে মন্ত্রী আজিজ পরলোক গমন করেন। বিবি জোলেখা তাঁহার

কয়েদী দেখিয়াছিল যে, সে মাথায় করিয়া রুটী বহিতেছে এবং একদল পাখী তাহা ঠোকরাইয়া খাইতেছে। কয়েদীদ্বয়ের স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে হজরত ইউসুফ (আঃ) প্রথম জনের খালাস ও বাদসাহের সাকী (মন্ত্রী) হইবে। ২য় জনের প্রাণনাশের ফলাফল অবগত করান। ঘটনাক্রমে তাহাই হইলে কয়েদীগণ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করেন।

সমুদায় ধনরত্ন দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ক্ষুধাতুরগণকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়া দেন। তিনি ধন, রত্ন, বিষয়, সম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল হজরত ইউসুফের (আ:) মোহন মূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে স্থাপন পূর্ব্বক অশ্রু-নীরে তাঁহার অর্চ্চনায় নিরত হন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া, অশন, বসন, সুখ, সম্ভোগ পরিত্যাগ করতঃ একান্ত মনে প্রেমযজ্ঞের আহুতি প্রদান করিতে থাকেন। আহার, নিদ্রা সমস্ত ভুলিলেন, সংসারের মায়া মমতায় জলাঞ্জলী দিলেন, ভুলিলেন না কেবল ইউসুফ (আ:)এর সম্মোহন মূর্ত্তিখানি। ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া, পূর্ণ যৌবন কুসুম শুষ্ক হইল, সৌন্দর্য্য প্রভা রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় কালিমা জালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দেহ চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িল, থাকিল কেবল পদ্ম পলাশ আয়ত লোচন যুগলের তপ্ত অশ্রু রাশি। অবশেষে অবিরল নয়ন বারি বর্ষণে চক্ষুদীপ্তি হ্রাস হইয়া অন্ধত্বে পরিণত হইল। বিবি জোলেখা ইউসুফ (আ:) নামের মদিরা পানে প্রমত্ত হইয়া, তাঁহার পুণ্যময় নাম জপ করিয়া চত্বারিংশৎ বৎসর অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সত্য প্রণয়ের গুণ অপচয় হইবার নহে। একদা হজরত ইউসুফ (আ:) অমাত্য ও সৈন্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে মৃগয়া যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিচ্ছেদ প্রধূমিত অনল শিখায় দগ্ধীভূতা হইয়া এক উন্মাদিনী কাঙ্গালিনী ধূলি ধূসরিত দেহে হা ইউসুফ! হা ইউসুফ! বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। হজরত ইউসুফ (আ:) দেখিলেন এবং বিলাপোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া অশ্ববল্গা আকর্ষণ করতঃ তন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। অবস্থা জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রভুপত্নী, তাঁহার নিমিত্তই ধন সম্পত্তি, বিসর্জ্জন দিয়া, সুখভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ তাঁহারই নামের জপমালা সার করিয়াছেন! সুদীর্ঘ কাল কেবল তাঁহারই সম্মোহন মূর্ত্তির অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিয়া সহায় সম্পদ, সমস্ত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া কাঙ্গালিনী ও রূপ, লাবণ্য, যৌবন, সৌন্দর্য্য তাঁহারই নামের কঠোর সাধনায় উৎসর্গ করিয়া চক্ষুহীনা ও

হতশ্রী হইয়াছেন। অতঃপর হজরত তাঁহাকে সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করেন। (ক) বিবি জোলেখা তাঁহার হতসৌন্দর্য্য, বিগত যৌবন, দীপ্তিহীন নয়ন পুনঃ প্রাপ্তির জন্য হজরত সমীপে আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হন। হজরত ইউসুফ (আঃ) সর্ব্বশক্তিমান্ করুণা নিদান প্রভু সমীপে প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ বিবি জোলেখার কোটরগত প্রভাহীন নীলেন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল জীর্ণ দেহলতা খানি, বসন্তের নব পল্লবিত ফুল্ল-কুসুমদাম শোভিত, মাধুরি বল্লরী সদৃশ বিশুষ্ক শীর্ণ বদন মণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, দেহ কান্তি তপ্তকাঞ্চনবৎ পূর্ব্বের ন্যায় সুশোভিত হইল। মলয় মারুত সংস্পর্শে কুসুম কলিকার প্রস্ফুটনের ন্যায়, (বিদ্যুৎলতার) মোহিনী হাসিমাখা সুষমা ঢল ঢল মুখখানি ফুটিয়া উঠিল। মরা গাঙ্গে জোয়ার ছুটীল, শুষ্ক স্খলিত দেহে যৌবন জোয়ার বহিল। বিবি জোলেখা তাঁহার বিনষ্ট সৌন্দর্য্য, বিলুপ্ত যৌবন প্রাপ্ত হইয়া করুণা ময়ের করুণা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

হজরত ইউসুফ (আঃ)এর হৃদয় প্রসূনে যেন বসন্তের সুশীতল বায়ু সহসা সঞ্চারিত হইয়া প্রেম সম্মিলনের কুসুম কলিকা ফুটাইয়া দিল, বিধাতার বিধান চক্রের এক আবর্ত্তন ঘটিল! যে মহাপ্রাণ হজরত ইউ-সুফ (আঃ) শত প্রলোভনে লুব্ধ, ও নানা সুখ সম্ভোগে মোহিত হইয়া বিশ্ব-বিভুকে বিস্মৃত হন নাই, সহসা আজ লীলাময়ের লীলায় জোলেখার কঠোর প্রতিজ্ঞা ঘৃণার নিদর্শন সন্দর্শনেও, ঈশদত্ত সম্মোহিনী সৌন্দর্য্য সুষমায় মুগ্ধ ও প্রেম পাশে বন্দীভূত হইলেন। কিন্তু বিবি জোলেখা এখন ঐহিক প্রেমের আকাঙ্খিণী ও পার্থিব সুখের প্রত্যাশিনী, কিংবা নশ্বর সৌন্দর্য্যের উপাসিকা নহেন। হজরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার প্রেমাকাঙ্খা করায়, বিবি তাঁহার উত্তরে বলিলেন, যাঁহার করুণা কণা সম্পাতে আমি মনুষ্যরূপে সংসারে আসিয়াছি, ধন সম্পদ বিষয় বিভব লাভ করিয়াছি; পিতা, মাতা স্বামী ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; প্রীতি, প্রেম স্নেহ, মমতা, আদর

(ক) বিবি জোলেখা হা শব্দে নিশ্বাস পতন করায় বসুধা পুড়িয়া যায়।

সোহাগ যাহা হৃদয় কাননে স্তরে, স্তরে প্রমোদিত করিত; আমি সেই করুণাময়ের করুণার প্রত্যাশিনী! সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেম বিন্দুর আকাঙ্খীনী, সেই পরাৎপর,সৌন্দর্য্যময়ের সৌন্দর্য্য দর্শনেই এ তুচ্ছ প্রাণের একমাত্র আকাঙ্খা, ও প্রধানতম উদ্দেশ্য! যাঁহার পবিত্র নামে অনন্ত আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পরিভ্রমণ করে, প্রাণীর প্রাণ শীতল, সমীরণ স্বন্, স্বন্ শব্দে যাঁহার গুণ দিগ্ দিগন্তরে প্রচার করে, যাঁর মহিমা গীতিতে প্রমত্ত হইয়া তরঙ্গিণী কুল উত্তাল তরঙ্গ বাহু তুলিয়া কল্, কল্ নিনাদে অসীম পারাবারা ভিমুখে ছুটে, যাঁর মহিমায় ফুল ফুটে, তারা হাসে, চন্দ্র সূর্য্য সুধামাখা কিরণ দেয়, পাখীদল শাখী শাখে যাঁর বিমল মধুর করুণা তানে বিভোর, তাঁর মধুময় পবিত্র নামের সন্নিকট এ অস্থায়ী সংসারের সুখ শান্তি বহুদূরে ভাসিয়া যায়। তাঁহার প্রেম করুণার নিকট পার্থিব ভাল বাসা, স্নেহ, মমতা পূতিগন্ধময় অনল সন্নিধ দগ্ধকারী। ছি, ছি, আমি তোমার ভালবাসা প্রেম ও ধন সম্পদের প্রত্যাশী নাই!

হজরত ইউসুফ (আঃ) বিবি জোলেখার কঠোর বাক্য শ্রবণে বিচ্ছেদে সাতিশয় অধীর হইলেন। বিবি জোলেখা চত্বারিংশৎ (৪০) বৎসর কাল বিরহানলে যতদূর দগ্ধ হন নাই, হজরত ইউসুফ (আঃ) চত্বারিংশৎ দিবস তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় পীড়িত, মর্ম্ম জ্বালায় জর্জ্জরীত হইয়া গেলেন। অতঃপর বৃদ্ধ সম্রাটের নানা প্রকার চেষ্টায়, অশেষ বিধ সান্ত্বনায়, বহু অনুরোধে বিবি জোলেখা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শুভক্ষণে উভয়ে পবিত্র পরিণয়ে আবদ্ধ হইলে শুভ সম্মিলনের ফল স্বরূপ বিবি জোলেখার গর্ভে ক্রমান্বয়ে পুত্র-কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ সময় মিশর ও অন্যান্য দেশে এরূপ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে লোকে ধন সম্পত্তি দাস, দাসী, পুত্র পরিবার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া অবশেষে খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম হইয়া অনাহারেও অর্দ্ধাহারে জীবন ত্যাগ করিতে লাগিল। (৪৬)

(৪৬) দেশের সমস্ত খাদ্য নিঃশেষিত হইলে খাদ্যাভাবে দারুণ হাহাকার উপস্থিত

করাল বদনা দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী লোল জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক সমগ্র ধরণী গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে কেনান দেশ হইতে হজরত ইউসুফ (আঃ) এর পাষণ্ড ভ্রাতৃগণ খাদ্য বস্তু ক্রয় করার ইচ্ছায় মিশর রাজধানীতে আগমন করিল। হজরত তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া প্রতি হিংসা সাধনের মনস্থ করিলে অন্তর্য্যামী আল্লাহতালা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করায় তিনি উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণের আহারাদি সযত্নে সম্পাদন করাইয়া, প্রদত্ত শস্য মূল্য কৌশল ক্রমে গোপনে তাহাদেরই শস্যাধারে রাখিয়া দেন। তাহারা শস্য লইয়া কিয়দ্দুর গমন করিলে, তাহাদিগকে অপহরণ কারী বলিয়া ধৃত করেন। তাহারা নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করায় অবশেষে তাহাদের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠভ্রাতা "ইয়ামিনকে আনয়ন করার নিমিত্ত" অন্যতম ভ্রাতা শামাউনকে তাহার প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া দেন ও অপর ভ্রাতৃগণকে মুক্তিপ্রদান করেন।

হজরত ইউসুফের ভ্রাতৃগণ কেনানে উপনীত হইয়া পিতৃসন্নিধানে আমূল বৃত্তান্ত ও শামাউন বন্দী হইবার কারণ বর্ণনা করেন। অতঃপর এহুদার শস্যাধারে প্রদত্ত মুদ্রা দর্শনে সকলে বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েন। হজরতএয়াকুব (আঃ) পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের সততা পরীক্ষার জন্য মিশর সম্রাট মূল্য শস্যাধারে রাখিয়া কৌশল করিয়াছেন, উহা তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলে তোমাদের যথেষ্ট সম্মান বৃদ্ধি হইবে।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) প্রিয়পুত্র ইয়ামিনকে মিশর দেশে প্রেরণ বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। শামাউনের মুক্তির উপায়ন্তর না দেখিয়া সর্ব্ব মঙ্গলময় করুণা সিন্ধু-দীন বন্ধুর পবিত্র নামের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা ইয়ামিনকে অপর ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে মিশরে প্রেরণ

হয়। হজরত ইউসুফ (আঃ) দয়াময় বিশ্ববিভুর নিকট প্রার্থনা করায় আদেশ হয় যে "হে ইউসুফ! দুর্ভিক্ষের শেষ ৪০ দিবস লোকে অনশনে থাকিবে। তোমার দেব-দুর্লভ কমনীয় মনোহর মূর্ত্তি দৃষ্টি করিলে লোকে ক্ষুধা; তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইবে। হজরত ইউসুফ (আঃ) তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া দুর্ভিক্ষের করালবদন হইতে সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ও মিশর পতির কৃপা বর্ষণ হেতু বহুগুণ সম্পন্ন প্রাচীন শিরস্ত্রাণ উপঢৌকণ স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। (৪৭)

হজরত ইউসুফ (আঃ) শিরস্ত্রাণ ও অনুজ ইয়ামিনকে প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তাহাদিগের আহারাদির আয়োজন করিলেন। ভোজন কালীন তিনি আদেশ করিলেন যে "স্ব, স্ব সহোদর একপাত্রে আহার করুণ।" তদনুসারে ভ্রাতৃগণ স্বীয় সহোদর সহ এক পাত্রে আহারে উপবিষ্ট হইলে, ইয়ামিন সহোদর বিহনে একাকী বসিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। হজরত ইউসুফ (আঃ) তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া একত্রে ভোজনে নিরত এবং আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে আশ্বস্ত করেন। উভয়ে দীর্ঘ কালান্তে পবিত্র সংমিলনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া যান। উভয়ের হৃদয়ে ভ্রাতৃ স্নেহের সুশীতল প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি সমস্বরে যুগ পৎ ঝঙ্করিত হইল, ক্ষণকাল উভয়ে আত্মহারা হইয়া মোহাভিভূতের ন্যায় হইয়া গেলেন!

কিয়ৎ দিবস হজরত ইউসুফের ভ্রাতৃগণ শস্যাদি ক্রয় পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন হজরত ইউসুফ (আঃ) কৌশলে ইয়ামিনের শস্যাধারে গোপনে দ্রব্য রাখিয়া দিয়া ইয়ামিনকে চৌর্য্যা পরাধে আবদ্ধ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ অশেষ বিধ অনুনয় করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় অগত্যা বল-প্রয়োগ করে। পরিশেষে পরাজিত হইয়া ইয়ামিনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। হজরত ইয়াকুব (আঃ) এই মর্ম্ম পীড়ক সংবাদে অধীর হইয়া স্বীয় বংশ গরীমার পরিচয় সূচক ওজস্বী ভাষায় মিশরাধিপতি সমীপে এক পত্রিকা প্রেরণ করেন। হজরত ইউসুফ (আঃ) পিতৃলিপি প্রাপ্তে ব্যাকুলিত হইয়া বিগত চত্বারিংশৎ বর্ষের বিষাদ কাহিনী "কূপে নিক্ষেপ হইতে মিশর সম্রাট হওয়া পর্য্যন্ত" সমুদয়

(৪৭) এই শিরস্ত্রাণ মহাত্মা ইব্রাহিম (আঃ) ব্যবহার করিতেন। ইহার বহু অলৌকিকতা গুণ ছিল। হজরত ইয়াকুব (আঃ) ইহা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্রগণের উদ্ধার কামনায় মিশরপতি সমীপে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া উদ্ধারপ্রাপ্ত হন।

ঘটনা বলী প্রত্যুত্তরে বিবৃত করতঃ পিতৃচরণ দর্শনাভিলাষে দাসানুদাস হতভাগ্য পুত্র ইউসুফ বলিয়া স্বাক্ষর করেন।

বসিরের বৃত্তান্ত।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) মাতৃহীন ইয়ামিনের স্তন্যপান জন্য যে একদাসী ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই দাসীর বসির নামক জনৈক দুগ্ধ পোষ্য সন্তান থাকায় ইয়ামিন যথেষ্ট স্তন্য পাইত না বলিয়া হজরত ইয়াকুব (আঃ) বসিরকে বিক্রয় করেন। দাসী পুত্র-শোকে অধীরা ও অন্ধ হইয়া যায়। ঘটনাক্রমে হজরত ইউসুফ (আঃ) মিশরে গিয়া উক্ত বসিরকে ক্রয় করেন। হজরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রশোকে রোদন করিতে করিতে চক্ষুদীপ্তি হারাইয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। হজরত ইউসুফ (আঃ) পিতৃ আগমনে বিলম্ব দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠেন এবং পিতার অন্ধত্ব দূরীকরণার্থে উক্ত বসিরকে পবিত্র কারামতি ইব্রাহিমি জামা সহ পিতৃ সন্নিধানে প্রেরণ করেন। (৪৮) বসির জামাসহ হজরত ইয়াকুব (আঃ)এর বাটীর সন্নিকট পঁহুছিয়া কূপাধারে এক অন্ধা স্ত্রীলোককে দেখিতে পান। বৃদ্ধার পরিচয় জিজ্ঞাসায় তাহার মাতা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ঐ পবিত্র জামার গুণ পরীক্ষার্থ মাতার চক্ষে স্পর্শ করা মাত্র তাহার মাতা চক্ষুর পুনর্দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর হজরত ইয়াকুব (আঃ)এর অন্ধত্ব বিদূরিত হইয়া দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হন। (৪৯)

হজরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)এর প্রেরিত বাহনে রাজ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সপরিবারে মিশরে উপনীত হন। বৃদ্ধ পিতা হারানিধি পুত্র রত্নকে দীর্ঘ কালান্তে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হন। তখন উভয়ের

(৪৮) দয়াময় আল্লাহতালা বসিরের মাতার কষ্ট দেওয়ার জন্য হজরত ইয়াকুবকে ও কষ্ট দিয়াছিলেন। তিনি সুবিচারকও পরম দয়ালু।

(৪৯) এই জামার অদ্ভুত মহিমায় হজরত ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদের ভীষণ অনলকুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। সেই পবিত্র কারামতি শিরস্ত্রাণ ও জামা উত্তরাধিকারী সূত্রে হজরত ইয়াকুব প্রাপ্ত হইয়া ইউসুফকে (আঃ) প্রদান করাতে এ জামার গুণেই তিনি কূপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

হৃদয়ে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়। উভয়েই বিহ্বল চিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

হজরত ইয়াকুবের লোকান্তর গমন।

হজরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রগণসহ চল্লিশ বৎসর কাল অতিবাহিত করণান্তর দুই শত বৎসর বয়ঃক্রম কালে কেনান প্রদেশে ইহলীলা সম্বরণ করেন। স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহাকে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কবরের নিকট সমাধিস্থ করেন।

হজরত ইউসুফের লোকান্তর গমন।

হজরত ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতৃগণসহ হেরেম নামক নূতন নগরে বাস-কালীন বিবি জোলেখা অসার জগৎ ত্যাগ করেন। তৎপর ইউসুফ (আঃ) অন্যদার পরিগ্রহ করেন নাই। বিবি জোলেখার গর্ভে দ্বাদশ পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। হজরত ইয়াকুব (আঃ)এর মৃত্যুর তেত্রিশ বৎসর অন্তে হজরত ইউসুফ (আঃ) পুত্র হজরত ফরাহিমকে খেলাফত প্রদান পূর্ব্বক একশত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কাঞ্চন দেহ মৃত্তিকায় লয় করেন। (৫০)

আছহাব কাহাফের বিবরণ।

নাস্তিক রুম সম্রাট দাকিয়ানুসের রাজত্ব কালে ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী এক পরাক্রান্ত বাদসাহ তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বাদসাহ সেই যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার ছয় পুত্র বন্দী হইয়া যায়। নাস্তিক দাকিয়ানুস ইস্লাম বাদসাহের পুত্রগণকে মল, মূত্র পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত করে। কুমারগণ কৌশলে পলায়ন করাতে পথিমধ্যে কতিপয় মেষপালকের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয়। রাখালেরা

---

(৫০) প্রকাশ যে হজরত ইউসুফ (আঃ)এর মৃত্যু হইলে তাহাকে আদেশ মত হেরেম দেশ প্রবাহিত জেয়াত নামক স্রোতস্বতী নীরে ভাসাইয়া দেন। বহুকালান্তে হজরত মুসা (আঃ) বনিএস্রাইলের এক বৃদ্ধের নিকট শ্রুত হইয়া পবিত্র তাবুত নীলনদ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বংশীয় ব্যক্তিবর্গের কবরের সন্নিকট সমাধিস্থ করেন। তদনুসারে বিবি রাহিলার কবরের নিকট তাঁহার সমাধি হয়।

তাঁহাদের গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দেন যে "দয়াময় আল্লাহতালার দিকে"। রাখালেরা বলিল তিনি কোথায় ও কি রূপ আকৃতির? তাঁহারা ইঙ্গিতে উত্তর করিলেন যে তিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। মেষ পালকগণ তাঁহাদের এই অভূতপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সম্মোহন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎগামী হয়। দয়াময়ের কৃপায় মেষ পালকদের সঙ্গীয় এক কুকুর ও তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে। কুকুরকে তাড়না করাতে, সে গমনে ক্ষান্ত না হইয়া বলিল, "মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ ক্রমেই আপনাদের অনুগামী হইতেছি, আমি প্রেমময়ের প্রেমিক দিগের চির সঙ্গি!" অনন্তর তাঁহারা সকলে রুম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া পথ শ্রান্তি দূর করনার্থে পর্ব্বত গুহায় শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইয়া গেল। কুকুরও নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

কথিত আছে যে তাহারা তিন শত নয় সালান্তে জাগরিত হইয়া তাহাদের মধ্যে এমখিলা নামক ব্যক্তিকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্যবাজারে প্রেরণ করেন। এমখিলা বাজারে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতঃ মুদ্রা প্রদান করায়, বিক্রেতা দীর্ঘকালের মুদ্রা দর্শনে চমৎকৃত হন ও অবস্থা শ্রবণে তাহাকে রাজ সমীপে উপনীত করেন। রাজা আদ্যোপান্ত ঘটনা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পর্ব্বত গুহায় গমন করেন। এমখিলা রাজাকে পশ্চাতে রাখিয়া গুহায় প্রবেশ করিলে গুহাস্ত ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়া সকলি পুনঃ নিদ্রাভিভূত হন, রাজা নিদ্রিত দৃষ্টে প্রস্থান করেন।

কথিত আছে তাঁহারা ও সেই কুকুর শেষদিন (কেয়ামত) পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিবেন। (৫১)

হজরত আইয়ুব (আঃ)

হজরত আইয়ুব (আঃ) ঈশ পয়গম্বরের বংশধর ছিলেন। বিখ্যাত

(৫১) সুরা আসহাব কাহাফ দ্রষ্টব্য। প্রকাশ যে আসহাব কাহাফের কুকুর স্বর্গবাসী (বেহেস্তী) হইবে কিন্তু স্ত্রী বাধ্য বালাম বাউর দরবেশ বেহেশ্‌তী হইবে না।

শাম প্রদেশে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি দয়াময় আল্লাহের কৃপায় পুত্র, কন্যা, ধন ও মানে সুখী হইয়া আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা স্বর্গীয় দূতগণ ও পাপী শয়তান বিশ্বপতি সমীপে প্রকাশ করিল, "হে দয়াময় প্রভো! হজরত আইয়ুব সর্ব্বসুখে সুখী বলিয়া তোমার এতাধিক আরাধনা করিয়া থাকেন"। দয়াময় আল্লাহতালা তাঁহাকে পরীক্ষা ও বিপক্ষকে দেখাইবার জন্য অল্পকাল মধ্যে তাঁহার পুত্র, কন্যা, ধন, সম্পত্তি সমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার অক্ষত শরীরে এরূপ দুর্গন্ধময় ক্ষত হয় যে নগরবাসীগণ অগত্যা তাঁহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে বাধ্য হয়। তাঁহার তিন স্ত্রীর মধ্যে বিবি রহিমা (আঃ) ব্যতিত অপর দুই বনিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। দুই শিষ্য তাঁহাকে চটে মুড়িয়া ক্রমান্বয় সপ্ত নগর ভ্রমণ করেন কিন্তু কেহ তাঁহার দুর্গন্ধে থাকিতে না দেওয়ায় অগত্যা শিষ্যগণ মাঠে রাখিয়া প্রস্থান করে। পুণ্যাত্মা স্বামীভক্তা বিবি রহিমা (আঃ) নগরে মজুরী করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তদ্দ্বারা স্বামীসহ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতেন। একদা মজুরী না পাইয়া স্বামীর খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া এক বিধর্ম্মী ধনাঢ্যের স্ত্রীর নিকট কর্জ্জ চাহাতে সে নির্দ্দয়া স্ত্রী তাঁহার মস্তকের কেশ গুচ্ছ পরিবর্ত্তে খাদ্য দ্রব্য দিতে সম্মত হইলে অগত্যা কিয়দংশ কেশ প্রদান করিয়া খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন। দুষ্ট মতি শয়তান মানবরূপ ধারণ করিয়া হজরত আইয়ুবকে জানায় যে বিবি রহিমা (আঃ) চৌর্য্যদায়ে কেশহীন হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে নবীবর ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিকে শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

একদা শয়তান, বিবি রহিমাকে হারাম দ্রব্য (শূকর মাংস ও সরাব) ঔষধ স্বরূপ খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে বিবি সরলমনে স্বামীকে জ্ঞাপন করেন। নবীবর তাহা ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করিয়া দয়াময়ের ধন্যবাদ করিতে থাকেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর নানারূপ [illegible] যন্ত্রণা

ভোগ করিয়াও আরাধনায় ক্ষান্ত হন নাই। আরাধনা দৃষ্টে স্বর্গীয় দূতগণ ও পাপী শয়তান লজ্জিত হইয়াছিল।

একদা বিশ্ববিভুর আদেশে কীট সকল ক্ষত স্থান হইতে চলিয়া যাইতে-ছিল, তদ্দৃষ্টে নবীবর আশঙ্কা করিয়া দুইটী কীটকে ধৃত পূর্ব্বক ক্ষত স্থানে ছাড়িয়া দেন: আল্লাহ তাআলা গমনোদ্যত কীটকে পুনঃ ধৃত করিবা আনা অপরাধে কীটকে গুরুতর রূপে কাটীতে আদেশ করেন। তৎকালে, কীটের কর্ত্তন যন্ত্রণায় হজরত আইয়ুব (আঃ) অধৈর্য্য হইয়া ক্ষমা প্রার্থী হন। হজরত আইয়ুবের প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে হজরত জেব্রাইল শুভাগমন করিয়া তাঁহাকে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে পদাঘাত করিলে সেই স্থানে এক ঝরণার সৃষ্টি হয়। নবীবর সেই জলে স্নান করিলে পূর্ব্ববৎ অক্ষত শরীর প্রাপ্ত হইয়া সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করেন। হজরত জেব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে স্বর্গীয় বস্ত্র প্রদান করিলে তিনি তাহা পরিধান পূর্ব্বক এক সেতুর উপরিভাগে উপবেশন পূর্ব্বক সহধর্ম্মিনির প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বিবি রহিমা (আঃ) তাঁহাকে মাঠে না পাইয়া রোদন পূর্ব্বক অনুসন্ধানে লিপ্ত হন।

বিবি রহিমা (আঃ) সেতু সমীপে উপনীতা হইয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে নবীবর তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করেন। আরোগ্য ও সংমিলন হইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে মৃত পুত্র ও কন্যা বিনষ্ট ধন মাল প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহের কৃতজ্ঞতা [illegible]র করিতে থাকেন। নবীবর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী বিবি রহিমা নিদ্রিত [illegible] কোড়া মারার ইচ্ছুক হইলে হজরত জেব্রাইল (আঃ) তৎ[illegible] দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করতঃ আঘাত করিয়া পণ পূর্ণ [illegible] হজরত আইয়ুব (আঃ) ঈশ পয়[illegible] [illegible]শত চল্লিশ বৎসর জীবিত [illegible] করিতে হইয়াছিল।

(৫১) সুরা আসহাব কাহাফ দ্রষ্টব্য। প্রক[illegible]
স্বর্গবাসী (বেহেস্তী) হইবে কিন্তু স্ত্রী বাধ্য বালাম বাউর দর[illegible]

সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতি মৃত্তিকা হইতে মানবকে সর্ব্বগুণে গুনান্বিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হজরত এসকান্দর (জোঃ) তাহার মুখ্য প্রমাণ (ক) হজরত নূহ (আঃ) এর এয়াকছ নামক পুত্রের বংশে সাহ সেকেন্দার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া জোলকার নায়েন ও শেষে প্রেরিতত্ব লাভে অদৃষ্ট বান হন।

১ম—প্রশ্ন। আত্মা কি বস্তু? উত্তর আত্মা বিশ্বপতির আদেশ প্রতি পালন কারী বায়ু ব্যতীত কিছুই নহে।

২য় প্রশ্ন। আছহাব কাহাফ কি? উত্তর পবিত্র কোরান শরীফের আছহাব কাহাফের বিবরণ দ্রষ্টব্য (ক)

৩য় প্রশ্ন। জোলকার নায়েন অর্থ কি? উত্তর পবিত্র কোর আন-শরিফে জোলকার নায়েন বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হজরত মোহম্মদ (দঃ) কাফেরগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে অনেক বিধর্ম্মী ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। সেকেন্দার বিবরণ যথা—

গ্রীক মহাবীর দিগিজয়ী আলেকজাণ্ডার (সেকেন্দার শাহ) জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বে হজরত সেকেন্দার (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত প্রাচীন মহাদ্বীপ অধিকার করেন।

তিনি প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্যে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। পবিত্র ইস্‌লাম জ্যোতিতে (অজ্ঞ ও জড়োপাসকদিগের বিপথ গামী হৃদয়) আলোকিত পূর্ব্বক সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পশ্চিম আফ্রিকা দেশে গিয়া এক প্রাচীর বেষ্টিত স্থান দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুইজন সৈন্যকে প্রেরণ

(ক) আবুজেহেল প্রভৃতি কাফেরগণ আমাদের হজরত মোহম্মদ (দঃ) কে পরীক্ষা করার নিমিত্ত শিবার দেশের এক তৌরীতজ্ঞ য়িহুদীর নিকট তিনটী প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদ (দঃ) হজরত জেব্রাইল (আঃ) এর নিকট জানিয়া উত্তর দেন। কিন্তু প্রথমতঃ ইন্‌শা আল্লা না বলাতে জেব্রাইল (আঃ) এর আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সুতরাং সকল কর্ম্মের প্রথমে উক্ত পবিত্রবাক্য উচ্চারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ছুরা কাহাফ ১১শ রুকু ও অন্যান্য ছুরা দ্রষ্টব্য।

করেন কিন্তু তাহাদের কোন সন্ধান না পাওয়াতে তথা হইতে আরব ও পারস্য দেশ জয় করিয়া একটী দ্বীপে উপনীত হন। তত্রত্য অধিবাসিগণ বিজ্ঞান বিৎ ছিলেন, তাই তাহারা বিজ্ঞান বলে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিতেন। সেই স্থান হইতে তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন।

ভারতের জনৈক মিষ্টভাষী ও সত্যবাদী দূতের অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া বিনা যুদ্ধে তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া উহা করদ রাজ্যে পরিণত করেন। প্রকাশ যে এসকেন্দার হিন্দু স্থানীয় দূতকে পরীক্ষার্থে রুটী ও ঘৃত পৃথক পৃথক ভাবে প্রদান করেন। দূতবর রুটীতে ঘৃত মর্দ্দন করতঃ তাহাতে সূচ বিদ্ধ করিয়া সম্রাটের সন্নিধানে পাঠাইয়া দেন। রুটী, ঘৃত পৃথকভাবে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে দূতবর বুদ্ধি বিদ্যায় মার্জ্জিত ছিল কি না? ঘৃত মিশ্রিত রুটীতে সূচ বিদ্ধ দ্বারা, দূতবর সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন জানাইয়া ছিলেন। তৎপর সম্রাট রুটীতে মসী মিশ্রিত করিয়া পাঠাইলে দূতবর উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমার হৃদয় কলঙ্কিত রুটীর ন্যায় ও মূর্খতার অন্ধকারে আবৃত নহে বরং এই মুকুর সাদৃশ্য উজ্জ্বল বটে, এই বলিয়া দর্পণ সহ কলঙ্কিত রুটী সম্রাট সদনে প্রত্যর্পণ করেন।

তৎপর সম্রাট এসকান্দরে জোলকার নায়েন পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভারতের সীমান্ত স্থানে এক জাতীয় লোক দেখিতে পান যে, উহারা কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার, উলঙ্গ এবং জ্ঞানহীন। (ক)। তাহারা রন্ধন, বস্ত্র, কৃষিকার্য্য কিছুই করিতে সক্ষম নহে। তদৃষ্টে তৎপূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি পার্ব্বত্য পথে উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান যে তথাকার বাসিন্দাগণ কিয়ৎপরিমাণে সভ্য শান্ত ও সমাজ বদ্ধ কিন্তু জড়োপাসক এবং বিদেশী ভাষায় অনভিজ্ঞ উহারা স্বদেশ জাত শিল্প বানিজ্যে বিশেষ পটু। ইহার পূর্ব্বদিকে জলাশয় ব্যতীত কিছুই নাই। তাহার

(ক) বোধ হয় ইহারা পার্ব্বতীয় গার, আজঙ্গ প্রভৃতি উপজ জাতি হইবে।

উত্তর দিকে এক জাতীয় খর্ব্বাকৃতি থাদানাক বিশিষ্ট লোক দেখিতে পান। তাহারা অত্যাচারী ও এয়াজুজ মাজুজের বংশধর বলিয়া প্রকাশ, তাহাদের দৌরাত্ম হইতে নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী শান্ত, শিষ্ট অন্য লোককে রক্ষার জন্য তিনি এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর প্রস্তুত করেন। হাদিস শরীফে প্রকাশ যে উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে তাহারা থাকিবে। কেয়ামত সন্নিকট হইলে তাহারা বাহির হইয়া এয়াজুজ মাজুজ বলিয়া প্রকাশিত হইবে।

তৎপর নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক ইসলাম প্রচার করেন। তদনন্তর তিনি পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগ ভ্রমণ করিয়া "আবেহায়াত" অনুসন্ধানে বহির্গত হন। বহু সংখ্যক ব্যক্তিসহ পরি ভ্রমণ পূর্ব্বক এক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে উপনীত হইয়া বহুমূল্য বান্ প্রস্তর পান। হজরত এছরাফিলের প্রদত্ত এক খণ্ড মূল্যবান্ প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হন ও নানারূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক তিনি নির্জ্জন স্থানে আরাধনা করিতে থাকেন। (৫৪)

হজরত শোয়েব (আঃ)।

হজরত সালেহ (আঃ) এর বংশে হজরত শোয়েব (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে তৎবংশীয়গণ ওজনে কম দিত বলিয়া হজরত শোয়েব (আঃ) তাহাদিগকে "বিশ্বব্যাপী অদ্বিতীয় বিশ্বপতিকে সন্নিকট জানিয়া" ওজনে কম দিতে ও অধিক লইতে নিষেধ করেন। ব্যবসায়িগণ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত না করায় অগত্যা তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত পুরুষগণের অবাধ্য শিষ্য মণ্ডলির ন্যায় বিপদ্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা

(৫৪) প্রকাশ যে সঙ্গীয় লোকের মধ্যে হজরত খাজে খেজের ছিলেন হজরত সাহ সেকেন্দর আবেহায়াতের কূপের অনুসন্ধান জন্য ব্যস্ত হইয়া হজরত খেজের ও অন্য কয়েকজনকে প্রেরণ করেন। হজরত খেজের অনেক অনুসন্ধানের পর আবেহায়াতের কূপ বহির্গত করিয়া তাহার পবিত্র জল পানে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; অন্য কাহারও কূপ দৃষ্টি করার অদৃষ্ট না হওয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রদর্শন করেন। দুরাত্মাগণ তাঁহার উপদেশবাণী অগ্রাহ্য করায় তিনি বিশ্বপতি আল্লাহ তায়ালা সমীপে প্রার্থনা করিয়া উপদিষ্ট হন যে, তাহাদের প্রতি অগ্নি বর্ষণ হইবে; তাহা অবগত হওয়া মাত্র নবিবর তাহাদিগকে জানানে তাহারা গ্রাহ্য না করাতে হজরত শোয়েব (আঃ) স্বীয় সপ্তদশ শত শিষ্য সহ স্থানান্তরে চলিয়া যান। হজরত শোয়েব প্রস্থান করিলে তথায় অগ্নি বর্ষণ হইয়া সমুদয় লোক ভস্মীভূত হইয়া যায়।

দয়ালু নবিবর পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন ও অভিশপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত রোদন করতঃ অন্ধ হইয়া যান। হজরত জেব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার দর্শন লালসায় রোদন করা বলিয়া প্রকাশ করেন। হজরত জেব্রাইল (আঃ) শেষ বিচারের দিন দয়াময় বিশ্বপতির দর্শন লাভ হইবে বলিয়া নবিবরকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া যান।

অনন্তর তিনি অন্ধাবস্থায় দ্বাদশ বৎসর কাল পয়গম্বরী করিয়া মুছা (আঃ) এর পয়গাম্বর হওয়ার সাত বৎসর চারিমাসান্তে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ফের্‌আউনের দেশ ভ্রমণ ও হামানের সাক্ষাৎ লাভ।

ফের্‌আউন কিশোর বয়সে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হয়। সাহিমা নামক নগরে উপস্থিত হইলে তাহার সহিত দুর্ব্বৃত্ত হামানের সাক্ষাৎ হইয়া যায়। উভয়ে মিশর দেশে উপনীত হইয়া জঠর জ্বালা নিবারণ নিমিত্ত খরমুজা ফলের রক্ষকের নিকট ফলপ্রার্থী হয়। কিন্তু ফলস্বামী ফল বিক্রয় করিয়া না আনিলে ফল দিতে অস্বীকার করায় অগত্যা হামানকে রাখিয়া ফের্‌আউন ফল লইয়া বাজারে যায়। তৎস্থানের দেশাচার অনুযায়ী ফল কর্জ্জে বিক্রয় করিয়া আসায় বাগানের মালীক তাহাদিগকে ফল না দিয়া তাড়াইয়া দেন। ফের্‌আউন ও হামান উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তদ্দেশের রাজসমীপে উপনীত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী

হইলে রাজা ফেরআউনকে মিশর নগরের সমাধিস্থানের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। অন্তর্য্যামী বিশ্বপতির অমন্ত লীলা! তিনি কাহাকে কিরূপে উন্নত ও অধঃপতিত করেন, তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। ফেরআউন সমাধি স্থানের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সেই বৎসর মহামারী উপস্থিত হইয়া বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে দুরাত্মা ফেরআউন প্রত্যেক শবের কর নিমিত্ত স্বর্ণমুদ্রা লইতে থাকে।
এই অন্যায্য লাভে সে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হয় এবং অর্থদানে মিশর রাজ মন্ত্রি দিগকে বশীভূত করিয়া প্রধান নগরের শান্তি রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য দক্ষতা গুণে রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠে। কিয়ৎদিনান্তর প্রধান মন্ত্রির মৃত্যু হইলে মিশরাধি পতি তাহাকে প্রধান মন্ত্রি পদ প্রদান করেন। তখন রাজ্য মধ্যে সে অতুল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত হামানের পরামর্শ ক্রমে প্রথমে বৎসরের খাজনা প্রজাদিগকে মাফ দিয়া নিজ হইতে রাজ কোষে অর্থ প্রদান করে। দুর্ভিক্ষাদি কারণে প্রজাদিগের কষ্ট উপস্থিত হইলে নিজ হইতে প্রজাদিগকে অর্থ প্রদান ও রাজস্ব হইতে নিষ্কৃতি দিয়া প্রজাদিগের মহোপকার করিলে উহাদিগের ভক্তি ভাজন হইয়া উঠে।

ফের্ আউন রাজা ও হামান মন্ত্রি হওয়ার বিষয়।

মিশরাধিপতি নিঃসন্তানে পর লোক গমন করিলে প্রজাগণ ফের্ আউনের পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। ফেরআউন সমস্ত মিশর দেশে একাধি পত্য স্থাপন করিয়া দুষ্টমতি হামানকে প্রধান মন্ত্রির পদ প্রদান করতঃ কিরূপে স্বয়ং প্রজাগণের উপাস্য হইবে তাহার মন্ত্রণা করিতে থাকে। তৎকালে মিশর বাসীগণ হজরত ইউসুফ (আঃ) প্রচারিত একেশ্বর বাদ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া চলিতে ছিল; দুষ্টমতি ফেরআউনের আদেশ করাতে ইস্রাইলবংশীয় প্রজাগণ প্রতিমা পূজা আরম্ভ করে; তৎপর ক্রমে "আমি প্রতিমার সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া আমাকে পূজা কর" এই আদেশ প্রচার করিয়া দেয়। প্রজা-

গণ মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইলে হামান মন্ত্রির কুমন্ত্রণায় দেশে বিদ্যা শিক্ষা ও অদ্বিতীয় একেশ্বর বাদ ইসলাম প্রচার বন্ধ করিয়া দেয়। বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার অভাবে স্বল্প কাল মধ্যে প্রজাগণ মূর্খ হইয়া গেলে ফের আউনের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া যায় ও সমস্ত মিশর বাসীগণ ফের্‌আউনের উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। মিশরবাসীগণ যে নীল নদের জল সিঞ্চণ করিয়া শস্যোৎপাদন করিত লীলাময়ের লীলায় সেই জল অকস্মাৎ শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে, ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মহা হাহাকার উপস্থিত হয়!

অবস্থা দৃষ্টে ফের আউন নিরুপায় হইয়া এক জন বিহীন প্রান্তরস্থ গর্ত্তে উর্দ্ধপদে কাবাভিমুখ হওতঃ সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহের সমীপে তিন দিবারাত্রি অনশনে প্রার্থনা করিতে থাকে। "হে দয়াময় আল্লাহতালা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুমি কর্ত্তা, এ দাস তাহা অবগত আছে। কিন্তু তুমি পাপীর মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া সম্মান রক্ষাকারী। এ নরাধম পরকাল তোমার নিকট বিক্রয় করিতেছে,তাহার মূল্য স্বরূপ এ দাসকে ইহ জগতে ঈশ্বরত্ব প্রদান কর! প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে গর্ত্তের মুখে এক ব্যক্তি এই বিচার লইয়া উপস্থিত হয় যে, হে ফের আউন যদ্যপি কেহ দয়াময় আল্লাহ-তালার সর্ব্ব প্রকার অনুগ্রহ ভোগ করে এবং সে সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ অমান্য করে তাহা হইলে তাহার কি শাস্তি হওয়া উচিত? ফের্‌আউন উত্তরে বলিল। তাহাকে নীলনদে নিমগ্ন করিয়া নরকে দেওয়া উচিত। আগন্তুক তৎবাক্য তাহার নিকট লিখিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন! এদিকে দয়াময়ের আদেশে নীলনদে পূর্ব্বের ন্যায় জল স্রোত প্রবাহিত হইল। (৫৫)

মিশরাধিপতি ফের্‌আউন একদিন রজনী যোগে কুস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে ভবিষ্যৎজ্ঞ পণ্ডিত দিগকে আহ্বান করিয়া তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপনঃ

(৫৫) দয়াময় আল্লাহ্‌তালা নীলনদ পুনর্জ্জীবিত ও মৃত্যুঞ্জয় বৃক্ষ দুইটী ফের্‌-আউনকে প্রদান করিয়া তাহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। উক্ত বৃক্ষের একটী হইতে জরদ ও অন্যটী হইতে লোহিত বর্ণের নির্য্যাস বিনির্গত হইত, তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া স্বীয় প্রভুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিত।

করিলেন। ভবিষ্যৎজ্ঞ পণ্ডিতগণ আপন আপন বিদ্যা প্রভাবে গণনা করিয়া বলেন যে "এই স্বপ্ন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে বণিইস্রাইল বংশে এরূপ এক মহা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন যে, সমুদয় প্রজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে এবং তাঁহার দ্বারা আপনার রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে। ফের্ আউন ইহা শ্রবণে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "কবে সেই মহা-পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবে।" তাঁহারা বলিল "তিনদিবসের মধ্যে মাতৃ-গর্ভে তাঁহার সঞ্চার হইবে"। ইহা শুনিয়া ফের আউন আদেশ করিল যে "অদ্য হইতে বণি ইস্রাইল বংশের কোন ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম করিতে পারিবে না। যে জন আজ্ঞা অমান্য করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে"। এই আজ্ঞা ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক বণি ইস্রাইল গৃহে এক, এক জন প্রহরী রক্ষা করিতে লাগিল। ফের্ আউনের ভয়ে কেহই স্বীয় ভার্য্যাসহ শয়ন পর্য্যন্ত করিল না। জগৎপাতা আল্লাহতালা জীবের মঙ্গল হেতু যেরূপ চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তিমর নাশে আলো-কিত করিয়া থাকেন তদ্রূপ জগতে জ্ঞানালোক প্রদান নিমিত্ত মহাপুরুষ সকলকে পাঠাইয়া শান্তি বিধান করেন। মহাপাপী ফের্ আউনের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত মহাত্মা মূসার (আঃ) আবির্ভাব হইয়াছিল। মানবের আদিপিতা হজরত আদম (আঃ) এর বংশের কয়েক পুরুষের পর এমরাণের ঔরসে বিবি খাতুনের গর্ভে মহাত্মা মূসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত অতি সুদীর্ঘ ও সুমধুর। বণি ইস্রাইল বংশীয় এমরাণ নামক ব্যক্তি রাজা-ধিরাজ ফের্ আউনের রজনী কালের রক্ষক ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। নিশীথ কালে সকলে নিদ্রিত হইলে এমরাণের পত্নী বিবি খাতুন গোপনে আগমন করতঃ তাঁহার স্বামীসহ সম্মিলিত হন। তাহাতে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয় এবং সকলে নিদ্রিত থাকিতেই তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। বিশ্ববিভু কৃপায় কেহই কিছু জানিতে পারিল না। পরদিবস প্রাতঃকালে ফের্আউন ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহারা গণনা দ্বারা স্থির করিলেন যে গত রজনীতে উক্ত সন্তান গর্ভস্থ হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন যে, বনি ইস্রাইল বংশীয় কোন স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিলে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তানকে সংহার করিবে। কন্যা হইলে জীবিত রাখিবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে প্রহরীগণ বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিল এবং প্রসূত হওয়া মাত্র সহস্র, সহস্র শিশু তাহাদিগের হাতে নিহত হইতে লাগিল। ইহাতে ইস্রাইল বংশ একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া রাজা একবৎসরের জন্য শিশু বধ নিবারণ করিয়া দিল। আল্লাহের অনুগ্রহে খাতুনের গর্ভলক্ষণ কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। তিনি গুপ্ত স্থানে নির্ব্বিঘ্নে পুত্র রত্ন প্রসব করিলেন। এই বৃত্তান্ত মহাত্মা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ন্যায় লীলাময়ের লীলা জনক।

হজরত মুসা (আঃ) এর জন্ম এবং প্রতিপালন।

ক্রমে নয় মাস অতীত হইলে হজরত মুসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হন। ফের্‌আউন গণনা দ্বারা শত্রু সন্তান জন্ম হওয়া জানিতে পারিয়া আতঙ্কে কম্পিত হয় ও গুপ্তচর নিযুক্ত করে। কথিত আছে একদা ফের্‌আউনের গুপ্তচর বাড়ীতে প্রবেশ করিলে নবী জননী ব্যস্ত হইয়া প্রাণাধিক সন্তানকে রক্ষা কল্পে উনানে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন। গুপ্তচর প্রস্থান করিলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হইতে নবীবর জননীকে ডাকিয়া আশ্বস্ত করেন। মাতা এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ—কপোল প্রদেশ চুম্বন করিলেন এবং ফের্‌ আউন হইতে পুত্রের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া একটী ক্ষুদ্র সিন্দুকে বন্ধ করতঃ ভাসাইয়া দিলেন। ফের্‌আউন সেই নদী তীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই প্রাসাদের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় করিয়া দুইদিকে দুইটী প্রণালী দ্বারা উক্ত জলাশয় সংযোগ করিয়াছিল। নদীর জলস্রোত প্রণালী যোগে সরোবরে প্রবেশ করিয়া অন্য প্রণালীর দ্বারা প্রাসাদের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। তথা হইতে অন্যপথে নদীতে যাইয়া পতিত হইত। দয়াময় কৃপাসিন্ধুর কৃপায় স্রোতযোগে পরিচালিত হইয়া সেই সিন্দুক উক্ত জলাশয় প্রবেশ করে। শিশু-ভগিনী মরিয়ম শিশুর পরিণাম ফল কি হয় জানিবার নিমিত্ত গুপ্তভাবে সিন্দুকের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সন্নিকট উপস্থিত হয়। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার অনতিক্রমনীয় মঙ্গল বিধানে সেই সময় ফের্আউন ভার্য্যাসহ সেই সরোবর তটে উপবিষ্ট ছিলেন। সরোবরে ভাসমান সিন্দুক দেখিয়া তন্মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য তাহাদের কৌতুহল জন্মে! তখন তাহা উঠাইয়া লন এবং সিন্দুক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখেন তন্মধ্যে পরম সুন্দর দিব্য লাবণ্যযুক্ত একটি শিশু রহিয়াছে। শিশুর জ্যোতিতে সেইস্থান আলোকিত হইয়া গিয়াছে। ফের্ আউন বনি ইস্রাইল বংশসম্ভূত শিশু মনে করিয়া নিহত করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু ফের্ আউনের পত্নী বিবি আছিয়া শিশুর রূপলাবণ্যে মোহিত হওয়াতে এবং তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় শিশুকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়া "এই শিশু আমার ও তোমার পুত্র হইল ইহাকে পুত্ররূপে পালন করিব" বলিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লন, ফের্ আউন পত্নীর অনুরোধে শিশু হত্যায় বিরত হইয়া শিশুকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু শিশুকে রক্ষা করিতে হইলে দুগ্ধবতী ধাত্রীর আবশ্যক বিধায় তজ্জন্য ধাত্রী অনুসন্ধান করায় শিশু-ভগিনী মরিয়ম আসিয়া বলিলেন আমি এক জন ধাত্রী দিতে পারি তাহার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ আছে, তিনি ধাত্রী কার্য্যে সুনিপুণা। ফের্আউনপত্নী সম্মত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়ম আপন জননী বিবি খাতুনকে আনিয়া শিশুর ধাত্রী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে জননী ছদ্মবেশে নিযুক্ত হইয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণে শিশুকে স্তন্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ফের্আউনপত্নী বিবি আছিয়ার কুষ্ঠ রোগ ছিল, এই মহাত্মা শিশুর মুখাস্থত সংস্পর্শে সেই ভীষণ রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করেন।

শিশু মূসা চন্দ্রকলার ন্যায় দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলে ফের্‌আউন শিশু মূসাকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে বদন চুম্বন দিতে উদ্যত হইলে বালক তাহার শ্মশ্রু ধারণ করিয়া গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন। ফের্‌আউন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুরন্ত ইস্রাইল বংশীয় বালক শত্রু মনে করিয়া বালককে তৎক্ষণাৎ বধ করিতে উদ্যত হয় কিন্তু দয়াময়ী রাণী আসিয়া নানারূপ বিনয় করিয়া হত্যা করিতে নিবৃত্ত করেন। শিশু অজ্ঞ হিতাহিত জ্ঞান নাই, যে বৎসরে শিশুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বৎসর বনিইস্রাইল বংশোদ্ভব সকল শিশুকেই তুমি হত্যা করিয়াছ বলিয়া প্রবোধ দেন। শিশু একান্ত অবোধ তাহার প্রমাণার্থে সম্মুখে এক পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ও উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের মণি স্থাপন করেন। শিশু মণি পরিত্যাগ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে প্রবিষ্ট করিলে ফের্‌আউন নির্ব্বোধ জ্ঞানে বধ করিতে ক্ষান্ত হয়।

ফের্‌আউন হজরত মূসা (আঃ)কে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে, রাজ সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইয়া রাজ কার্য্য শিক্ষা দিতে থাকেন। হজরত মূসা (আঃ) বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি একদিন মধ্যাহ্ন কালে রাজ-পথে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, কিবতী বংশীয় পাচক ইস্রাইল কুলোদ্ভবা সামরি নামক জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট জ্বালানী কাষ্ঠ ক্রয় করা কালে অত্যাচার করিতেছে হজরত মূসা (আঃ) তাহা দৃষ্টি করিয়া নিষেধ করা স্বত্বেও সে ক্ষান্ত না হওয়ায় মহাত্মা মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ হইয়া পাচককে মুষ্টাঘাতে বধ করেন। তৎপর দিবস ঐ স্ত্রীলোক রাজপথে বাহির হইলে কিবতী বংশীয় অপর এক ব্যক্তি তাহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। হজরত মূসা (আঃ) তাহাকে রক্ষাকল্পে বাধা প্রদান করেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি বলিয়া ফেলে যে বিগত কল্য তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ অদ্য আবার আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমার হত্যাকাণ্ডের বিষয় রাজার গোচরীভূত করিতেছি।

সেই কিবতীর ইঙ্গিতে তাহার সহচরগণ রাজ সমীপে অভিযোগ করেন। ফেরআউন যেরূপ অত্যাচারী ছিল তদ্রূপ ন্যায় বিচারকও ছিলেন। হজরত মূসা (আঃ) জানিতে পারিয়া গোপনে মদায়ন দেশে চলিয়া যান।

হজরত মূসার (আঃ) বিদেশ যাত্রা।

হজরত মূসা (আঃ) মাতাকে ঘটনা জানাইয়া মদায়ন দেশে ছদ্মবেশে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে মদায়ন নগরের প্রান্তে একটী কূপের নিকট উপস্থিত হন। সেই কূপের মুখ প্রকাণ্ড এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল। শোয়েব নামক এক বৃদ্ধ পয়গম্বরের কন্যাদ্বয় পশুদিগকে জল পান করাইতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড উঠাইতে অশক্ত হইয়া জল তুলিতে অক্ষম হন। হজরত মূসা (আঃ) তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্তর খণ্ড সরাইয়া দিলে কন্যাদ্বয় আহ্লাদিত হইয়া পশুদিগকে জলপান করাইলেন।

কন্যাদ্বয় বাড়ী গিয়া পিতাকে তাহার বিক্রমের কথা অবগত করান। বৃদ্ধ নবীবর তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া কন্যা সফুরা বিবিসহ তাঁহার পরিণয় প্রদানে পশু রক্ষার ভার সমর্পণ করেন। হজরত মূসা (আঃ) হজরত শোয়েবের বাড়ীতে দশ বৎসর কাল বাস করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। হজরত শোয়েব (আঃ) হজরত মূসাকে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া স্বীয় দৈবগুণ-বিশিষ্ট যষ্টি প্রদান করেন। (৫৭)

হজরত মূসা (আঃ)এর যত্নে কয়েক বৎসর মধ্যে শোয়েব (আঃ)এর ছাগ মেষ অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অঙ্গীকৃত দশবৎসরকাল উত্তীর্ণ হইলে মাতা ও ভ্রাতা হারুণের কথা উল্লেখ করিয়া হঃ সোয়েব নিকট বিদায়

(৫৭) হজরত শোয়েব (আঃ) হজরত মূসাকে যৌতুকস্বরূপ যে যষ্টি প্রদান করেন তাহার অদ্ভুত গুণ ছিল। উক্ত যষ্টির প্রভাবে ব্যাঘ্র, অজগর প্রভৃতি বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রকাশ যে এই কাষ্ঠ হজরত আদম (আঃ) স্বর্গচ্যুত কালে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

গ্রহণান্তে সহধর্ম্মিণী বিবি সফুরা (আঃ) এবং মেষ পাল সহকারে মিশরাভিমুখে যাত্রা করেন। মদায়েন হইতে যাত্রা করিয়া একদিন রাত্রিযোগে পর্ব্বতের অদূরে এক প্রান্তরে পথহারা হইয়া যান। সেই প্রান্তরের নাম "ওয়াদি এমন" অর্থাৎ এমনের প্রান্তর বলিয়া বিখ্যাত। জেলকদ চন্দ্রমাহার অষ্টাদশ রজনী শুক্রবার শীত ঋতু কালে ঘোর তামসী—সময় নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করেন।

সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ববিভু যাহাকে ইচ্ছা হয় পরীক্ষা প্রদানে উচ্চাসন প্রদান করিয়া থাকেন। তদনুসারে তিনি হজরত মুসা (আঃ)কে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত পূর্ণ রজনীতে নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তথায় বিবি সফুরার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে আলোপ্রার্থী হন। মহাপ্রাণ মুসা (আঃ) প্রস্তর হইতে অগ্নি বাহির করিতে বিফল মনোরথ হইয়া অগ্নি অনুসন্ধানে বহির্গত হন। দূরস্থিত পর্ব্বত কন্দরে আলোকমালা সন্দর্শনে আশান্বিত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। উক্ত আলোকমালা ক্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়ায় তিনি সন্ত্রাসিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া যান। এইরূপে ক্রমে কয়েকবার বিফল হইয়া নিষ্পন্দভাবে আলোকমালা দর্শন করিতে থাকেন।

অনন্তর অহীযোগে অবগত হন যে "ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার জ্যোতিঃ তুমি পাদুকা ত্যাগ পূর্ব্বক সম্মান কর।" মহাপ্রাণ মুসা (আঃ) পাদুকা (নালায়েন) পরিত্যাগ করায় তাহা বৃশ্চিক হইয়া যায়। (৫৮) হজরত মুসাকে যষ্টির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাহার গুণ বর্ণন করেন। করুণাময় আল্লাহতালা যষ্টি ও তাঁহাকে আরও কতক গুণ বিশিষ্ট করিয়া দেন। (৫৯)

(৫৮) হজরত মুসা (আঃ) যাওয়া কালীন বিবি সফুরা বৃশ্চিকের ভয় দেখাইলে নালায়েন (জুতা) পদে ধারণ করিয়া যান। তাহাতে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিভু প্রতি নির্ভর না করায় নালায়েনকে বৃশ্চিকাকৃতি দেখাইয়াছিলেন।

(৫৯) যষ্টিকে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলে ভীমাকৃতি অজগর হস্তে লইলে যষ্টি, জলাশয় নিক্ষেপ করিলে নৌকা, ইত্যাদি আকার ধারণ করিত। কক্ষদেশে হস্তার্পণ করিলে এদেবয়জা (সূর্য্য রশ্মির) ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া যাইত।

হজরত মূসা (আঃ) ভার্য্যাকে প্রসবকালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিশর যাত্রা।

পরম কৃপাময় বিশ্বপতি পরাক্ষার্থে হজরত মুসা (আঃ) প্রতি তৎক্ষণাৎ মিশরে গিয়া বিধর্ম্মী ফেরাউন ও তদ্দেশবাসীকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করার আদেশ প্রদান করেন। (৬০) নবিবর দয়াময়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিবিড়ারণ্যে প্রসব সময়ে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মিশরে উপস্থিত হইয়া জননী সদনে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া ভ্রাতা হারুণ (আঃ)কে সঙ্গী করিয়া লন। জেলহজ্জ মাসের ৪ঠা তারিখে মহাত্মা মুসা (আঃ) ভ্রাতা হারুণ (আঃ) সহ পাপাত্মা ফেরাউনের ব্যাঘ্র সিংহ প্রহরীদ্বার অতিক্রম করিয়া রাজসমীপে উপনীত হন। তৎকালে ফেরাউন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। হজরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতির আদেশ জ্ঞাপন করিয়া মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (নমাজ, রোজা প্রভৃতি) করার আদেশ প্রদান করেন। ফেরাউন তাহার বাক্য অবহেলা করায় নবীবর স্বীয় হস্তস্থিত যষ্টির ও করতলের (এদেবয়জা) উজ্জ্বলতা গুণ প্রদর্শন করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের উপদেশ দেন। দুষ্টমতি ফেরাউন তাঁহাকে কুহকী বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত হামান মন্ত্রীর মন্ত্রণায় বহুসংখ্যক মায়াবী আনিয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক পর্ব্বত, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রদর্শন করে। মহাত্মা মূসা (আঃ) সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন বিখ্যাত যষ্টি ফেলিয়া দেওয়ায় তাহা ভীষণাকৃতি অজগর হইয়া ঐন্দ্রজালিক-

---

(৬০) প্রকাশ যে হজরত মুসা (আঃ) প্রার্থনা করাতে সহকারীরূপে স্বীয় ভ্রাতা হারুণকে প্রাপ্ত হন ও স্বীয় বাক্‌শক্তি প্রস্ফুটিত এবং ভ্রাতা হারুণের প্রেরিতত্ব লাভ হওয়ার সুসংবাদে আল্লাহতালাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রসবকারিণী ভার্য্যাকে রক্ষা হওয়ার প্রার্থনা করিয়া অগোচরে মিশরাভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে বিশ্বপতির আদেশে স্বর্গীয় অপ্সরা (হুর)গণ বিবি সফুরার সেবায় নিযুক্ত হন ও ব্যাঘ্র আসিয়া শ্বাপদাদি রক্ষা করিতে থাকে। করুণাসিন্ধু বিশ্ববিভুর আশ্চর্য্য লীলা কে বুঝিতে পারে?

গণের সমস্ত মায়াজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ও অবশেষে ফের আউনের বৃহদাকার অট্টালিকা সকল উল্‌টাইয়া দিয়া রাজসিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়।

তদ্দৃষ্টে বহুসংখ্যক লোক পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন কিন্তু দুষ্টমতি ফেরাউন তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান করতঃ ধর্ম্মচ্যুত করিয়া দেয়। হজরত মূসা (আঃ) প্রার্থনায় সমস্ত পানীয়জল রক্তবর্ণ ও খাদ্যদ্রব্য প্রস্তরে পরিণত হইয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে বহুসংখ্যক লোক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ফেরাউন ও অন্যান্য বিধর্ম্মিগণ বিপদ দৃষ্টে ইস্‌লাম গ্রহণের অঙ্গীকার করে কিন্তু বিপদ দূরীভূত হইলে অস্বীকার করিয়া বনি ইসরাইলগণকে অত্যাচার করিতে থাকে। পাপিগণ পবিত্র ইস্‌লাম গ্রহণে অস্বীকার হইলে বিশ্ববিভূর আদেশে প্রবল বন্যা হইয়া বাড়ী ঘর ডুবিয়া ও ভাসিয়া যায়, বিধর্ম্মিগণের তাহাতেও জ্ঞানোদয় না হওয়ায় অসংখ্যক পঙ্গপাল আসিয়া রাজ্য ছারখার করিয়া দেয়; তাহা দেখিয়াও পাপিগণ ইমান না আনায় ক্রমান্বয়ে মাজেজা প্রকাশ হইতে থাকে। অসংখ্য উই, ছারপোকা, পিপীলিকা ও সুয়াপোকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আসিয়া পাপিগণকে অস্থির করিয়া ফেলে। তদনন্তর সংখ্যাতীত ব্যাঙ্‌ আসিয়া জলস্থল পূর্ণ হইয়া যায়। ব্যাঙ চলিয়া গেলে জল রক্তবর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া পাপিগণ হজরত মূসার (আঃ) শরণাপন্ন হইয়া তৎপর বিপক্ষ হয়।

ফেরাউনের জলমগ্ন।

মহাত্মা মূসা (আঃ) দীর্ঘকাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ফল প্রাপ্ত না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া আল্লাহের ইঙ্গিতক্রমে শিষ্যগণ সহ ৯ই মহরম রবিবার প্রাতে নীলনদ তীরে সমবেত হইয়া অপর পারে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাপাত্মা ফেরাউন সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে হজরত মূসা (আঃ)এর পশ্চাৎ-গমনে শিষ্যগণ সহ তাঁহাকে বধ করার প্রয়াস পায়। কিন্তু যাঁহার প্রতি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা সুদৃষ্টি রাখিয়াছেন কে তাঁহাকে বধ করিতে

পারে? ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে অগাধ নীলনদ শুষ্ক হইয়া দ্বাদশ রাস্তায় পরিণত হয়, হজরত মুসা (আঃ) শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পদব্রজে অপরপারে উত্তীর্ণ হন। অবস্থা দৃষ্টে দুর্ম্মতি ফেরাউন ও মন্ত্রী হামান স্বীয় সৈন্যসামন্ত লইয়া সেই পথে যাইতে উদ্যত হইলে, বিশ্বপতির সংহারিণী লীলায় নদীগর্ভে পূর্ব্বরূপ জলরাশি হইয়া যায় ও পাপিগণ সমস্ত জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। (৬১) দুর্ম্মতি পাপী ফেরাউন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার রাজসিংহাসন হজরত মুসা (আঃ) কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং তিনি ধন সম্পত্তি বনি ইসরাইল-দিগকে দান করেন।

হজরত মুসা (আঃ) সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহের অসীম করুণাবলে বনিইসরাইলগণ সহ পরপারে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু মরুময় প্রান্তরে জল আহার বিহনে ও রৌদ্রের তেজে অস্থির হইয়া যান। করুণাময় আল্লা-হের করুণাবলে ঘনতর মেঘ আসিয়া রৌদ্রের তেজ নিবারণ করে ও আকাশ হইতে রাশি রাশি মান্না ও দলে দলে সলওয়া পাখী পড়িয়া যায়। বনি ইসরাইলগণ সুমিষ্ট মান্না পাইয়া ও সলওয়ার কাবাব প্রস্তুত করিয়া অতি সুখে আহার করিতে থাকেন। আল্লাহের আদেশে হজরত মুসা (আঃ) পর্ব্বতে আঘাত করিলে ঝরণা বাহির হইয়া জলকষ্ট নিবারিত হয়। অতঃপর আল্লাহের আদেশে হজরত মুসা (আঃ) চল্লিশ দিবস রোজা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় পর্ব্বতে উঠিয়া আল্লাহের আদেশের অপেক্ষা করিতে থাকেন। যাওয়ার সময় হজরত হারুণ (আঃ) কে বনি ইসরাইলগণের তত্ত্বাবধান জন্য রাখিয়া যান।

পর্ব্বতে উঠিলে দয়াময় আল্লাহের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হয়, তিনি সাক্ষাতের বাসনা করিলে আদেশ হয় যে, আমাকে দেখিতে পাইবে

(৬১) প্রকাশ যে, ফেরাউন জলমগ্ন হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য হজরত মুসার নিকট ধর্ম্ম গ্রহণ করার কথা বলিয়াছিল কিন্তু হজরত মুসা (আঃ) তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া উদ্ধার করেন নাই। তজ্জন্য তিনি শেষ বিচারের দিন কৈফিয়ত দায়ী হইয়া আল্লাহের নিকট লজ্জিত থাকিবেন।

না, কিন্তু এই পর্ব্বত দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানিতে পারিবে। তাহাতে তিনি দৃষ্টিপাত করেন ও বিশ্ববিভুর শক্তি প্রকাশ হইলে পর্ব্বত চূর্ণ, বিচূর্ণ ও হজরত মূসা অজ্ঞান হইয়া যান! দীর্ঘকালান্তে চেতনা পাইয়া বলিলেন যে, "হে প্রভু তোমার অনন্ত মহিমা! আমি তওবা করিয়া স্মরণ লইতেছি।" (ক)

দয়াময় আল্লাহতালা বলিলেন,"হে মূসা আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া ও কার্য্যের ভার দিয়া লোক সমাজে তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছি; এইক্ষণ যাহা দান করিতেছি, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া উপদেশ করতঃ পাপিগণকে উদ্ধারের চেষ্টা কর!

একদা জলধর মহাপ্রাণ মূসা (আঃ) এর উপর ছায়া বিস্তার করে, ও চল্লিশ উষ্ট্রের ভারবাহী তওরিত গ্রন্থ প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়া অবতীর্ণ হয়।

মহাত্মা মূসা (আঃ) পবিত্র তওরিত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া ও শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া আত্মগরিমায় অধীর হন। দর্পহারী বিশ্ববিভু তাহাকে মহামতি খেজের (আঃ) এর সন্নিধানে যাইয়া শিক্ষা করার আদেশ করেন। আদেশানুযায়ী হজরত মূসা (আঃ) মহাজ্ঞানী খেজের (আঃ) এর সমীপে উপনীত হন। হজরত মূসা তাহার নিকট শিক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করেন, তৎপর অনুরোধ ক্রমে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে মৌনী হওয়ার আদেশ করেন। হজরত মূসা (আঃ) ক্রমান্বয়ে তাঁহার তিনটী কৌতূহলজনক কার্য্য দৃষ্টে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি খেজের (আঃ) স্বীয় কার্য্যের গূঢ় রহস্য জানাইয়া হজরত মূসা (আঃ) কে অযোগ্য বলিয়া বিদায় প্রদান করাতে নবীবর চলিয়া আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন (খ)

(ক) প্রকাশ যে এই পর্ব্বত (তুর) প্রার্থনা করণে সুরমায় পরিণত হইয়াছে।

(খ) মহর্ষি খেজের (আঃ) প্রথম কার্য্য নৌকা জলমগ্ন বিষয় উপদেশ করেন যে, কাফেরগণ নৌকারোহণে পরপারে যাইয়া ইস্‌লাম-রাজ্য ধ্বংস করিতে পারিত। ২য়

হজরত মুসা (আঃ) প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন যে বনি ইসরাইলগণ বিশ্ববিভু আল্লাহতালাকে ভুলিয়া স্বর্ণময় এক গোবৎসের পূজা করিতেছে। অবস্থা দৃষ্টে তাহাদিগকেও হজরত হারুণ (আঃ) কে ভর্ৎসনা করিতে থাকেন। হজরত হারুণ (আঃ) স্বীয় দোষপ্রক্ষালন করিয়া বনি-ইস্‌রাইলগণের দোষ বলিয়া অবগত করান।

বনি ইসরাইলগণ তাহাদের প্রধান ছামারী নামক ব্যক্তির দোষ বলিয়া উল্লেখ করেন। ছামারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আমি ইহা পরীক্ষার্থ করিয়াছি। বৃহৎ ঘটনা নদী শুষ্ক হওয়া কালে হজরত জিব্রাইল (আঃ) ঘোটকারোহণে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। ঘোটকের পদচিহ্ন স্থানে সবুজ বর্ণ হইয়া যাওয়ায় তৎস্থানের বালুকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ফেরাউনের দেশ হইতে যে সকল স্বর্ণাদি আনা হইয়াছিল তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া একটি গোবৎস প্রস্তুত করতঃ সেই পদচিহ্নধুলি তাহার মুখে ফেলিয়া দিলে সেটা শব্দ করিয়া ডাকিয়া উঠে। অবস্থা দৃষ্টে সকলে তাহাকে খোদা বলিয়া পূজা করিতে থাকে।

অবস্থা শ্রবণে হজরত মুসা (আঃ) ছামারীকে দূর করিয়া দিয়া বলিলেন "তুই যতদিন বাঁচিয়া থাকিবি, ততদিন কেহ তোকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। গোবৎসকে ভঙ্গ করিয়া নদী জলে ফেলিয়া দিলেন। এই জন্য বিধর্ম্মিগণ নদীর জলে স্নান করিয়া মুক্তির আশা করিয়া থাকে।

একদা হজরত মুসা ও হারুণ (আঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি অভিযোগ করিল যে, আমার পিতৃব্যকে কোন্ ব্যক্তি খুন করিয়াছে তাহা জানিয়া বিচারপ্রার্থী হয়। বনি ইসরাইলগণকে শপথ করিতে বলিলে তাহারা শপথ করিতে অস্বীকার করে এবং তাহাদের অনুরোধক্রমে নবীবর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করেন। হজরত

সন্তানকে বধ করার বিষয় উক্ত গুণধর বালক জীবিত থাকিলে শয়তানের প্ররোচনায় কাফের হইয়া যাইত। ৩য় কার্য্য যে, দেওয়ার ভঙ্গ না করিলে তথাকার মাল (সম্পত্তি) কাফেরগণ লুণ্ঠন করিয়া লইত।

জিব্রাইল (আঃ) শুভাগমন পূর্ব্বক সংবাদ দেন যে, অন্তর্যামী আল্লাহতালা এক গরু রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বিখ্যাত গো-জবেহ করিয়া তাহার মাংস মৃতার শরীরে স্পর্শ করিলে মৃতা জীবিত হইয়া হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে। বনি ইসরাইলগণ গো-পূজা করিত তজ্জন্য আল্লাহতালা গো জবেহ করার আদেশ করিলেন। তাহারা সেই গরুর বিষয় জানিতে চাহিলে, জানিতে পারে যে সেই গরু জরদ রঙ্গের বটে। (৬২)

গরুর বিবরণ।

বনি ইসরাইল বংশ মধ্যে এক ইমানদার দরিদ্র ব্যক্তি নাবালক সন্তান ও স্ত্রী রাখিয়া মারা যান। তিনি মরার পূর্ব্বে একটী গোবৎস আল্লাহের ওয়াস্তে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে বিশ্ববিভো! এই বাছুরকে প্রতিপালন করিয়া আমার নিরাশ্রয় সন্তানকে প্রত্যর্পণ করিবে।

শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতা আল্লাহের নিকট প্রার্থনা করিয়া সেই গরুকে আনিতে বলেন। পুত্র মাতার আদেশে সেই গরু জঙ্গল হইতে আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর আদেশে গরু ছাড়িয়া দেয়। স্বর্গীয় দূত প্রকাশ করেন যে, যৎকালে হজরত মুসা (আঃ) এই গরুর ক্রেতা হইয়া চর্ম্মপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা দিতে অঙ্গীকার করিবেন তৎকালে ইহা বিক্রয় হইবে।

সময় ক্রমে বনি ইসরাইলগণ অনুসন্ধান করতঃ সেই গরুর সন্ধান পাইলে হজরত মুসা সহ চর্ম্মপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকারে ক্রয় করেন। সেই গরু না বৃদ্ধ না বাছুর এবং নিখুত ছিল। গরু জবেহ করিয়া তাহার মাংস মৃতার শরীরে স্পর্শ করাইলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাকে অযথারূপে খুন করিয়া প্রতিবাসীর বাড়ীতে ফেলিয়া দেওয়া প্রকাশ করে। হজরত মুসা (আঃ) তদনুসারে বিচার করিয়া মৃত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাস্তি প্রদান করেন। স্বর্ণমুদ্রা

(৬২) ছুরা বকর প্রথম মঞ্জেল দ্রষ্টব্য।

চর্ম্মে পূর্ণ করিয়া গরুর মালীকে প্রদান পূর্ব্বক আল্লাহের নামে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রতিশোধ দেন এবং তাহারাও প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

হজরত হারুণের পরলোক গমন।

হজরত মুসা (আ:) সহ হারুণ (আ:) বহুকাল ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক এক মাঠে উপনীত হন। তথায় আল্লাহের আদেশে হজরত হারুণ পরলোক গমন করেন। ভ্রাতার লোকান্তরে হজরত মুসা (আ:) অধৈর্য্য হইয়া শোকর ও ছবর করিতে থাকেন। (৬৩)

হজরত মুসা (আ:)এর যমরাজ সহ বিবাদ।

হজরত হারুণ (আ:) এর লোকান্তর গমনের তৃতীয় বৎসরে যমরাজ (মালেকেল মউত) হজরত মুসা (আ:) সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার প্রাণ-বায়ু নির্গমনের প্রার্থনা করিলে হজরত মুসা কলিমুল্লা যম-রাজকে প্রাণ-বায়ু বহির্গতের রাস্তার বিষয় প্রশ্ন করিয়া ঐশ্বরিক জ্যোতি: দর্শনাদি বিষয় জানাইয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। কিন্তু যমরাজ যে কোন পথে হউক অতি সহজে প্রাণ-বায়ু বহির্গতের বিষয় জানান। প্রভুভক্ত হজরত মুসা (আ:) সমন হস্তে অব্যাহতি লাভ করিয়া পবিত্র তুর পর্ব্বতে গমন করেন। তৎপর দয়াময় আল্লাহতালার সন্নিধানে স্বীয় সন্তান ও সম্প্রদায়ের ভরণ পোষণ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রার্থনা করেন। দয়াময় আল্লাহতালা তাঁহার যষ্টি ভূমিতে প্রহার করার আদেশ করিলে তিনি আঘাত করণে এক স্রোতস্বতীর উদ্ভব হয়। তৎপর তজ্জলে প্রহার করিলে একটী দীর্ঘকায় প্রস্তর ও তাহাতে আঘাত করিলে তাহা ভগ্ন হইয়া একটী কীট মুখে নব দূর্ব্বাদল লইয়া বহির্গত হয়, এতদ্দর্শনে মহামতি মুসা কলিমুল্লা বিস্মিত ও লজ্জিত হন।

(৬৩) কোন কোন গ্রন্থে হজরত হারুণ (আ:) কে হজরত মুসা (আ:)এর জ্যেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত আছে।

মহাত্মা মূসা (আঃ)এর লোকান্তর গমন।

হজরত মূসা (আঃ) গৃহে প্রত্যাগমন কালে কতক লোককে কবর খনন করিতে দেখিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করেন ও খননকারিগণের অনুরোধে পরিমাণ নিমিত্ত কবরে শয়ন করেন। মৃত্যু প্রার্থনা করিলে মহাত্মা জেব্রাইল (আঃ) বিশ্বপতির পবিত্রতম নাম অঙ্কিত করিয়া সম্মুখে ধারণ করিলে তাঁহার পবিত্রাত্মা অস্থায়ী দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়। মহাত্মা মূসা (আঃ)এর অদর্শনে পরিবারবর্গ অধীর হইয়া যান,—পরে হজরত জেব্রাইল (আঃ) সমীপে মৃত্যু হওয়া জানিতে পারিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। হজরত মূসা (আঃ)এর জীবন বৃত্তান্ত অতি সুমধুর ও সুদীর্ঘ কিন্তু এস্থলে দীর্ঘতর আশঙ্কায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। (৬৪)

ধনাঢ্য কারুণ।

কারুণ হজরত মূসার (আঃ)এর পিতৃব্যপুত্র অনুগত ও নির্ধন বলিয়া প্রকাশ। দয়ালু হজরত মূসা (আঃ) তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কাহার মতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রস্তুত করার বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে কারুণ বিপুল ধনশালী হইয়া যায়। সত্তর উষ্ট্র বহনোপযোগী কুঞ্জি (চাবী) তাহার ধনাগারে রক্ষিত হইতে থাকে। সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ, দাস, দাসী ও পারিষদবর্গ অসংখ্য হইয়া যায়। হজরত মূসা (আঃ) কারুণকে আল্লাহের আদেশানুযায়ী মালের জাকাৎ দেওয়ার আদেশ করিলে সে আল্লাহতালাকে ভুলিয়া জাকাৎ দিতে অস্বীকৃত হয়। কারুণ স্বীয় পারিষদগণসহ কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক হজরত মূসা (আঃ)কে তৎকালের প্রথানুসারে বধ করার নিমিত্ত এক বারবনিতা দ্বারা অপবাদ দেওয়ার নিমিত্ত উপস্থিত করে। কিন্তু যাহার প্রতি সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপ্রভু সদয় তাহার অনিষ্ট সাধন কে করিতে পারে? বারবনিতা সত্যঘটনা প্রকাশ পূর্ব্বক কারুণের কুমন্ত্রণা বিষয় প্রকাশ করে

(৬৪) বিখ্যাত আহওয়ালে আম্বিয়া দ্রষ্টব্য।

এবং হজরত মূসা (আঃ) যে সত্য প্রেরিত-পুরুষ তাহাও রাষ্ট্র করিয়া দেয়।

হজরত মুসা (আঃ) দুষ্টমতি কারুণের কুব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিশ্বনিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা করিলে বসুমতী কারুণকে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলে। কারুণের অগাধ ধনরাশি পাওয়ার মানসে হজরত মূসা (আঃ) তাহাকে বধ করিয়াছেন বলিয়া বনি-এস্রাইলগণ প্রকাশ করিলে হজরতের প্রার্থনাক্রমে বসুমতী ধনসম্পত্তি ও হর্ম্ম্যমন্দির উদরস্থ করিয়া মরুভূমিতে পরিণত করেন।

দয়াময় আল্লাহতালা হজরত মূসা (আঃ)এর প্রার্থনা ক্রমে কারুণকে বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী করিয়াছিলেন। কৃতঘ্ন কারুণ সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিশ্ববিভুর ক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া অহঙ্কারী হওয়াতে ধন সম্পত্তির সুখভোগে অক্ষম হওতঃ নরকবাসী হইয়া যায়।

অতএব ইস্‌লাম ভ্রাতা-ভগিনীগণ সাবধান! ধনলোভে সর্ব্ব-শক্তিমান্ আল্লাহতালাকে বিস্মরণ হইবেন না।

মহাবীর আউজ।

মহাবীর আউজ হজরত আদম (আঃ)এর কন্যা বিবি ওনকের গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। হজরত নুহ্ (আঃ) এর সময় নীল নদের অগাধজলরাশি হইতে অন্তর্য্যামী বিশ্ববিভু তাহাকে সেই মহাজলপ্লাবন ও ঝড়ে নৌকা আরোহণ ব্যতীত রক্ষা করিয়া হজরত মূসা (আঃ) দ্বারা বধ করার নিমিত্ত জীবিত রাখিয়াছিলেন। বনি ইস্রাইল দলসহ যুদ্ধ হওয়াকালীন হজরত মূসা (আঃ)এর দ্বাদশ জন যোদ্ধাকে মহাবীর আউজ কক্ষে ধারণ পূর্ব্বক লইয়া যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত মূসা (আঃ) কে মারার নিমিত্ত ছয় মাইল ব্যাপী এক পর্ব্বতমালা মস্তকে ধারণ করিয়া অগ্রসর হয়। অবস্থা দৃষ্টে হজরত মূসা (আঃ) সর্ব্বশক্তি-মান্ বিশ্ববিভুর স্মরণ লওয়াতে সেই সর্ব্বশক্তিমানের ক্ষমতা-বলে

হুদহুদ নামক ক্ষুদ্র পাখী চঞ্চু আঘাতে স্থূলাকার পর্ব্বতশ্রেণী ছিদ্র করিয়া দেওয়াতে আউজবীরের গলদেশে বিদ্ধ হইয়া যায়। সুবিধা দৃষ্টে হজরত মূসা (আঃ) স্বীয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার বিখ্যাত যষ্টি (আশা) দ্বারা পাপীর অত্যুচ্চ পাদদেশের নীচে আঘাত করাতে সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পাপ-জীবন পরিত্যাগ করে। (৬৫)

হজরত ইউসা (আঃ)।

হজরত মূসা (আঃ) লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত ইউশা (আঃ) তিয়া প্রদেশ হইতে বনি-এস্রাইলের বংশধরগণকে স্বীয় রাজ্যে লইয়া আইসেন এবং শ্যামদেশীয় জব্বারের বংশধরগণকে অসীম ক্ষমতাশালী বিশ্বপতির আদেশ জানাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের উপদেশ করেন। জব্বার বংশীয়গণ মধ্যে কতক ব্যক্তি ইস্‌লামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কতক ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ নরকবাসী হইয়া যায়। তৎপর নবীবর সে স্থান হইতে ইলিয়া দেশে গিয়া ইস্‌লাম জ্যোতিঃ বিকীর্ণ পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ বল্‌খ নগরীতে উপনীত হন। তদ্দেশে বালক নামক রাজা অধিপতি ছিল। সে হজরত ইউশা (আঃ)এর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বাধা প্রদানে উদ্যত হয়। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তিন দিবসের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিদ রাখার প্রার্থনা করে।

সিদ্ধপুরুষ বাল আম বাউর বিষয়।

যুদ্ধকালে তদ্দেশে বাল আম বাউর নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ বাস করিত। বালক রাজ নিরুপায় হইয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধজয়ীর নিমিত্ত দোওয়া-প্রার্থী হইলে তিনি অস্বীকার করেন। রাজা কৌশলে তাঁহার স্ত্রীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া বাল আম বাউর কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ

(৬৫) প্রকাশ যে তাহার পিতার নাম সাহাবা, মাতার নাম ওনক বিবি ছিল। সে বহুকাল জীবিত ছিল।

লইবার চেষ্টা করে। তাহার স্ত্রী চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখাইলে অগত্যা বালাম বালক রাজার জয় হওয়ার প্রার্থনা করেন। দয়াময় আল্লাহতাআলা ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। তিনি ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে হজরত ইউশা (আঃ) সেই দিন যুদ্ধে পরাজিত হন।

পরাজয় দৃষ্টে হজরত ইউশা (আঃ) দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করিলে বালাআম বাউরের প্রার্থনা বিষয় জানিতে পান। তৎপর বালাআম বাউরের সিদ্ধতা নষ্ট হওয়ার প্রার্থনা করিলে প্রেরিত পুরুষের প্রার্থনা অগ্রগণ্য বলিয়া মঞ্জুর হয় এবং বালাআম বাউরের সিদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। তৎপর দয়াময় বিশ্ববিভুর কৃপায় হজরত ইউশা (আঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজাকে ধৃত করতঃ বধ করেন। বালাআম বাউর হজরত ইউশা (আঃ) সমীপে উপস্থিত হইলে নবিবর তাহার সিদ্ধতা নষ্ট হওয়ার বিষয় জানাইলে বালাআম অধৈর্য্য হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। বালাআম বাউরের ক্রন্দনে স্বর্গীয় দূত আগমন করিয়া তাহার তিনটী প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবার বিষয় জানাইয়া চলিয়া যান। বালাআম বাউর অশ্রুজলে অভি-ষিক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে তাহার দুষ্টমতী ভার্য্যা অবস্থা জানিতে পারিয়া সে সুন্দরী হওয়ার প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করে। স্ত্রৈণ বালাম অগত্যা প্রার্থনা করিলে পাপীয়সী অতি সুন্দরী হইয়া ব্যভিচার বৃত্তি অবলম্বন করে। বালাআম তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া দ্বিতীয় বরে কুৎসিৎ মূর্ত্তি হওয়ার প্রার্থনা করায় সে তৎক্ষণাৎ কুক্কুরী মূর্ত্তি ধারণ করে। সন্তানগণ মাতার দুরবস্থা দৃষ্টে শোকে অধীর হইয়া আত্মীয়-স্বজনসহ পিতাকে মিনতি করায় বালাআমের তৃতীয় প্রার্থনায় তাঁহার কুলটা ভার্য্যা পুনরায় পূর্ব্বরূপ আকার ধারণ করে। এইরূপে বালাআমের তিনটী প্রার্থনা শেষ হইয়া গেলে সে পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়। (৬৬)

(৬৬) পবিত্র হাদিস শরীফে প্রকাশ যে বালা আম বাউর সিদ্ধ পুরুষ হইয়াও স্ত্রীর বাধ্যতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিয়া নরকবাসী হইয়া যায়। আছহাব কাহফের কুকুর সৎ

অতঃপর হজরত ইউশা, শ্যাম, আমা প্রভৃতি একত্রিংশটী দেশ জয় করিয়া স্বীয় দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মানবলীলা সংবরণ করেন।

হজরত কালুত (আঃ)।

হজরত কালুত (আঃ) মহাত্মা ইয়াকুব (আঃ)এর বংশধর ছিলেন। হজরত ইউশা (আঃ) লোকান্তর গমনের পূর্ব্বেই তিনি হজরত কালুতকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। কিয়ৎ কালান্তে সোলেমা দেশের বারাক নামক এক রাজা পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগে প্রতিমা পূজা আরম্ভ করে। তাহাতে হজরত কালুতের সহিত বারাকের যুদ্ধের কারণ উদ্ভব হয়। মহাত্মা কালুত (আঃ) যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া সোলেমা দেশের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে বারাক তাঁহার অধীনস্থ সত্তর জন্ রাজা সহ আগমন পূর্ব্বক ভীমবেগে হজরত কালুতকে আক্রমণ করে। কিন্তু যাহার রক্ষক সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতালা, মানব তাহার কি করিতে পারে! বারাক রাজাগণ সহ পরাজিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যুদ্ধে জয়ী হইয়া হজরত কালুত মিশরে উপনিবেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। (ইয়ালিঃ)

হজরত খারকীল (আঃ)।

পরম করুণাময় বিশ্বপতি, হজরত খারকীল (আঃ)কে মৃতদেহে প্রাণ দান করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। দয়াময় আল্লাহতালা পবিত্র কোরআন শরিফে তাঁহার নাম জোল্‌ফোকার করিয়াছেন। তিনি বনি ইস্রাইলদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু মৃত্যু ভয়ে তাহারা যোগদানে অস্বীকৃত হয়। তজ্জন্য বিশ্বপতির কোপানলে বহু সংখ্যক বনি ইস্রাইল ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট যাহারা মৃত্যু ভয়ে স্বদেশ ত্যাগে স্থানান্তর যাওয়ার ইচ্ছুক তাহারা অকস্মাৎ

পথগামী হইয়া স্বর্গবাসী হয়। অতএব ইস্‌লাম ভ্রাতা-ভগিনীগণ সতর্ক হউন! নরক অতি কঠিন স্থান।

এক ভয়ানক শব্দ শুনিয়া অশীতি সহস্র পলায়িত লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। এই ঘটনা কালে হজরত খারকীল ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গে তিনি অবস্থা শ্রবণে প্রান্তরে গিয়া মৃতদিগকে দর্শনে দুঃখিত হন এবং মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহের নিকট প্রার্থনা করেন। দয়াময় বিশ্ববিভু তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া মৃত দিগকে জীবিত করিয়া দেন। তাহারা জীবিত হইয়া নবীবরের আদেশ মান্য করতঃ বহু কালান্তে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন। (৬৭)

কালক্রমে বনি ইস্রাইলগণ কখন বাধ্য কখন অবাধ্য হইয়া যাওয়ায় হজরত খারকীল (আঃ) তদ্দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাবল দেশে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখে কর্ত্তন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুফা দেশের সীমান্তে তাহার পবিত্র সমাধি হয়।

হজরত ইলিয়াস (আঃ)।

হজরত খারাকল (আঃ) পরলোক গমন করিলে, বনি ইসরাইলগণ উপদেশ দাতা বিহনে জড়োপাসনা করিতে আরম্ভ করে। তৎকালে শ্যাম দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করিত। সেই পাপিষ্ঠ বায়াল নামক এক প্রকাণ্ড প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার পূজায় নিমগ্ন থাকিত। বিশ্বপতি আল্লাহতায়ালা সত্যধর্ম্ম স্থাপনের জন্য হজরত ইলিয়াস (আঃ)কে প্রকাশ করেন।

হজরত ইলিয়াস (আঃ) বনি ইসরাইলগণকে অদ্বিতীয় বিশ্বপতির আরাধনা করিতে ও জড়োপাসনায় ক্ষান্ত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাহারা তাহা অমান্য করিলে, হজরত ইলিয়াস (আঃ) ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। বিধর্ম্মিগণ প্রাণ পণে চেষ্টা করিয়াও অকৃত কার্য্য হয়। হজরত ইলিয়াস (আঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া

(৬৭) প্রকাশ যে মৃত ব্যক্তিগণ জীবিত হইলেও গন্ধযুক্ত ছিল। এবং এখনও তাহাদের বংশধরগণের শরীর গন্ধযুক্ত আছে।

সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করিতে থাকেন, কিন্তু কিয়ৎকালান্তে তাহারা পুনরায় জড়োপাসনায় নিমগ্ন হওয়ায়, নবীবর সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্‌তালা সমীপে প্রার্থনা করাতে দেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। বিধর্ম্মিগণ হজরত ইলিয়াস (আঃ)কে দুর্ভিক্ষের মূলীভূত কারণ জানিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। হজরত তাহা জানিতে পারিয়া বিশ্বস্ত এক শিষ্য সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। তৎপর তিন বৎসরান্তে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রতিমার নিকট দুর্ভিক্ষ নাশের প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেন। তাহারা উপদেশানুযায়ী প্রতিমার নিকট প্রার্থনা করিয়া ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় তদ্দেশবাসিগণও সম্রাট তৈফুরা তাহার সমীপস্থ হইয়া তাহাদের নিমিত্ত বিশ্ববিভুর নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করে। তিনি দয়াময় আল্লাহতালা সমীপে প্রার্থনা করাতে বৃষ্টি হইয়া শস্যোৎপন্ন হয়। দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইলে তাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। হজরত ইলিয়াস (আঃ) হজরত আলইয়াসা (আঃ)কে স্বীয় প্রতিনিধি (খলিফা) পদে নিযুক্ত করিয়া ইহ সংসারের লীলা সংবরণ করেন। (ইস্লালিঃ) (৬৮)

হজরত আলইয়াসা (আঃ)।

হজরত আলইয়াসা (আঃ) নবী হইয়া বিধর্ম্মিগণকে সত্য পথ প্রদর্শন জন্য আহ্বান করাতে তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী স্থির করিয়া সৎপথ অবলম্বন না করিয়া পাপী হইয়া যায়। হজরত আলইয়াসা কিয়ৎকাল উপদেশান্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর ক্রমান্বয়ে সাত শত বৎসর কোন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। তৎকালের লোক সকল সিদ্ধ পুরুষগণের উপদেশানুযায়ী

(৬৮) হাদিস শরীফে প্রকাশ যে হজরত ঈসা (আঃ) ৪র্থ আকাশে ও হজরত ইদ্রিস বেহেশ্‌তে, হজরত খেজের (আঃ) জলে ও হজরত ইলিয়াস (আঃ) স্থলে (মর্ত্তে) জীবিত আছেন শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা জীবিত থাকিবেন।

কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়া নরকবাসী হইতেছিল। তদনন্তর দয়াময় বিশ্বপতি হজরত হেঞ্জেলা (আঃ)কে প্রেরণ করেন।

হজরত হেঞ্জেলা (আঃ) সহরের চারিপার্শ্বস্থ চারি দ্বারে বনি ইস্রাইল দিগকে অদ্বিতীয় বিশ্বপতির উপাসনা করার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অযথা প্রতিমা পূজা করিতে নিষেধ করেন। বিধর্ম্মীগণ তাহার উপদেশ কর্ণপাত না করায় তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় বিপদগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা প্রদর্শন করেন। তাহারা আত্ম-গরীমা প্রকাশ পূর্ব্বক নবী-বরকে উপহাস করিতে থাকে। দুষ্টদিগকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত নবীবর সর্ব্ব শক্তিমান্ আল্লাহতালা সমীপে প্রার্থনা করিলে অনেক বিধর্ম্মী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদ্দর্শনে তত্রত্য সম্রাট তৈফুস নবীবরের চীৎকারে পীড়ার সৃষ্টি হওয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপদেশ প্রজামণ্ডলীকে শ্রবণ করিতে নিষেধ করে ও স্বীয় রক্ষার নিমিত্ত এক লৌহময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া দ্বাদশ সহস্র প্রহরী বেষ্টিত হইয়া তন্মধ্যে বাস করিতে থাকে। একদা অকস্মাৎ এক ভীষণাকৃতি লোক রাজ সদনে উপনীত হইলে, রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে যমরাজ নাম শ্রবণে ভীত হইয়া সময় প্রার্থনা করে। যমরাজ (মালেকেল মউত) এক দিনের সময় প্রদান পূর্ব্বক অদৃশ্য হইলে রাজা প্রহরীগণকে শাস্তি প্রদান করিতে থাকে। তৎপর দিন মালেকেল মউত রাজ প্রাসাদ বাসীকে বিনাশ করতঃ দেশের জল শুষ্ক করিয়া দেয়। হজরত সাকার উপাসনা বর্জ্জন করিয়া একেশ্বর বাদ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে বিপদ উদ্ধার হইবে বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। বিধর্ম্মিগণ হজরত হেঞ্জেলা (আঃ)কে বিপদের মূল স্থির করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। হজরত হেঞ্জেলা (আঃ) তথা হইতে প্রস্থান করিলে এক বৃহদাকার অজগর বহির্গত হইয়া নগরের সমস্ত দ্রব্য জন-পদ চূর্ণ, বিচূর্ণ করিয়া ফেলে ও কূপ হইতে বিষাক্ত ধূম বহির্গত হইয়া বিধর্ম্মিগণকে বিনাশ করে, অবস্থা দৃষ্টে অনেক বিধর্ম্মী সত্য ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। তদনন্তর সত্য

ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক কিয়দ্দিবসান্তে হজরত হেজ্ঞেলা লোকান্তর গমন করেন। (৬৯)

হজরত হেজ্ঞেলা (আঃ) লোকান্তর গমন করিলে, পুনরায় তাহারা সাকার উপাসনা আরম্ভ করে; তাহাতে সর্ব্ব শক্তিমান্ আল্লাহতালা বনিইস্রাইল বংশে প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া এবং রাজত্ব প্রাপ্তি বন্ধ করিয়া দেন। তদনন্তর আফ্রিকা দেশীয় রাজা আমালিকা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছকিনা নামক সর্ব্বগুণ সম্পন্ন খাটুলি (তাঁবু) তাহাদের নিকট হইতে লইয়া যায়।

হজরত শোমাইল (আঃ)

হজরত হেজ্ঞেলা (আঃ) লোকন্তের গমন করিলে বনি ইস্রাইলগণ প্রতিমা পূজায় রত হইয়াইস্‌লাম প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকে। তখন তত্রত্য বনি ইস্রাইল বংশজ জনৈক দরিদ্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্ব শক্তিমান্ আল্লাহতালা সমীপে সত্যবাদী পুত্র রত্নের প্রার্থনা করিলে দয়াময় বিশ্বপতির কৃপায় তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম সোমাইল রাখা হয়। হজরত সোমাইল (আঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে পয়গাম্বরি প্রাপ্ত হইয়া বনি ইস্রাইলগণকে সৎ পথ প্রদর্শন করায়, তাহারা সত্য পথাবলম্বী হয়। তৎপর ছকিনা নামক বিখ্যাত তাঁবুত যাহা আফ্রিকা বাসী আমালিকা জোর পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল তাহা আনয়ন জন্য পরামর্শ করিলে দয়াময় আল্লাহতালার কৃপায় তাহা তালুত বাদসা প্রাপ্ত হন।

তালুত বাদসার বৃত্তান্ত।

একদা বনি ইস্রাইলগণ পবিত্র বয়তুল মোকদ্দেছে যাইয়া হজরত সোমাইল (আঃ)কে বলিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ! আপনি দয়াময়

(৬৯) প্রকাশ যে এই সাত শত বৎসর মধ্যে দয়াময় আল্লাহতালা বিধর্ম্মিদিগকে তাহাদের প্রার্থনামত জরাবিহীন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা জরা বিহীন হইয়াও একেশ্বরবাদ সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন না করায় বিশ্বপতির কোপানলে পতিত হয়।

আল্লাহতালা সমীপে আমাদের বংশে প্রতাপশালী এক রাজা হওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। তাহাদের অনুরোধে হজরত সোমাইল (আঃ) প্রার্থনা করিলে, হজরত জেব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে এক যষ্ঠি প্রদান পূর্ব্বক উপদেশ করেন যে; যিনি ইহার পরিমাণ দীর্ঘ হইবে সেই প্রতাপশালী রাজা হইবেন। মহাত্মা তালুত এক ব্যক্তির রাখালের কার্য্য করিতেন তিনি সেই যষ্ঠি পরিমাণ হওয়াতে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে। তালুত দরিদ্র সন্তান সে রাজ কার্য্য ও ধর্ম্মালোচনায় সক্ষম হইবে না। সেই তালুতকে পরীক্ষার্থে রাজা আমালিকা কর্ত্তৃক অপহৃত ছকিনা তাবুত একাকী যাইয়া আনার নিমিত্ত আদিষ্ট হন। মহাত্মা তালুত সেই বিখ্যাত তাঁবুত আনার জন্য যাত্রা করিলে এক মাঠে দেখিতে পান যে, জনৈক স্বর্গীয় দূত সেই পবিত্র তাবুত গোষানে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার দিকে আনিতেছেন। মহাত্মা তালুত সেই শকটে আরোহণ করিলে, স্বর্গীয় দূত অন্তহিত হইয়া যান। তালুত অক্লেশে তাবুত আনিয়া দেওয়ায় অলৌকিকতা দৃষ্টে বনি ইস্রাইলগণ তাহাকে বাদশা বলিয়া স্বীকার করেন। তালুত বাদশা ছিলেন কিন্তু প্রেরিতত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। (১০)

বিধর্ম্মী আমালিকা উক্ত বিখ্যাত তাবুত লইয়া গেলে দেশে জন শূন্য হইয়াছিল। তাবুতের কুঞ্জি খুলিতে না পারিয়া দুষ্ট রাজা আমালিকা করাত দ্বারা চিরিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতেও অক্ষম হইয়া অপবিত্র করনার্থে তদুপরি মল মূত্র ত্যাগ করিতে থাকে। কিন্তু অপবিত্রকারিগণ অর্শরোগে শাস্তি পাইলে দেব মূর্ত্তির নিম্নে রাখিয়া

(১০) এই বিখ্যাত তাবুত হজরত বিবি হাজেরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ইহার চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে দয়ময় আল্লাহতালার কৃপায় প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া যাইত। তাহার অভ্যন্তরে হজরত মুসা (আঃ) যষ্ঠি ২। হজরত হারুনের শিরস্ত্রাণ ৩। স্বর্গীয় তরাঙ্গবী ৪। তওরাতের দুই খানা ভাঙ্গা তক্তি ও হজরত মুসার (আঃ) নালায়েন ছিল।

দেয়,তাহাতে মূর্ত্তি সকল ভূপতিত হওয়াতে নিরুপায় হইয়া উক্ত তাবুতকে গাড়ী যোগে স্থানান্তর করিলে স্বর্গীয় দূত আনিতে ধরেন ও তাবুতকে গোযান দিয়া প্রস্থান করেন।

হজরত সোমাইল (আঃ) দাউদ (আঃ)

বাদশা তালুত ও বিধর্ম্মী জালুতের বিষয়।

তালুত বাদসা হইলে হজরত সোমাইল তাঁহাকে বিধর্ম্মী অত্যাচারী রাজা জালুতের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিয়া এক জেরা পোষ (অঙ্গাবরণ) প্রদান করেন এবং উপদেশ করেন যে উক্ত অঙ্গাবরণ যাহার অঙ্গ পরিমাণ হইবে সেই ব্যক্তি জালুতকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন। বাদশা তালুত অশীতি সহস্র লোক সহ যুদ্ধে যাত্রা করিলে অত্যাধিক সৈন্য বিবেচনায় হজরত স্রোত স্বতীর জল পান করিতে নিষেধ করেন। যাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া জল পান করিল তাহারা পীড়াগ্রস্থ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কেবল তিন শত ত্রয়োদশ জন মাত্র সহচর জল পান না করায় বাদশা তাহাদিগকে লইয়া জালুত রাজার রাজ্যে উপনীত হন। জালুত বীর পুরুষও প্রায় সপ্ত হস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিল। জালুত রণস্থলে বিপক্ষের অত্যল্প সৈন্য দর্শনে হেয়জ্ঞান পূর্ব্বক বলিতে থাকে, হে তালুত! তুমি রণ সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও! আমি তোমার সামান্য সৈন্য বধে আমার অসীম ক্ষমতা কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছুক নহি! তচ্ছ্রবনে তালুত সগর্ব্বে উত্তর করিলেন যে, সর্ব্ব শক্তিমান্ বিশ্ব-পতি আমার বলও আশা! শত্রু পক্ষের ভীম গর্জ্জন শ্রবণে কেহই যুদ্ধার্থে অগ্রসর হওয়ার সাহসী না হওয়ায় বাদশাহ তালুত ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করিবে আমি তাহাকে অর্দ্ধ রাজ্য ও আমার কন্যা রত্নকে সমর্পণ করিব। এতদ্ বাক্য শ্রবণে দায়ুদ নামক এক ব্যক্তি তালুত বাদশা সন্নিধানে অগ্রসর হইয়া ক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে তাহার সৈনিক পুরুষ দুই সহোদর তাহাকে অক্ষম বলিয়া আপত্তি উত্থাপন

করেন। বাদশা পরীক্ষার্থ হজরত শামাইলের প্রদত্ত বর্ম্ম তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দেন উহা সমান হইয়া যায়। (৭১)

দায়ুদ (আঃ) সেই বর্ম্ম অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক তিনটী প্রস্তর খণ্ড লইয়া অগ্রসর হইলে পাপাত্মা জালুত বলিল বিনা অস্ত্রে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া বাতুলের লক্ষণ! হজরত দায়ুদ (আঃ) প্রস্তর খণ্ড দেখাইলে সে বীরোচিত কার্য্য নহে বলিয়া উপহাস করে, হজরত দায়ুদ (আঃ) কুকুরকে ঢেলা দ্বারা বধ করা উচিত বলিয়া উত্তর প্রদান করেন। হজরত দায়ুদ (আঃ) হস্তস্থিত প্রস্তর একখণ্ড দ্বারা জালুতের মস্তক চূর্ণিত করিয়া অবশিষ্ট দুইখণ্ড প্রস্তর সৈন্য দলে নিক্ষেপ করিলে সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশের মৃত্যু হয়, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করে।

হজরত দায়ুদ (আঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিলে হজরত সামাইল (আঃ) ও বাদশা তালুত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে থাকেন। হজরত দায়ুদ সুশ্রী নহে বলিয়া কন্যা রত্নকে দান ও যৌতুক স্বরূপ অর্দ্ধ রাজ্য দিতে অস্বীকৃত হন। হজরত দায়ুদ (আঃ) ভদাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরি কন্দরে ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া সত্তর জন শিষ্যসহ আরাধনায় নিমগ্ন হন।

হজরত দায়ুদ (আঃ) প্রস্থান করিলেন বটে কিন্তু তালুত বাদশাহের বিপদের সন্দেহ ভঞ্জন না হওয়ায় তিনি স্বসৈন্যে যাত্রা করিয়া হজরত দায়ুদের ভজনালয়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নিদ্রাভিভূত হইয়া যায়। হজরত দায়ূদ(আঃ)জানিতে পারিয়া তালুতের হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা খণ্ডেক প্রস্তর দ্বিখণ্ড পূর্ব্বক তাহাতে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার পার্শ্বে রাখিয়া দেন তালুত চৈতন্য হইয়া প্রস্থান করেন। কিয়দ্দিনান্তর পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করায়, ঘটনা ক্রমে হজরত দায়ুদ (আঃ) স্থানান্তর থাকাতে তাঁহার ভক্ত

(৭১) হজরত দায়ুদকে পূর্ব্ব কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে বলিলে তিনি ব্যাঘ্র ও সিংহকে আছড়াইয়া মারা ও লৌহ টানিয়া লম্বা করা প্রভৃতি গুণের পরিচয় প্রকাশ করেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আইসাকালে তিন খণ্ড ঢেলা আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা যুদ্ধ জয়ী হইয়াছিলেন।

বৃন্দ সহিদ হইয়া যায়। তালুত বাদশাহ হজরত দায়ুদের নিষ্কৃতি সংবাদে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু হজরত দায়ুদ (আঃ) উত্তর প্রদান করেন যে, প্রত্যেক সহিদ শিষ্যের পরিবর্ত্তে যে পর্য্যন্ত তাহার বিধর্ম্মী সৈন্য বধ না হইবে ও ইস্‌লামে দীক্ষিত না হইবে ততদিন সন্ধির প্রস্তাবও গ্রাহ্য হইবে না। কিয়দ্দিবস পর বাদশা তালুত যুদ্ধার্থে বিদেশ গিয়া সহিদ হইলে তাহার রাজত্ব হজরত দায়ুদ (আঃ) এর হস্তগত হয় ও তাহার কন্যা রত্নকে পরিণয়াবদ্ধ করেন।

হজরদ দাউদ (আঃ) এর নবুয়ত।

হজরত দায়ুদ (আঃ) বনি ইস্রাইল বংশীয় হজরত ইহুদার বংশধর ছিলেন। তিনি বাদশা হইবার চল্লিশ বৎসরান্তে প্রেরিতত্ব লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী বাদসাহ কেহই ছিলেন না। হজরত দায়ুদ (আঃ) পবিত্র জবুর নামক স্বর্গীয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বর্গীয় জবুর গ্রন্থ এরূপ মোহিনী স্বরে পাঠ করিতেন, যে শ্রুত হইয়া ভূচর, খেচর ও উভচর জীব জন্তু এবং স্রোতস্বতীর জলের স্রোত স্থির হইয়া যাইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমধুর ও চল্লিশ ক্রোশ ব্যাপী ছিল। তাঁহার শারীরিক শক্তি এতাদৃশ ছিল যে অগ্নি বিহনে লৌহ বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করতঃ তদ্দ্বারা স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী সুবিচারক বলবান কেহই ছিলেন না।

হরজত দায়ুদের (আঃ) বিপদ অবতীর্ণ।

হজরত দায়ুদ (আঃ) একদা পবিত্র সহীফা পাঠ করিয়া মনে চিন্তা করিলেন যে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কিরূপে এতাধিক মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন! আকাশ বাণী হয় যে তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে হজরত দায়ুদ (আঃ) তদ্রূপ কষ্ট সহের প্রার্থনা করেন। একদা হজরত দায়ুদ (আঃ) কে হজরত জেব্রাইল তাঁহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত জানাইয়া চলিয়া যান। সত্তেরই রজব চন্দ্র মাহার সোমবারে একটি অতি সুন্দর পাখী হজরতের দৃষ্টি গোচর

হইলে তিনি পাখীটিকে ধৃত করার নিমিত্ত পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সুসজ্জিত সুন্দর একটী উদ্যানে প্রবেশ করেন। পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়া এক সরোবর তীরে উপনীত হন। সেই সরোবরে অতি রূপ লাবণ্য বতী ভুবন মোহিনী বৎসরা নাম্নী এক রমণী রত্নকে স্নান করিতে দেখিয়া পাখীর বিষয় বিস্মৃত ও অধৈর্য্য হইয়া যান। এবং রমণীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া এবং পরিচয় গ্রহণান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিনি জানিতে পারেন যে সেই রমণী রত্নই উক্ত সুপুষ্পিত উদ্যানের অধিশ্বরী, ওরিয়া নামক ব্যক্তির সহধর্ম্মিনী, তাঁহার নাম বিবি বৎসরা। হজরত দায়ুদ (আঃ) রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত ওরিয়াকে বহু ধনমানে বিভূষিত করিয়া অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ ধর্ম্ম যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে অল্প সৈন্যসহ যুদ্ধে গেলে নিশ্চয় ওরিয়া সহিদ হইবে ও তাহার পত্নী বৎসরা সহজে হস্তগত হইবে। হজরত দায়ুদ (আঃ) এর আশা অনপূর্ণ রহিল না, শীঘ্রই আশা পূর্ণ হইল, তিনি বিবি বৎসরাকে পরিণয়াবদ্ধ করিলে শত সংখ্যাপূর্ণ হইয়া যায়। অকস্মাৎ দুই ব্যক্তি আসিয়া হজরত দায়ুদ (আঃ) নিকট কৌশলে বিচার প্রার্থী হইলেন! একব্যক্তি বলিলেন হজরত আমার একটী মাত্র মেষ আছে কিন্তু উঁহার নিরানব্বইটী মেষ থাকা স্বত্বে ও আমার মেষটী অবৈধভাবে লইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ইহা ন্যায় কি অন্যায়? তাঁহারা চলিয়া গেলে হজরত দায়ুদ (আঃ) তাঁহাদিগকে ফেরেশ্তা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অশ্রুজলে চতুর্দ্দিক সিক্ত করিয়া দেন তাহাতে সবুজবর্ণ তৃণাদি জন্মিতে থাকে। হজরত দায়ুদ (আঃ) বিশ্ববিভু সমীপে মার্জ্জনা প্রার্থী হইলে তৎপর ওরিয়ার সমাধি ক্ষেত্রে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনার আবিষ্ট হইয়া ক্ষমা প্রার্থী হন। (১২) সরল মতি ওরিয়া বুঝিতে না পারিয়া ক্ষমা প্রদান করেন। তৎপর আকাশ বাণী হয় যে

---

(১২) স্থানান্তরে প্রকাশ যে হজরত দায়ুদ (আঃ) পবিত্র বয়তুল মোকদ্দেছে স্বীয় পদে কাল দাগ দেখিতে পাইয়া ভাবী অমঙ্গল বিবেচনায় রোদন করিয়াছিলেন।

"হে প্রেরিত পুরুষ" তুমি ওরিয়াকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল যে, আমি তোমার স্ত্রী রত্নকে হস্তগত করার নিমিত্ত কৌশলে তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম। "শঠতা করিয়া তোমার বনিতাকে হস্তগত করাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।" বহুবার ক্ষমা প্রার্থী হইলেও ওরিয়া আর কোন উত্তর না দেওয়ায় দীর্ঘকাল তাহার সমাধি স্থলে হজরত রোদন করিতে থাকেন। ভক্তপ্রিয় বিশ্ববিভু হজরত দায়ুদ (আঃ) কে অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ওরিয়াকে সৌন্দর্য্যশালিনী স্বর্গীয় অপসরি (হুর) দেওয়ার অভিপ্রায় জানাইলে ওরিয়া স্বীয় দাবী পরিত্যাগ করেন। তৎপরে হজরত দায়ুদ (আঃ) স্বীয় সাম্রাজ্য পরিচালন ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করিতে থাকেন। হজরত দায়ুদ (আঃ) এর ঔরষে ও বিবি বৎসরার গর্ভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হজরত সোলায়মান (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

বালক সোলায়মানের ন্যায় বিচার।

একদা দুই ব্যক্তি বিচার প্রার্থী হয় যে, একের শস্য অন্যের ছাগে নিপাত করিয়াছে। হজরত দায়ুদ (আঃ) শস্যের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ ছাগ দেওয়ার আদেশ করিলে সপ্তমবর্ষীয় বালক হজরত সোলায়মান (আঃ) এর উপদেশ ক্রমে ছাগস্বামী পুনর্বিচারের প্রার্থনা করেন। ঘটনা বুঝিতে পারিয়া হজরত দায়ুদ (আঃ) বালক সোলায়মানকে বিচারের ভার অর্পন করাতে তেজস্বী বালক অজ স্বামীকে ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করতঃ শস্যোৎপাদন করিয়া দেওয়ার ও প্রত্যহ শস্য ভোগের পরিবর্ত্তে শস্যোৎপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেত্র স্বামীকে ঐ অজের দুগ্ধ পান করার আদেশ করিয়া ছাগ স্বামীর ছাগ পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বুড়ীর ময়দা উড়িয়া লওয়া বলিয়া বিচার।

এক বৃদ্ধা বায়ুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অদৃশ্য বায়ুর বিরুদ্ধে বিচারে অক্ষমতা জানাইলে হজরত সোলায়মানের পরামর্শ অনুসারে বৃদ্ধা পুনর্বিচার

প্রার্থী হয়। হজরত সোলায়মানের যুক্তি মতে হজরত দাউদ (আঃ) বায়ুকে আহ্বান করাতে বায়ু আকার ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হয়। তৎপর ময়দা দ্বারা এক ধাম্মিক বণিকের ভগ্ন তরীর ছিদ্র বন্ধ করা ও তাহা শীঘ্র সেই ঘাটে লাগা উল্লেখ করতঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। কয়েক দিবসান্তর সেই চিহ্নিত তরী ঘাটে উপনীত হইলে হজরত দায়ুদ (আঃ) বণিককে আহ্বান করিয়া গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করেন। ধাম্মিক বণিক উপদেশ মত বহুসংখ্যক মুদ্রা বৃদ্ধাকে ও দরিদ্রকে দান করিয়া চলিয়া যান। (৭৩)

বনিইস্রাইলগণ মৎস্য মারিয়া বানর হওয়া বিষয়।

হজরত দায়ুদ (আঃ) বিপদাপন্ন হওয়া কালীন বনি ইস্রাইলগণ সমুদ্র তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শনিবারে মৎস্য মারা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রস্থ মৎস্য ধরা জাল ও গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক আবদ্ধ রাখিয়া অন্যবারে মরিয়া পবিত্র তওরেত্রর আদেশ অমান্য করিত। তজ্জন্য তাহারা আল্লাহতালার কোপানলে বানরাকৃতি হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

ইহকাল পরকালের অবস্থা দর্শন।

একদা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট বনি ইস্রাইলগণ হজরত দাউদ (আঃ) সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ইহকাল ও পরকালের অবস্থা দৃষ্টি করিতে চাহিলে হজরত তৎপরদিবস দেখানের অঙ্গীকার করেন। তৎপরদিবস দয়াময় আল্লাহ তালার কৃপায় স্বর্গ ও নরক ভোগের অবস্থা প্রকাশ হইয়া যায়। এক ধনাঢ্য বণিক ধাম্মিক এক বৃদ্ধা ও বালকের নামে গাভী বধ করার অভিযোগ করিলে হজরত জেব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হইয়া প্রকাশ করিলেন যে বালকের পিতার সহগামী ভৃত্য গাভী ওয়ালা ছিল। বালকের পিতাকে বধ করিয়া বহু সম্পত্তি আত্মসাৎ পূর্ব্বক ধনাঢ্য ও বণিক হইয়াছে।

(৭৩) বৃদ্ধা বহুধন পাওয়াতে হজরত দায়ুদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করনে জানিতে পান যে বৃদ্ধা অতিথি সৎকার করিতেন, দয়াময় বিশ্ববিভু তাহার পরিবর্ত্তে ঐ অগাধ ধন দিয়াছিলেন।

তাহার প্রতি শোধার্থে গাভী ভক্ষিত হইয়াছে। বনিকের হস্ত পদ সাক্ষ্য প্রদান করাতে অনাথা বৃদ্ধা ও বালক বণিকর অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এতদ্দৃষ্টে বহু বনিইস্রাইল ইসলাম গ্রহণ করেন।

দাউদ (আঃ)এর সন্তানগণ বিষয়।

একদা হজরত জেব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হইয়া একটি মঞ্জুষা উপস্থিত করিয়া প্রকাশ করেন যে আপনার পুত্রগণ মধ্যে যিনি ইহার মধ্যস্থ দ্রব্যের নাম ও গুণ বলিতে সক্ষম হইবেন তিনি আপনার উত্তরাধিকারী ও প্রেরিত পুরুষরূপে বরিত হইতে পারিবেন। (৭৪) হজরত সোলায়মান ব্যতীত কেহই তাহা বলিতে সক্ষম হইলেন না। হজরত দাউদ (আঃ) হজরত সোলায়মানকে সর্ব্বগুণধর দেখিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় ও খলিফা পদ প্রদানপূর্ব্বক নির্জ্জন গৃহে আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তদন্তর একশত বিংশ বৎসর বয়সে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেন। (ইন্নালি) তিনি পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দছ বৃদ্ধি করার মানসে কতক কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তাঁহার জীবনে সঙ্কুলন হইতে পারে নাই। দয়াময়ের কৃপায় তাঁহার গুণধর পুত্র হজরত সোলায়মান (আঃ) অলৌকিকতা গুণে পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দছ অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহা দেদীপ্যমান আছে এবং প্রকাশ যে শেষ কেয়ামত দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে।

(৭৪) হজরত সোলায়মান (আঃ) অলৌকিকতা গুণে বলিয়াছিলেন যে, মঞ্জুষায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন অঙ্গুরীয় আছে তাহা যাহার হস্তে থাকিবে তিনি সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় জীব জন্তুর অধীশ্বর হইবেন।

(ক) মঞ্জুষার একখানা যষ্ঠি আছে তাহা যাহার হস্তে থাকিবে তাহার প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইবে না। বরং যষ্ঠিধারীর ইঙ্গিতে যষ্ঠি শত্রুক প্রহার করিয়া আনিয়া দিবে।

(খ) এক খণ্ড লিপিকায় রত্নতুল্য পঞ্চ বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। ১ম ইমান, (বিশ্বাস) ২য় প্রেম, ৩য় জ্ঞান ও বুদ্ধি, ৪র্থ লজ্জা ও ৫ম শক্তি।

হজরত সোলায়মান (আঃ)।

হজরত সোলায়মান (আঃ) পিতা হজরত দায়ুদ (আঃ) এর মৃত্যুর পর সিংহাসনারূঢ় হইয়া দুষ্টের দমন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতাআলা তাঁহাকে নবুওত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অঙ্গুরীয় প্রদান করায়, তিনি সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল নির্ম্মিত মহামূল্য সিংহাসন বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইত। উহা দানব, মানব ও পশুপক্ষীগণ পর্য্যায়ক্রমে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময় বহন করিয়া গৌরবান্বিত হইত। সুশ্রী খেচর পক্ষীগণ মস্তকোপরি পক্ষ দ্বারা ছায়া বিস্তার করিয়া যাইত। তাঁহার সুশাসনে সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, মূষিক, মার্জ্জার প্রভৃতি একত্র বিচরণ করিত। তিনি গোপনীয় ও প্রস্তুতি ধনের অধীশ্বর হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছিলেন। (৭৫) হজরত সোলেমান (আঃ) অতুলনীয় সুদীর্ঘ সিংহাসন ও বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া সুখবিলাস করিয়াছিলেন।

হজরত সোলায়মানের নিমন্ত্রণ।

একদা হজরত সোলায়মান (আঃ) বিশ্বপতি আল্লাহতাআলা সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়া সকল জীব জন্তুকে নিমন্ত্রণ করেন। দৈত্য, দানব ও মানব দ্বারা অষ্টমাস কাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সমুদ্র তীরস্থ ছয় মাসের রাস্তা পরিমাণ এক বিস্তৃর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকার স্তূপাকার করিয়া রাখেন। ভোজের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে, দর্পহারী বিশ্বপতির আদেশে, সামুদ্রিক এক মৎস্য প্রত্যুষে খাদ্য প্রার্থনা করিলে,

(৭৫) প্রকাশ যে হজরত সোলায়মানের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। তাঁহার আদেশে দৈত্য, দানব ও জীব জন্তুগণ মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু ও জলধি গর্ভ হইতে মণি মুক্তা আদি এবং পর্ব্বত কন্দর হইতে বহুমূল্য প্রস্তরজাত সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকার করিত। অবাধ্য ও অত্যাচারী দৈত্য দানব সকলকে সমুদ্রে ও পর্ব্বতকন্দরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ভয়ে কেহই অবাধ্যতাচারণ করিতে সক্ষম হইত না।

হজরত সোলায়মান (আঃ) সেই খাদ্যের স্তূপ দেখাইয়া ভক্ষণের আদেশ করেন। মৎস্যবর মুখ ব্যাদনপূর্ব্বক এক গ্রাসে সমস্ত খাদ্য উদরস্থ করিয়া আরও দুই গ্রাস প্রার্থনা করিলে হজরত সোলায়মান (আঃ) লজ্জায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। তৎপর চৈতন্য হইলে, বিশ্ববিভুকে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ ক্ষমাপ্রার্থী হন। (৭৬)

পিপীলিকা রাজশাহমোরের উপদেশ।

একদা হজরত সোলায়মান (আঃ) উড্ডীয়মান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গন্তব্যস্থানে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছুক হইলে, সেই স্থানের পিপীলিকা-রাজ স্বীয় প্রজাবৃন্দকে সতর্ক করিয়া দেওয়ায় তাহারা অবিলম্বে গর্ত্তে প্রবেশ করে। নবীবর শক্তিশালী অঙ্গুরীপ্রভাবে জানিতে পারিয়া পিপীলিকা রাজশাহমোরকে স্বীয় হস্তে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার প্রজামণ্ডলি গর্ত্তে প্রবেশ করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পিপীলিকারাজ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উত্তর দেন হে নবীবর! আপনি অত্যাচারী না হইলেও আপনার সৈন্য ও ঘোড়ার পদাঘাতে আমার ক্ষুদ্র প্রাণী প্রজার প্রাণের আশঙ্কা আছে। প্রজার সুখদুঃখে আমার সম্পূর্ণ মঙ্গলামঙ্গল বটে। হজরত সোলায়মান (আঃ) বলিলেন আমার রাজত্ব উত্তম, না আপনার? শাহমোর বলিলেন সত্যকথা বলিতে ভয় কি আছে? আমার রাজত্ব উত্তম, কারণ আমার রাজ্যে প্রজার কর কিংবা সিংহাসন বহন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই।" হজরত নবি তাহা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকট উপদেশপ্রার্থী হন। তাহাতে শাহামোর নির্ভয় চিত্তে উপদেশ প্রদান করেন।

১। "হে দানব মানবাদির অধিশ্বর! আপনি যে সর্ব্বময় আল্লাহ-তালা সমীপে অদ্বিতীয় রাজত্ব প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা কি হিংসাপরবশ নহে? অঙ্গুরীয় ছাদের তুল্য বিশ্বস্রষ্টার সান্নিধানে এই অসার ব্রহ্মাণ্ড বটে।"

(৭৬) প্রকাশ যে, সেই দিবস সকল জীব জন্তুকে উপবাস ভোগ করিতে হইয়াছিল।

২। "বায়ুকে আপনার অধীন করার কারণ যে, এ অসার জড়জগতে বায়ুই বিনাশক। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ মাত্র। হজরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকারাজের উপদেশ শ্রবণে অধীর হইয়া যান। তৎপর পুনরায় উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।"

৩। "কীটরাজ বলিলেন আপনাকে দয়াময় আল্লাহতা'লা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট করিয়াছেন, আপনি প্রজামণ্ডলীর সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন নতুবা শেষ বিচারের দিন উদ্ধারের আশা সুদূর-পরাহত হইবে।

উপদেশদানান্তে কীটরাজ হজরত সোলায়মানকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি তাহার নিমন্ত্রণ পালন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। (৭৮)

বিবি বিলকিসের বিবরণ।

একদা উড্ডীয়মান সিংহাসনারোহী হজরত সোলায়মান (আঃ) স্থানান্তরে যাত্রা কালীন শিরোপরি ছায়াধারী হুদ, হুদ পক্ষীকে দেখিতে না পাইয়া অসন্তুষ্ট হন। তৎপর পাখীবর উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসায় ছাবা সহরের ভুবনমোহিনী বিলকিস নামক রাজকন্যার রূপলাবণ্যের বিষয় শ্রুত হইয়া পরিণয় প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বিদুষী রাজকন্যা পরিণয় প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমীপে বহুসংখ্যক স্বর্ণ,রৌপ্য পাঠাইয়া দেন। পরিণয়-প্রত্যাশী সম্রাট তাহা ফেরত পাঠাইলে বুদ্ধিমতী রাজকন্যা পুনর্ব্বার সপ্ত শত সুন্দরী এবং সপ্ত শত দাসকে স্ত্রী সাজাইয়া ঘোড়া ও নানাবিধ রত্নরাজী সহ পাঠাইয়া দেন। হজরত সোলায়মান (আঃ) অলৌকিকতা (নবুওত) গুণে পরিচিহ্ন করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। বিদুষী রাজকন্যা অনেক পরীক্ষান্তে শেষে সম্রাট হজরত সোলায়মান (আঃ)

(৭৮) হজরত সোলায়মান (আঃ) কে কীটরাজ ভোজনার্থে একটা পতঙ্গের অংশ (রাণ) প্রদান করায় হজরত উপহাস করিয়াছিলেন কিন্তু কীটরাজের উপদেশ মত "বিছমিল্লা" বলিয়া ভক্ষণ করাতে তাহার অধিকাংশ ভাগ ভক্ষণে অক্ষম হইয়া যায়। সুতরাং উক্ত মহামন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্ষণ করা সকলেরই উচিত।

সমীপে উপনীত হন। হজরত সম্রাট সেই রূপসীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সকল বেগমের শ্রেষ্ঠা করিয়া রাখেন।

একদা হজরত সোলায়মান (আঃ) সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। প্রহরী ছমদুন দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দৈত্যবর! আমার রাজ্যাপেক্ষা সুন্দর ও উন্নতিশীল অন্য রাজ্য আছে কি না?" দৈত্য বলিল, "জাঁহাপনা! অস্তাচলের দিকে সমুদ্র উপকূলে এক ঐন্দ্রজালিকের রাজ্য দর্শন করিয়াছি; তাহা অত্যাশ্চর্য্য ও উন্নতিশীল। কিন্তু তদ্দেশীয় রাজা নিজকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রজাগণের নিকট পূজা লইয়া থাকে।" প্রশংসিত সম্রাট তৎবাক্য শ্রবণে অধৈর্য্য হইয়া উড্ডীয়মান সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ জীব জন্তুতে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা আনকুদের রাজ্যে উপনীত হন। মায়াবী আনকুদ অসংখ্য সৈন্যসহ ও মায়াবলে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দেয়। তৎপর নবীবর নবুয়ত ও আশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন অঙ্গুরীয় এবং যষ্টির প্রভাবে দৈত্য দানব ব্যাঘ্রাদি সহ আক্রমণ করিয়া দুর্দ্দান্ত ঐন্দ্রজালিক রাজা আনকুদের রাজ্য বিধ্বংস করেন। রাজা আনকুদ হজরত সোলায়মান (আঃ) এর উপদেশে বশ্যতা স্বীকার না করায়, তিনি অগত্যা তাহাকে বধ করতঃ তাহার ছিন্ন মস্তক ও তাহার কন্যা-রত্নকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আনকুদের কন্যা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হজরত সোলায়মান (আঃ) তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হন। কিন্তু সে পাপীয়সী শয়তানের প্রলোভনে পিতৃমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গোপনে পূজা করায় এবং তাহার পিতার চক্ষু পঙ্গপালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতিশোধার্থে পবিত্র ঈদুজ্জোহার দিন পঙ্গপাল বধ করাতে তদপরাধে হজরত সোলায়মান (আঃ) বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া যান। (৭৯)

(৭৯) প্রকাশ যে হজরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় স্ত্রীর অপরাধে শাস্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

হজরত সোলায়মানের বিপদ্ অবতীর্ণ।

একদা সম্রাট সোলায়মান (আঃ) শৌচকার্য্যে যাওয়া কালীন বিবি খাদেমার হস্তে সেই অত্যাশ্চর্য্য-গুণসম্পন্ন অঙ্গুরীয় প্রদান করেন। ছখরনামক দুষ্ট দৈত্য সময় পাইয়া মায়ারূপ ধারণপূর্ব্বক বিবি খাদেমার নিকট হইতে অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারোহণ করে। শৌচকার্য্যের পর হজরত আসিয়া বিবি খাদেমার নিকট অঙ্গুরীয় তলব করাতে সে এবং সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া দুর করিয়া দেয়। হজরত উপায়ান্তর বিহীন হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন ও জঠর জ্বালায় অধৈর্য্য হইয়া এক ধীবরের চাকুরী করিতে স্বীকৃত হন। ধীবর-কন্যা তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে পরিণয়াবদ্ধ হইয়া যায়। দয়াময় বিশ্বপ্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অঙ্গুরীয় প্রদান করেন। (৮০) তিনি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন অঙ্গুরীয় প্রাপ্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতির গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। তিনি দৈত্য-দানবের দোষ পাইলে পর্ব্বতে অথবা লৌহ কিংবা তাম্র ভাণ্ডে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেন।

হজরত সোলায়মান (আঃ) সহস্র স্ত্রী ছিল বলিয়া তিনি সহস্র সন্তানের আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দয়াময় বিশ্বপ্রভু তাহার আশা পূর্ণ না করিয়া অর্দ্ধাঙ্গবিশিষ্ট এক সন্তান মাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিমা কে বুঝিতে পারে? (৮১)

(৮০) রাজকার্য্য রীতিমত না হওয়াতে ও চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ না করায় সন্দিগ্ধ হইয়া প্রধান মন্ত্রী পবিত্র জবুর পাঠ করণে দৈত্য ছখর সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করাতে এক বৃহদাকার মৎস্য তাহা ভক্ষণ করে। সময়ক্রমে ধীবররাজ সেই মৎস্য ধৃত করিয়া আনয়ন করে, তাহার কন্যারত্ন অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া স্বামীকে তাহা প্রদান করে। হজরত সোলায়মান (আঃ) অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইলে দৈত্যগণ উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

(৮১) প্রকাশ যে, হজরত সোলায়মান (আঃ) সহস্র স্ত্রীর গর্ভে সহস্র সন্তান

পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেস বৃদ্ধি করার বিষয়।

হজরত সোলায়মান (আঃ) হজরত দায়ুদ (আঃ) এর নির্ম্মিত বয়তুল মোকাদ্দেস বর্দ্ধিত আয়তনের নির্ম্মাণ করার জন্য দানব ও মানবগণকে আদেশ করাতে (জেন ও দৈত্যগণ) মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা পবিত্র গৃহ বর্দ্ধিত আকারে নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। চারিটী প্রকাণ্ড দ্বার আবলুস কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মণিমুক্তা খচিত করিয়া বিশ্বকর্ম্মার আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করেন। প্রশংসিত বয়তুল মোকাদ্দেসের মধ্যে তৈলবিহীন এক প্রদীপ এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে তাহার আলোকচ্ছটা ঘর ও গগনমার্গ উজ্জ্বলিত করিত। হজরত সোলায়মান (আঃ) যষ্টিতে ভর দিয়া প্রত্যহ উক্ত পবিত্র গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। (৮২)

একদা সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপতির আদেশে মালেকেল মউত (যমরাজ) তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত করেন। প্রকাশ যে, আল্লাহতালার কৃপায় তিনি এক বৎসর কাল যষ্টিতে ভর দিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কীট দ্বারা যষ্টি জর্জ্জরিত হইলে তিনি ভূপতিত হন। তাঁহার প্রতাপশালী দেহ দর্শন করিয়া কেহই সন্নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হন নাই। তাঁহার পবিত্র দেহ বয়তুল মোকাদ্দেস মধ্যে সমাধি হইয়াছে।

পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেস অতি উচ্চ বিস্তৃত ও বিরাট্ আকারের নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। কথিত হয়, শেষ বিচারের দিন তাহার সন্নিকট মানবমণ্ডলীকে বিচারার্থে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। পাপ পুণ্য ওজনাকারী যন্ত্র (নিক্তি) পাপীর পুণ্যকর্ত্তনকারী অস্ত্র (কাঁচি) ও থৈগুক্ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান আছে। যাঁহারা সেই পবিত্র স্থান দেখিতে অদৃষ্টবান হইয়াছেন তাহারই ধন্য।

হওয়ার আশা স্থলে "ইনসা আল্লা," না বলায় সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্ববিভু তাহার আশা পূর্ণ হইতে দেন নাই।

(৮২) প্রকাশ যে, পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেস নির্ম্মাণ বাকি থাকা নিবন্ধন সর্ব্বশক্তি-

৪র্থ -অজ্ঞাণ যুগ মধ্যে মহাপ্রতাপান্বিত হজরত সোলায়মান (আঃ)এর লোকান্তর পর অনেক মহাত্মা প্রকাশ হইয়া বনি-ইস্রাইলগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে হজরত লোকমান (আঃ), হজরত আশইয়া (আঃ)এর সময় বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই কিন্তু হজরত আরমিয়া (আঃ)এর সময় বাবলের রাজা বক্ত নছর বহু সংখ্যক সৈন্যসহ আসিয়া পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেস ভগ্ন করিয়াছিল। তৎপর হজরত দানিয়াল (আঃ) তৎপর হজরত আজিজ (আঃ) হজরত ইউনুস (আঃ) হজরত জেকেরিয়া (আঃ) তদনন্তর হজরত জারজিস (আঃ) ও সামাউন (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া বনি-ইস্রাইলগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর বিবি মরিয়মের গর্ভে হজরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবি মরিয়ম।

হজরত জিকরীয়া (আঃ) এর সময় পবিত্র আরবদেশে বিখ্যাত বনি-ইস্রাইল বংশে হান্না নামক এক আবেদ (আরাধনাকারী) স্ত্রীলোক বাস করিতেন। এমরান নামক তাহার স্বামী গুণবান ছিলেন। বিবি হান্না পুত্র কন্যা বিহনে দুঃখিত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিভু সমীপে প্রার্থনা করিলে বৃদ্ধ বয়সে তিনি এক কন্যা-রত্নের মুখ দেখিতে পান। বিবি হান্না বয়তুল মোকাদ্দেসের খেদমত জন্য পুত্র দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে না পারায় দুঃখিত হন। দয়াময় বিশ্ববিভু তাঁহার কন্যা-রত্নকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। কন্যা মরিয়ম শশিকলার ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইয়া সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলে মাতা বিবি হান্না কন্যা-রত্নকে লইয়া পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেসে উপনীত হন। হজরত জিকরীয়া (আঃ) তৎকালে সেই পবিত্র স্থানের সেবাইত

মান আল্লাহতালা তাঁহাকে যষ্টির উপর মৃত্যুশরীরে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র হইলে দৈত্য পরীগণ চলিয়া যাইত ও বয়তুল মোকাদ্দেসের অবশিষ্টাংশ বাকি থাকিয়া যাইত।

থাকায় তাঁহার সমীপে কন্যা-রত্নকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তত্রত্য সেবাইতগণ স্ত্রীলোককে লইতে অস্বীকার করিলে বিবি হান্না বিশ্বপতির আদেশ জানাইলে মহাত্মা জিক্‌রীয়া (আঃ) কন্যা-রত্নকে লইতে স্বীকৃত হন। কন্যারত্ন কাহার তত্ত্বাধীনে থাকিবে বলিয়া মতান্তর উপস্থিত হইলে সাঙ্কেত অনুসারে হজরত জিক্‌রীয়ার অধীনে থাকার সিদ্ধান্ত হয়। হজরতের স্ত্রী উক্ত কন্যা-রত্নের খালা হইতেন বলিয়া তিনি খালার তত্ত্বাধীনে সুখে বাস করিতে থাকেন। তিনি দিবাভাগে পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেসের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন ও সময় ক্রমে জমাতের সঙ্গী হইতেন।

একদা হজরত জিক্‌রীয়া বিবি মরিয়মের কক্ষ বন্ধ করতঃ ভ্রমবশতঃ চলিয়া যান। ৪র্থ দিবসে তাঁহার স্মরণ হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া দ্বারোদঘাটনে কন্যা-রত্নকে এবাদত করিতে ও স্বর্গীয় খাদ্য প্রস্তুত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। হজরত জিক্‌রীয়া (আঃ) বিবি মরিয়মকে নমাজ রোজা করার উপদেশ প্রদান করিলে তিনি সযত্নে তাহা প্রতিপালন করিতেন।

বিবি মরিয়ম চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ঋতুমতী হইয়া এক স্রোতস্বতী জলে স্নানান্তে স্বর্গীয় দূতকে দর্শন করতঃ ভীতিবিহ্বলা হন। দূতবর মহাত্মা জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে আশ্বস্ত করতঃ তাঁহার গর্ভে এক প্রেরিত পুরুষের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ জানানে স্বামী বিহনে পুত্র হওয়া সংবাদে বিবি চকিত হন। দূতবর সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিভু পিতা বিহনে হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার বিষয় জানাইয়া অন্তর্ধান হন। (ক)

কুমারী বিবি মরিয়ম দূত বাক্য শ্রবণে চিন্তিতা ও লজ্জিতা হইয়া ভজনালয় গমন করতঃ অদ্বিতীয় বিশ্বপতির ধ্যানে নিমগ্ন হন। জগৎ-

(ক) হজরত আদম (আঃ) এর শরীরে যে সময় রুহ প্রবেশ করে তৎকালে হাঁচি (ছিক) হইয়াছিল। তাহা আল্লাহতালা আমানত রাখায় তদ্দারা বিবি মরিয়মের গর্ভাধান হইয়াছিল।

পাতা বিশ্ববিভুর অপার মহিমা! তিনি হজরত আদমের গচ্ছিত ফুৎ (হাঁছি) বিবি মরিয়মকে অর্পণ করায় তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। অবস্থা দৃষ্টে বনি-ইস্রাইলগণ উপহাস করিতে থাকে।

হজরত ঈশা (আঃ) এর জন্ম।

বিবি মরিয়মের গর্ভকাল নবম মাস উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেসে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি গোপনে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক শুষ্ক খর্জ্জুর বৃক্ষমূলে সন্তান-রত্নকে প্রসব করেন। তৎকালে তিনি সংজ্ঞাবিহীন থাকায় স্বর্গীয় দূতগণ প্রসূত সন্তান-রত্নকে পবিত্র জলে প্রক্ষালন ও বস্ত্র পরিধান করাইয়া যান। দয়াময় বিভুর কৃপায় শুষ্ক খর্জ্জুরবৃক্ষ ফল পত্রে সুশোভিত ও তন্নিম্নে এক সুশীতল নির্ঝরের সৃষ্টি হইয়া যায়। বিবি মরিয়ম কিয়ৎকালান্তে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সন্তান-রত্নকে দর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্লিত হইয়া অপত্য স্নেহ পরবশে ক্রোড়ে ধারণ করেন।

মহামতি বিবি মরিয়ম ক্ষুধায় কাতর হইয়া জগৎপাতার সমীপে খাদ্য প্রার্থনা করিলে বৃক্ষ আন্দোলন করিয়া ফল পাড়ার আদেশ প্রাপ্ত হন। (৮৩) অতঃপর তিনি ঐশিক আদেশে ফল পাড়িয়া বয়তুল মোকাদ্দেসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাকে কেহ পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা-বাদ করিলে তিনি রোজাদার আছেন বলিয়া সন্তানকে জিজ্ঞাসা জন্য ইঙ্গিত করেন।

দর্শকবৃন্দ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সন্তান-রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেরিত ও ধর্ম্মপথ ভ্রান্তদিগকে সৎপথ প্রদর্শনার্থে তাঁহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া সদুত্তর প্রদান করেন। বিধর্ম্মিগণ সদ্য প্রসূত শিশুমুখে সৃষ্টিকর্ত্তার গুণানুবাদ শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চলিয়া যায়।

---

(৮৩) প্রকাশ যে বিবি মরিয়ম পূর্ব্বে ঐশিক প্রেমে মত্ত ছিলেন বলিয়া বিনা পরিশ্রমে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্তান-রত্ন জন্ম হইলে ঐশিক প্রেমের লাঘবতা হেতু পরিশ্রম জাত খাদ্য সংগ্রহের আদেশ প্রাপ্ত হন।

হজরত ঈশা (আঃ)।

হজরত ঈশা (আঃ) শরিয়তের ন্যায় বঞ্চিত হইয়া বিধর্ম্মী বনি ইস্‌রাইল-গণকে উপদেশ দান করেন। কিন্তু পিতা বিহনে তাঁহার জন্ম হইয়াছে (জারজ), সে প্রেরিত পুরুষ হইতে পারেন না ইত্যাদি বলিয়া তাহারা তাঁহার বাক্যে উপহাস করিতে থাকে। অবস্থা দৃষ্টে হজরত ঈশা (আঃ) তন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লীগ্রামে গিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শুভক্ষণে এক রজক তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তৎপর জনৈক ধীবর সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে ভক্তিজাল বিস্তার পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বিশ্বপতিকে হৃদয় ক্ষেত্রে ধারণ করার উপদেশ দেন। সে তাঁহার উপদেশে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি নানাবিধ অলৌকিকতা (মাজেজা) দেখাইলে ধীবর শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। (৮৪)

ধীবর শিষ্য স্বর্গীয় খাদ্য ভক্ষণ করার প্রার্থী হইলে হজরত প্রার্থনা করাতে দয়াময় বিশ্বপতি তাঁহার নিকট স্বর্গীয় খাদ্য প্রেরণ করেন। নবীবর তাহা অন্ধ, বধির, গরীব শিষ্যগণসহ দীর্ঘ সময় ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। বনি ইস্রাইলগণ মধ্যে অনেক ব্যক্তি ভক্ষণ করিয়া ঈশায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

হজরত ঈশা (আঃ)-এর পরীক্ষার্থে যাহারা স্বর্গীয় খাদ্য ভক্ষণ করে নাই, তাহারা পুনঃপ্রার্থী হইলে হজরত ঈশা (আঃ) স্বর্গীয় খাদ্য জন্য দয়াময় বিশ্ববিভু সমীপে প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনায় পুনঃ স্বর্গীয় খাদ্য উপনীত হইলে পরীক্ষকগণ তন্মধ্যস্থ ভৃষ্ট মৎস্য পুনর্জীবিত হওয়ার প্রার্থনা করিলে নবীবরের প্রার্থনায় উহা জীবিত হইয়া যায়। তিনি বহুসংখ্যক শিষ্যমণ্ডলীসহ ভোজনে উপবেশন করেন। প্রকাশ যে যাহারা তাঁহার প্রস্তাবিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহারা ধনী,

---

(৮৪) সর্ব্বাগ্রে রজক ও ধীবর ঈশায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে উক্ত ধর্ম্মকে রজক ও ধীবরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

মানী, হইয়া যায়, যাহারা অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা কষ্টে পতিত হয়।

তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে বাসগৃহ নির্ম্মাণের অনুরোধ করিলে তিনি অতলস্পর্শ জলধি গর্ভে বাসঘর নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। শিষ্যগণ তাঁহার আদেশ অসাধ্য বলিয়া প্রকাশ করিলে তিনি অসার সংসারে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা অনাবশ্যক বলিয়া উপদেশ দেন।

পুণ্যকার্য্যের ফল।

একদা জনৈক পুণ্যবতী মাতা দুগ্ধপোষ্য সন্তান রাখিয়া উপাসনা করিতেছিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত সন্তান মা, মা, বলিয়া আহ্বান করিলে জননী ব্যস্ত হইয়া সন্তান-রত্নকে অক্ষত শরীরে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ববিভুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মহাত্মা ঈশা (আঃ) তাহার স্বামীর প্রমুখাৎ অবস্থা শ্রবণে তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহার পুণ্যকার্য্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন? পুণ্যবতী রমণী-রত্ন হজরত সমীপে অকপট হৃদয়ে স্বীয় কার্য্যাবলী বর্ণন করিয়া হজরতকে সুখী করেন।

১। স্বামীর কার্য্যে ও খাদ্য বস্ত্র জন্য বিশ্ববিভু সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

২। বিপদে ধৈর্য্য ও সুখে কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

৩। বিশ্বপতির সমস্ত কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ।

৪। সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগে অগ্রে পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করণ।

অবস্থা শ্রবণে মহাত্মা হজরত ঈশা (আঃ) সুখ্যাতি করতঃ তাহাকে বিদায় দিয়া শিষ্যমণ্ডলীকে উক্ত মত শুভজনক কার্য্য করার উপদেশ প্রদান করেন।

ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষার সুফল।

একদা মহাত্মা হজরত ঈশা (আঃ) গোরস্থানে গিয়া প্রার্থনা করাতে জনৈক মৃতব্যক্তি নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলে,

নবীবর তাহাকে পুণ্যকার্য্য বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিলে, সে ব্যক্তি পুণ্য-কার্য্য করা অস্বীকার পূর্ব্বক সন্তানগণকে ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার বিষয় প্রকাশ করেন। নবীবর শ্রবণান্তে বিদায় প্রদান করেন। (৯২)

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

হজরত ঈশা (আঃ) একদা শাম দেশের দুস্তর প্রান্তর পার হইয়া যাওয়া কালীন এক নৃমুণ্ডের দুর্দ্দশা দর্শনে বিশ্ববিভু সমীপে তাহার জীবিত হওয়ার প্রার্থনা করিলে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। হজরত নবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সম্রাট জমজম বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় নরক-দুর্গতি প্রকাশ করতঃ রোদন করিতে থাকে। হজরত তাহাকে পুনর্জীবিত হওয়ার প্রার্থনা করিলে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিভুর কৃপায় সে জীবিত হইয়া দীর্ঘকাল পুণ্যকার্য্য করিয়া লোকান্তর গমন করে। (৯৩)

বিবি মরিয়মের লোকান্তর গমন।

একদা হজরত ঈশা (আঃ) তাঁহার জননী সমভিব্যাহারে পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেশ হইতে শামদেশে যাইতেছিলেন। রাস্তায় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে নবীবর স্থানান্তরে গমন করিলে বিবি মরিয়ম মানবলীলা সম্বরণ করেন। স্বর্গীয় দূতগণ আগমন করতঃ সমাধিস্থ করিয়া দেন। তদনন্তর নবীবর আগমন পূর্ব্বক মাতার অদর্শনে অধৈর্য্য হইয়া মাতাকে আহ্বান করিলে তিনি সমাধি হইতে বাহির হইয়া দর্শনান্তে পুনরায় মহাপ্রস্থান করেন। মাতা পরলোক গমন করিলে মহাপ্রাণ ঈশা (আঃ) পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেসে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শিষ্যগণকে ইঞ্জিল

---

(৯২) সন্তান ও বংশাবলীকে কিংবা শিক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিবর্গকে ধর্ম্মবিদ্যা (অর্থ বা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা) শিক্ষা দিলে তাহাদের পুণ্যকার্য্য দ্বারা অসীম পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। শেষ বিচারের দিন এই পুণ্যজনক কার্য্য বিশেষ ফলদায়ক হইবে।

(৯৩) সম্রাট জমজমের নরক দুর্দ্দশা বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। উহা অতি উপদেশমূলক বটে কিন্তু ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ইহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(আহওয়ালে আম্বিয়া দ্রষ্টব্য।)

কেতাবানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করতঃ জবুর কেতাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া দেন।

হজরত ঈশার উপদেশ।

হজরত ঈশা (আঃ) শিষ্যমণ্ডলী হাওয়ারিণ (ধর্ম্মবন্ধুগণ) অত্যন্ত ভক্ত ছিল। তাহারা হজরতের অত্যন্ত গুণানুবাদ করায় তিনি লজ্জিত হইয়া উপদেশ দেন যে আমার পরবর্ত্তী শেষপ্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা (আঃ) অতুল গুণশালী মক্কায় আবির্ভাব হইবেন এবং তাঁহার প্রতি মহাগ্রন্থ পবিত্র ফোরকাণ (কোরআন) অবতীর্ণ হইবে।

স্বর্গীয় কেতাব তওরিত জবুর ও ইঞ্জিল কেহই কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেছে না কিন্তু মহাগ্রন্থ কোরআন উক্ত ত্রিবিধ কেতাবের মূল স্বরূপ অবতীর্ণ হইবে ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া মহাগৌরবান্বিত হইবেন। তাঁহার অনেক শিষ্য সিদ্ধপুরুষ হইয়া অলৌকিকতা প্রদর্শন করিবেন। শেষ প্রেরিত পুরুষ আবির্ভাব হইলে আমাদের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার আদেশিত ধর্ম্মকথা শিরোধার্য্য করিবেন। হজরত ঈশা (আঃ)এর শিষ্যমণ্ডলী শ্রুত হইয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

হজরত ঈশা (আঃ)এর লোকান্তর বিষয় মতভেদ আছে। প্রকাশ যে তিনি বনি-ইস্রাইলগণকে স্বর্গীয় তওরিত, জবুরের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল গ্রন্থের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ করিলে, বনি-ইস্রাইলগণ হজরত দায়ুদ (আঃ) দীন নষ্ট করা বলিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হয়।

একদা মহামতি ঈশা (আঃ) আয়নচ্ছলুক নামক তাঁহার পবিত্র গৃহে শিষ্যমণ্ডলীসহ প্রবেশ করিলে তাঁহার শত্রু য়িহুদিগণ উক্ত গৃহ বেষ্টন করে। সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিভুর আদেশে হজরত জেব্রাইল (আঃ) উক্ত গৃহের উপরিভাগ (ছাদ) বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে বয়তুল মামুরে (৪র্থ

আকাশে) উত্তোলন পূর্ব্বক রক্ষা করেন। য়িহুদী ধর্ম্মনেতা দুরাত্মা সেই উগ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ হজরত ঈশা (আঃ)কে দেখিতে না পাইয়া বিফলমনোরথ হয়। বিশ্ববিভুর অসীম লীলা সেই সেই উগের আকৃতি হজরত ঈশা (আঃ)এর সাদৃশ্য হইয়া যায়। য়িহুদিগণ সেই পাপাত্মাকে হজরত ঈশা (আঃ) জ্ঞানে ধৃত করিলে সে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিলাপ ও অনুরোধ করা স্বত্ত্বেও পাপিগণ তাঁহাকে শূলে আবদ্ধ করিয়া প্রাণবধ করে।

হজরত ঈশা (আঃ) প্রায় শত বৎসর পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তিনি অন্তর্হিত হইবেন। (৯৫)

হজরত ইমাম মেহিদীর আবির্ভাব।

পবিত্র হাদিস শরিফে প্রকাশ যে কোর্‌আনের দীন জারি থাকিবে। পরে সুলতান ও খ্রীষ্টানে যুদ্ধ হইয়া খ্রীষ্টান জয়ী হইয়া খয়বর হস্তাম্বুল পর্য্যন্ত দখল করিবে। তৎকালে দর্জ্জাল নামক পাপী প্রকাশ

(৯৫) হাদিস শরিফে প্রকাশ যে হজরত ঈশা চতুর্থ আকাশে যাওয়ার সময় হইতে ৫২৫ বৎসরান্তে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদ মোস্তফা (দঃ) আবির্ভাব হন। হজরত সেকেন্দার হইতে হজরত মোহম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত ৮২৫ বৎসর হইয়াছিল।

বিশ্বপতি বিভুর বিনাদেশে বৃক্ষপত্র পতন ও বালুকাকণা স্থানান্তরিত হইয়া থাকে না। তিনি কোন্ অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। তিনি সেই উগকে পঞ্চাশ বৎসর পালন করিয়া হজরত ঈশা (আঃ) এর বিপদের পরিবর্ত্তে তাহাকে ভারবহন করিতে দিয়াছিলেন। হজরত মুসা (আঃ) এর শত্রুর প্রায়শ্চিত্ত জন্য চারি শত বৎসর ফেরাউনকে নানারূপ সুখসম্ভোগ করাইয়া নীলনদে নিমগ্ন করেন। হাবিলের দুম্বা চারি শত বৎসরকাল বেহেশতে পালন করিয়া হজরত ইসমাইল (আঃ) পরিবর্ত্তে দিয়াছিলেন। তদ্রূপ মোমিন মুসলমানের পাপের পরিবর্ত্তে উদ্ধার জন্য কাফেরগণকে এই অস্থায়ী জগতে সুখভোগে পালন করিতেছেন।

এ জড়জগতে কাফেরগণ নানারূপ সুখসম্ভোগ করিয়া আসিতেছে তজ্জন্য কোন আক্ষেপের বিষয় নহে। দয়াময় আল্লাহতালা পবিত্র কোর্‌আন শরিফে আদেশ করিয়াছেন "সিজ্জিনাল মোমেনিন, জেন্নাতুল কাফেরিণ" অর্থাৎ এই পৃথিবী মোমেনের জন্য নরক ও কাফেরের জন্য স্বর্গতুল্য। অতএব ইস্‌লাম-ভ্রাতা ভগিনীগণ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, ভবিষ্যতে বিশেষ ফল আছে।